উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৩১৮.৩৯ (+১১৭.৫৪)

নিফটি : ২৩,৬৫৯.০০ (+৪১.০০)

হরিয়ানার তুষার ব্রিটেনের মেয়র ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৪°	৩২°	২৫°	৩৩°	২৫°	৩২°	২৪°

ক্রমশ একঘরে 'সেনাপতি' অভিষেক ৫

আর্সেনালই আজ প্রেরণা ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি ইন্টার কাশী ১১

শিলিগুড়ি ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 21 May 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 3

পুরনিগমে দুর্নীতি নিয়ে পুরমন্ত্রীকে পদক্ষেপের নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : আগামী বছরের গোড়ার দিকেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোট রয়েছে। তার আগে বিজেপি এবার উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি পুরনিগমকে পাখির চোখ করছে। আর তাই দুর্নীতি ইস্যুকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে এখন থেকেই সরব হচ্ছে রাজ্য সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুর্নীতি প্রসঙ্গ উঠেছে। বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেওয়া পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলকে দ্রুত শিলিগুড়িতে এসে সাংসদ, বিধায়কদের নিয়ে পুরনিগমে বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বৈঠকে পুরনিগমের কমিশনারের খোঁজ করেন। কিন্তু কমিশনার বৈঠকে ছিলেন না। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'কমিশনারকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাই তিনি যাননি।' দুর্নীতি ইস্যুতে তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার চাইলে তদন্ত করাতেই পারে। আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছি।'

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুর নির্বাচনে ৪৭ আসনের শিলিগুড়ি পুর বোর্ডে ৩৭টিতে জিতে বোর্ড দখল করেছিল তৃণমূল। সেবার নির্বাচনেও বিজেপি পুর বোর্ড দখলের জন্য ঝাঁপালেও পাঁচটি আসন পেয়েই থেমে গিয়েছিল। খোদ বিধায়ক শংকর ঘোষ ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে পরাজিত হয়েছিলেন। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে গৌতম দেবের নেতৃত্বাধীন বর্তমান বোর্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ বিধানসভা, লোকসভা ভোটে বিজেপিকে দু'হাত ভরে ভোট দিলেও পুরভোটে বিজেপিকে বারবার নিরাশ করেছে। এবার রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। উত্তরবঙ্গের একমাত্র পুরনিগম শিলিগুড়ি দখলই এখন বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যেই খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন পুরনিগমের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন।

পুরনিগমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কাজে দুর্নীতি, অবৈধ নির্মাণে মদত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি আদায়, এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL
নার্সিং কেরিয়ার?
বিস্তারিত জানতে কল করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School and College
Kolkata | Siliguri

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে শুভেন্দু। প্রত্যাশার পারদ চড়লেও সেই অর্থে প্রাপ্তি নেই। সফর শেষে কলকাতায় ফিরেই অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর।

বঙ্গে হিমন্ত মডেল শুভেন্দুর

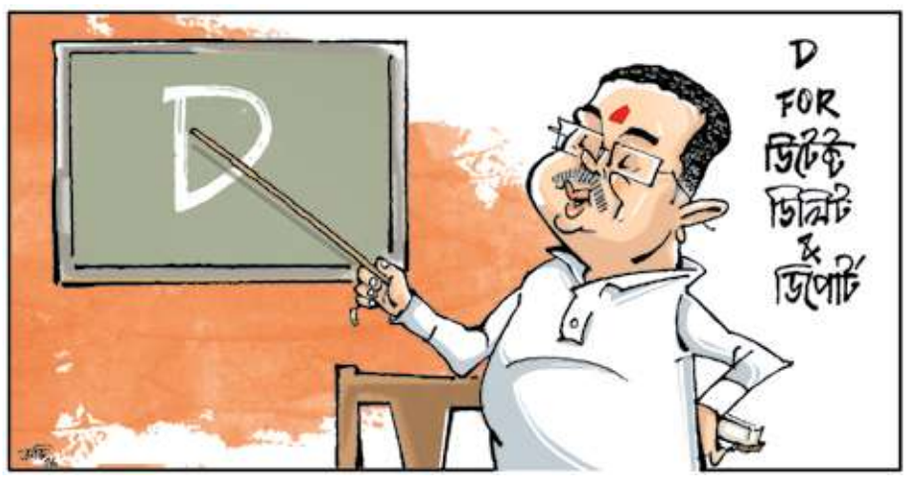

অনুপ্রবেশ ধরলেই সোজা সীমান্ত পার

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ মে : হিমন্ত মডেলেই বাংলা চলবে। অনুপ্রবেশ সমস্যায় বিএসএফ-এর হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। পুলিশও কোনও অনুপ্রবেশকারীকে ধরলে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেবে। বিএসএফ ধৃতকে সরাসরি দেশছাড়া করবে। পশ্চিমবঙ্গ ঘেঁষা যে দেশগুলি আছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গেই শুধু অনুপ্রবেশ সমস্যা আছে। শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিলেন, এই সমস্যা সমাধানে কড়া তাঁর সরকার। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে শুধু এই বিষয়টি জানানোর জন্য বুধবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করেন নবান্নে।

শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী।

সীমান্তে টপকে যাঁরা এরাজ্যে ঢুকবেন, শুধু তাঁদের নয়, বাংলায় অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে সমানভাবে এই পদক্ষেপ কার্যকর হবে। সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে অন্তর্ভুক্ত ৭টি সম্প্রদায়ের মানুষ ও ২০২৪-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিনদেশ থেকে আগতদের পুলিশ হেনস্তা করতে বা আটক করতে পারবে না। কিন্তু এর বাইরে যাঁরা, তাঁরা সবাই অনুপ্রবেশকারী।'

তাঁদের একেবারেই রেয়াত করবে না বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার। কী হবে সরকারি পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'পুলিশ সরাসরি তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেবে। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ-এর (বিজিবি) সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট।' দেশের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত থানায় আজ থেকে এই আইন কার্যকর করলাম।'

মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার দু'দিন পর অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে হিমন্ত বিশ্বশর্মার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেদিনই গুয়াহাটিতে তিনি বলে এসেছিলেন, অনুপ্রবেশ সমস্যায় বাংলাতেও অসম মডেল চালু হবে। হিমন্ত প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে, এভাবে তাঁর সরকার বিএসএফ-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে অনেককে বাংলাদেশ সীমান্ত পার করে দিয়েছে। তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি তখন। এরপর দশের পাতায়

উত্তরের প্রাপ্তি কেবলই প্রতিশ্রুতি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ মে : 'ঋণ শোধ' করতে এসেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের ঋণ। দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকও করলেন উত্তরবঙ্গে। ওই বৈঠকের আগে শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে দাবি করলেন, 'এই সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ অগ্রাধিকার পাবে।' কিন্তু পেল কতটা? এই প্রশ্নে ধোঁয়াশা থেকে গেল। শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকের পর তিনি কিছু বলেননি। অন্য কেউ সাংবাদিকদের কিছু জানাননি।

বিজেপির 'ভদ্রাসন'-এর ঋণ শোধের বার্তা শুভেন্দুর

বৈঠকে উপস্থিতদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বৈঠকে বিধায়কদের কাছ থেকে তাঁদের এলাকার সমস্যাগুলি শুনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রত্যেক বিধায়ক তাঁদের এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যা তুলে ধরেছেন। কিছু প্রস্তাব এবং দাবি মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে দিয়েছেন তাঁরা। বিধায়কদের বলা ওই সমস্যাগুলি তিনি প্রশাসনকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম বৈঠকে উন্নয়নের কোনও প্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত হয়নি, কোনও রোডম্যাপ তৈরির খবরও জানা যায়নি।

এরপর দশের পাতায়

বিদ্যুৎ কেনায় বড় রহস্য

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মাসের শুরুতে যখন বিদ্যুতের বিল হাতে আসে তখন রীতিমতো ছ্যাঁকা লাগে আমজনতার। বিলের টাকা গুনতে গুনতে সাধারণ মানুষ ভাবেন, আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, বিল তো দিতেই হবে! কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেন না, এই যে বিদ্যুৎ আমাদের ঘর আলোকিত করছে, তা ঠিক কোথা থেকে আসছে? কত দামেই বা কেনা হচ্ছে? আর সেই কেনাবেচার নেপথ্যে কী এমন শর্ত লুকিয়ে আছে, যা জনসমক্ষে আনতে এত অনীহা? বিদ্যুৎ কেনার এই জটিল গোলকধাঁধার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার রহস্যময় লেনদেন। আর সেই লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি বা ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর 'পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট' বা পিপিএ নিয়ে এবার উঠতে শুরু করেছে বড়সড়ো অভিযোগ। চুক্তিগুলো সাধারণ মানুষের নজরদারির বাইরেই থেকে গিয়েছে। বিদ্যুৎ কেনাবেচার অর্থের পরিমাণ নিয়ে অডিট হলেও চুক্তির শর্তগুলি আজও যাচাই হয়নি। কোন পরিস্থিতিতে কেন বিদ্যুৎ কেনা হল, যখন কেনা হল সেই সময় সত্যিই ঘাটতি ছিল কি না, যাদের কাছ থেকে কেনা হল তাদের চাইতে কম দামে সেইসময় আর কোনও সংস্থা বিদ্যুৎ বিক্রি করছিল কি না এইসব প্রশ্নের কোনও উত্তর মিলছে না। আর এই অস্পষ্টতা থেকেই আসল রহস্যের শুরু।

কীভাবে চুরি

- বিদ্যুৎ কেনার রহস্যময় চুক্তি বা 'পিপিএ'-এর শর্ত রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আজ পর্যন্ত সেই শর্ত যাচাই হয়নি
- বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলেও স্রেফ চুক্তির দোহাই দিয়ে 'ক্যাপাসিটি চার্জ'-এর নামে বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা
- পরিকল্পিতভাবে রাজ্যে বিদ্যুতের সংকট দেখিয়ে খোলা বাজার থেকে চড়া দামে তড়িঘড়ি বিদ্যুৎ কেনার আড়ালে সরাসরি পকেট ভরছে প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের
- বিদ্যুৎ কেনার ক্ষেত্রে সস্তার সরকারি উৎসগুলিকে সুকৌশলে এড়িয়ে বাবুসোনা গোষ্ঠীর অঙ্গুলিহেলনে বেশি দামে বেসরকারি কোম্পানির ক্যাশ বাক্স ভরানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে

আমজনতার দেওয়া করের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠছে সিন্ডিকেটের কারবারিদের সম্পত্তি। যে কোনও ক্রাইম থ্রিলারকেও হার মানানো বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক লুটের বিস্ফোরক খতিয়ানের অন্তর্তদন্ত। আজ শেষ কিস্তি

আর্থিক মহাযজ্ঞ

- গত ২০২৫-'২৬ আর্থিক বর্ষেই রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বিদ্যুৎ কেনার অঙ্ক ছুঁয়েছে ৩৯ হাজার কোটি টাকা। দৈনিক শুধু 'জরুরি কেনাকাটার' নামেই থাকে ১২ থেকে ১৫ কোটির বিশেষ তহবিল
- বিদ্যুৎ কেনার এই অস্বচ্ছতা নিয়ে খোদ দপ্তরের অর্থ বিভাগের আধিকারিকদের একাধিক নোটশিট ও ফাইল প্রভাবশালীর নির্দেশে সুকৌশলে বারে বারে আটকে দেওয়া হয়েছে

মেয়াদ বৃদ্ধিতে অনিয়ম

- অবসরের পরেও বিশেষ সুবিধা ও বেতন কাঠামো তৈরি করে একে পাণ্ডেকে কেন ডিরেক্টর (আরটি) পদে রেখে দেওয়া হয়েছে তা এক বড় ধাঁধা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক মহলে

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

বিষয়টা একটু খোলসা করে বলা যাক। বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি তো আর জাদুবলে সব বিদ্যুৎ নিজেরা তৈরি করে না। সাধারণ মানুষের বিপুল চাহিদা মেটাতে তারা প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট বা কোম্পানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে এনে আমাদের সরবরাহ করে। কে কত বিদ্যুৎ দেবে, কত দামে দেবে এবং কতদিন ধরে দেবে- এই সমস্ত নানা বিষয়ের যে লিখিত আইনি চুক্তি, পোশাকি ভাষায় তাকেই বলা হয় পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট বা পিপিএ। নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট তো আছেই, তার পাশাপাশি ডিভিসি, এনটিপিসি-র মতো কেন্দ্রীয় এরপর দশের পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয় বিশ্বাসী"

সোশ্যাল মিডিয়া এখন 'মেলোডিময়'। রোম সফরে গিয়ে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে ভারতীয় টফি উপহার নরেন্দ্র মোদির। আর সেই ছবি, ভিডিও ঘিরেই চর্চা তুঙ্গে।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ডিআই অফিসে তালা পড়ার আশঙ্কা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ মে : দুই বছরের বেশি সময় ধরে বাড়িভাড়া না দেওয়ায় বকেয়ার অঙ্ক ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। বাড়িওয়ালা ভাড়ার জন্য একাধিকবার তাগাদা দিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে আধিকারিকদের আশঙ্কা, ভাড়া না পেয়ে যদি বাড়িওয়ালা গেটে তালা মেরে দেন, তাহলে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সব কাজকর্ম লাটে উঠবে।

তৃণমূল সরকার থাকাকালীন কলেজপাড়ার সেই অফিসের ভাড়া মেটানোর জন্য বিকাশ ভবনে বারবার আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও টাকা আসেনি। শুধু বাড়িভাড়া নয়, ইন্টারনেট ও টেলিফোনের বিল মেটানোর জন্য ১০ হাজার টাকা প্রয়োজন। টাকা না দেওয়ায় আগে একবার ইন্টারনেটের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল। আবার কবে লাইন কেটে দেওয়া হয়, সেই আশঙ্কায় রয়েছেন আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক কানাইলাল দে বলেছেন, 'টাকা চেয়ে বিকাশ ভবনে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু টাকা মেলেনি। নতুন সরকার যাতে বিষয়টি দেখে, সেটাই চাইছি।'

- বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের ভাড়া প্রতি বছরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বেশি, বর্তমানে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বকেয়া
- অফিসটি যে অস্থায়ী কর্মী পরিষ্কার করেন, তাঁর মজুরি প্রায় ৫০ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে
- অফিসের নিত্যনৈমিত্তিক খরচ চালাতে বছরে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রয়োজন, কিন্তু সেটাও আসছে না

তৃণমূলের আমলে প্রতিটি জেলাতেই বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের অবস্থা বেহাল হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, বিদ্যালয় পরিদর্শকদের গাড়ির ভাড়া ঠিক করে না দেওয়ায় আধিকারিকদের স্কুল পরিদর্শন কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর মাঝে শিলিগুড়িতে অবস্থা আরও সংকটজনক হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় কারণ, শিলিগুড়ি বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভাড়াবাড়িতে চলছে।

বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস সূত্রে খবর, বাড়িওয়ালা ভাড়া না পাওয়ায় ভবনের সংস্কারের কাজ করতে পারছেন না। সেই কারণে ভবনে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। বহু মাস আগে একবার বাড়িভাড়া ৫০ হাজার টাকা মেটানো হলেও তা ছিল যৎসামান্য। জানা গিয়েছে, অফিসের ভাড়া প্রতি বছরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বেশি। এদিকে, অফিসটি যে অস্থায়ী কর্মী পরিষ্কার করেন, তাঁর মজুরিও প্রায় ৫০ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। অফিসের নিত্যনৈমিত্তিক এরপর দশের পাতায়

কুসংস্কার রুখে সজারু বাঁচালেন তিন বন্ধু

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনীতে 'সজারুর কাঁটা' হয়ে উঠেছিল হত্যার মোক্ষম অস্ত্র। আর বাস্তবে সেই কাঁটার লোভেই একটি নিরীহ প্রাণীকে প্রায় মেরেই ফেলছিল উন্মত্ত জনতা!

মন ভালো করা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মে : সকাল আটটা। মাটিগাড়া থানার খোলাই বকতরি এলাকার হনুমান মন্দিরের চাতালে বসে গল্প করছিলেন তিন বন্ধু চন্দন রাউত, রাজাকুমার মাহাতো এবং বিশাল সাহানি। আচমকাই তাঁদের চোখ যায় পাশের মহানন্দা নদীর দিকে। জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে একটি সজারু, প্রাণপণে লড়ছে বাঁচার জন্য। দৃশ্যটি দেখেই আর স্থির থাকতে পারেননি তাঁরা। একটি ঝুড়ি জোগাড় করে সোজা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনজন। অনেক কসরত করে প্রাণীটিকে ডাঙ্গায় তুলে আনতেই শুরু হয় আসল লড়াই। নদীর স্রোতের চেয়েও যে সমাজের অন্ধবিশ্বাস অনেক বেশি ভয়ংকর, তা হাড়ে হাড়ে টের পান তাঁরা।

ততক্ষণে নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়ে ফেলেছেন স্থানীয়রা। সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস রয়েছে, সজারুর কাঁটা কাছে রাখা নাকি অত্যন্ত শুভ! এই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই কিছু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণীটির ওপর। সজারুর শরীর থেকে তখন নির্মমভাবে টেনে কাঁটা উপড়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনটি-চারটি কাঁটা তোলাও হয়ে গিয়েছে। অবলা প্রাণীর এই যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থা দেখে শিউরে ওঠেন ওই তিন তরুণ। জল থেকে তুলেই কি তবে তাঁরা ভুল করলেন? চোখের সামনে প্রাণীটাকে এভাবে মরতে দেবেন তাঁরা? বিবেকের দংশনে জ্বলে ওঠে তিন তরুণের মন। ক্ষিপ্ত জনতার মাঝখান থেকে আক্ষরিক অর্থেই সজারুটিকে ছিনিয়ে নেন তাঁরা। এরপর একপ্রকার দৌড় লাগান চন্দনের বাড়ির দিকে।

খাঁচাবন্দি রক্তাক্ত সজারু। (ডানে) উদ্ধারকর্তা দুই বন্ধু চন্দন ও রাজা।

বাড়িতে ঢুকে একটি খাঁচায় সজারুটিকে বন্দি করেন তাঁরা। কিন্তু বাইরে তখন রীতিমতো তুলকালাম। কাঁটার লোভে উন্মত্ত জনতা ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে বাড়ি। বয়সে বড় প্রতিবেশীদের এই আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকাটা মোটেও সহজ ছিল না পেশায় রংমিস্ত্রি চন্দন, শপিং মলের কর্মী রাজা এবং চাকরিপ্রার্থী বিশালের কাছে। তাঁরা বুঝতে পারেন, এভাবে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। ইন্টারনেট ঘেঁটে বন দপ্তরের নম্বর এরপর দশের পাতায়

Bhawanipur Global Campus | NAAC A+

bhawanipurglobal.edu.in

Formerly NSHM Kolkata

THE WORLD IS CHANGING FASTER THAN YOUR SYLLABUS.

At BGC, the future is yours to make.

The Bhawanipur Global Campus (BGC) reimagines education. It stays a step ahead of the ever-changing world, integrating technology and global perspectives into every lesson.

Courses Offered

School of Business & Management
BBA
BBA - Business Analytics
BBA - Banking & Finance
BBA - Entrepreneurship
BBA - Hospital Management
BBA - Global Business
BBA - Sports Management
MBA
Master of Hospital Administration
Executive MBA

School of Allied Health
B.Sc. - Dietetics & Nutrition
B.Sc. - Psychology
Bachelor of Optometry
M.Sc. - Clinical Psychology
M.Sc. - Dietetics & Nutrition
Master of Optometry
Master of Public Health

School of Pharmacy
Bachelor of Pharmacy
Master of Pharmacy - Pharmaceutics
Master of Pharmacy - Pharmacology

School of Hospitality and Culinary Arts
BBA - Travel & Tourism Management
BBA - Aviation Hospitality Services & Management
B.Sc. - Hospitality & Hotel Administration
B.Sc. - Culinary Science
M.Sc. - Hospitality Management
Master of Tourism & Travel Management

School of Media
B.Sc. - Media Science
M.Sc. - Media Science

School of Design
B.Sc. - Fashion Design & Management
B.Sc. - Interior Designing
B.Sc. - Multimedia, Animation & Graphics
M.Sc. - Multimedia, Animation & Graphic Design

School of Advanced Computing
B.Sc. - Data Science
BCA
BCA - Artificial Intelligence & Machine Learning (AI & ML)
BCA - Data Science & Cyber Security
M.Sc. - Data Science & Analytics
MCA

What Makes BGC Distinctive

- 90+ Years of Academic Legacy rooted in excellence and innovation
- AI-integrated courses, NEP-aligned curriculum & new age specialisation to enhance career readiness
- State-of-the-art Infrastructure with advanced labs and learning spaces
- Global Academic Partnerships for research, exchange programmes, and international certifications
- Industry-driven Learning through workshops, expert sessions, and CXO-led interactions
- International Exposure with mobility programmes and global immersion opportunities
- Strong Internship & Placement Support with leading companies
- Future-ready Skill Development through hands-on training, design thinking and live-case studies

Collaborations

IBM | SONY | Erasmus+ | fssai | Analytics Society of India | aws

An Autonomous Institution Affiliated to MAKAUT | Approved by AICTE & UGC (under section 2F) | NAAC A+ & NBA Accredited

Admission through BGC Common Entrance Test (B-CET)

Scholarship Test (Round 2) 23rd May, 2026.

All Undergraduate Programmes offered as Honours/Honours with Research.

Apply Online

Bhawanipur Global Campus, Kolkata (Formerly NSHM Kolkata). 60, B.L. Saha Road, Kolkata-700053

CALL: 91269 91269

Last Date for Applications
25th May, 2026

innercircleindia.com

বৃষ্টিভেজা ইসলামপুর শহর। বুধবার। সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

এক সপ্তাহ ধরে নির্জলা ১০০ পরিবার

কল আছে, জল নেই বাড়িভাসায়

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ মে : তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই গত এক সপ্তাহ ধরে কার্যত নির্জলা ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িভাসা বাজার সংলগ্ন এলাকা। বাড়িতে বাড়িতে সরকারি কল বসলেও, তাতে জলের দেখা নেই। ফলে চরম জলকষ্টে ভুগছে এলাকার প্রায় ১০০টি পরিবার। প্রশাসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সর্বত্র দরবার করেও স্থায়ী সমাধান না মেলায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই সমস্যা তাঁদের কাছে নতুন নয়। কোভিডের ঠিক আগের সময়ে এই এলাকায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরের উদ্যোগে জলের পাইপলাইন পাতার কাজ হয়েছিল। ঘরে ঘরে বসেছিল ট্যাপকল। কিন্তু শুরুর দিন থেকেই পরিষেবা ছিল খামখেয়ালি। মাঝেমধ্যেই জল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেত। সেই সময় পঞ্চায়েত সদস্যের দুয়ারে ছোটাছুটি করা, প্রধানের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া কিংবা পিএইচই বিভাগে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের হস্তক্ষেপে টনক নড়ে প্রশাসনের। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এ এই বঞ্চনার খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। গত সাত মাস এলাকায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক ছিল। বাসিন্দারা যখন ভেবেছিলেন যে দুর্ভোগের দিন অবশেষে শেষ, ঠিক তখনই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল পুরোনো সেই জলকষ্ট।

গত সাতদিন ধরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বাসিন্দাদের দাবি, চড়া রোদের মধ্যে দিনে মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য কলে জল এলেও, তার গতি এতটাই কম যে একটি পাঁচ লিটারের ড্রাম ভরতেই প্রায় ১০-১২ মিনিট সময় লেগে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে দূরদূরান্ত থেকে জল বয়ে আনতে হচ্ছে, অথবা চড়া দামে জারবন্দি জল কিনে তেষ্টা মেটাতে হচ্ছে।

- ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িভাসা বাজারে এক সপ্তাহ ধরে তীব্র জলসংকট, ক্ষুব্ধ ১০০টি পরিবার
- পিএইচই-র বকেয়া টাকার জেরে কাজ বন্ধ থাকার জল্পনা প্রধানের, কিছুই জানেন না উপপ্রধান
- আয়রনযুক্ত কুয়োর জল ব্যবহারে অনিচ্ছা, বাধ্য হয়ে রোজ টাকা দিয়ে পানীয় জল কিনছেন বাসিন্দারা

স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস দত্তের অভিযোগ, ‘সপ্তাহখানেক ধরে পানীয় জলের তীব্র সমস্যা তৈরি হয়েছে। বাধ্য হয়ে দূর থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমাদের আশপাশের কুয়োর জলে মারাত্মক আয়রন। সেই জল খাওয়া তো দূরের কথা, জামাকাপড় কাচারও যোগ্য নয়।’

আরেক বাসিন্দা শম্পা রায়ের ক্ষোভ, ‘বাজার থেকে রোজ রোজ জল কিনে এনে খাওয়া কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? খাওয়ার জল কিনলেও ঘরের অন্যান্য কাজের জন্য পাশের পাড়া থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা চরম বিপাকে পড়েছি।’

একই সুর শোনা গেল রুম্পা দাসের গলাতেও। তিনি বলেন, ‘এক-দুইদিন সমস্যা হলে মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সপ্তাহখানেক ধরে এই তীব্র গরমে জল না থাকলে মানুষ বাঁচবে কী করে? রোজ টাকা দিয়ে জল কেনার সামর্থ্য সবার থাকে না।’ এতদিন ধরে পরিষেবা স্তব্ধ থাকায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দা বাসুদেব সাহা, তুলসী মণ্ডলরাও।

অথচ, ১০০টি পরিবারের এই হাহাকার নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। এই জলসংকট নিয়ে এলাকার বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য তথা ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুপেন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দায়সারাভাবে বলেন, ‘এই বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।’

অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার অবশ্য পিএইচই দপ্তরের গাফিলতির দিকেই আঙুল তুলেছেন। প্রধানের বক্তব্য, ‘কিছুদিন আগে পিএইচই-র ঠিকাদাররা আমাকে বলছিলেন যে তাঁদের অনেক টাকা বকেয়া রয়েছে। আগের বোর্ড বা সরকার সেই টাকা মেটায়নি। বকেয়া না পাওয়ায় তাঁরা কোথাও কোথাও কাজ বন্ধ করে দিয়ে থাকতে পারেন বলে আমার অনুমান। তবে আসল বিষয়টি কী তা আমাকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।’ জনপ্রতিনিধিদের এই উদাসীনতায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে বাড়িভাসা বাজারে।

জট খুলছে গেস্টহাউসে রহস্যমৃত্যুর

শিলিগুড়ি, ২০ মে : প্রধাননগর থানা এলাকার গেস্টহাউস থেকে তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এবার প্রেমে প্রতারণার তত্ত্ব উঠে আসতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার রাতে মৃত টিকারাম শংকরের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে একটি মেয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর আগে শংকর একটি সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছিলেন। সেখানে ওই তরুণীর বিরুদ্ধে প্রেমের আড়ালে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করার পর প্রতারণার অভিযোগ তোলা হয়। সেই কারণে টিকারাম বিষ খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে সুইসাইড নোটে দাবি। যদিও এই সুইসাইড নোটের নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কি না, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চলতি মাসের গত ১৩ তারিখ প্রধাননগর থানা এলাকার এক গেস্টহাউস থেকে সিকিমের বাসিন্দা তরুণের দেহ উদ্ধার হয়। গেস্টহাউস কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ১১ তারিখ গেস্টহাউসে ঘরভাড়া নেন টিকারাম। যদিও ১২ তারিখ থেকে তাঁকে আর বেরোতে দেখা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, দেহ উদ্ধারের সময় ঘরে তল্লাশি চালাতেই একটি নোট মেলে। যদিও ওই নোট টিকারামেরই লেখা কি না, নিশ্চিত করতে পরিবারকে ডাকা হয়। পরিবারের দাবি, ‘ছেলের মৃত্যুতে আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় কিছুদিন আসতে পারিনি। তবে কিছুটা সামলে ওঠার পরেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই, ঘটনার প্রকৃত তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।’

কী লেখা রয়েছে ওই সুইসাইড নোটে? দাবি করা হয়েছে, সিকিমের এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিল তাঁর। সেই সুযোগে ১ লক্ষ দশ হাজার টাকা আদায় করেন অভিযুক্ত তরুণী। টাকা ফেরত চাইতেই তিনি দূরত্ব তৈরির কৌশল নেন। টিকারামের আত্মীয় বিনয় শংকর বলেন, ‘টিকারাম গ্যাংটকে থাকত। গাড়ি চালাত। কাউকে না জানিয়ে গত ১১ মে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর ১৩ তারিখ ওই গেস্টহাউস থেকে আমাদের কাছে ফোন আসে। আমরা চাই, ওই তরুণীকে থানায় ডেকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করুক। তাহলেই সমস্তটা পরিষ্কার হবে।’

পার্থেনিয়ামে উদ্বেগ

রাজগঞ্জ, ২০ মে : তালমা মোড়-ভুটকিহাট পর্যন্ত ৩১ডি জাতীয় সড়কের দু’পাশ ছেয়ে গিয়েছে পার্থেনিয়ামের ঝাড়ে। পার্থেনিয়ামের মতো ক্ষতিকারক গাছ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডল বলছেন, ‘রোজ এই রাস্তা দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীও যাতায়াত করে। তারা নিজের অজান্তে এই বিষাক্ত গাছের সংস্পর্শে নানা সমস্যায় পড়তে পারে। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ দ্রুত এই বিষাক্ত গাছ যেন দ্রুত কেটে ফেলা হয়।’

এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন ডাবল লাইন

উচ্ছেদের শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ মে : রেলের তরফে এখনও উচ্ছেদের কোনও নোটিশ জারি হয়নি। কিন্তু এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন ডাবল লাইনের (বাইপাস) অনুমোদনে রেলের জমিতে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীদের ঘুম উড়েছে। প্রত্যেকেই উচ্ছেদের আশঙ্কায়। রুজিরুটির তাগিদে পুনর্বাসনের দাবিও জোরালো হচ্ছে। রেল ও রাজ্য সরকারের কাছে এমন দাবি তুলে ধরতে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছেন ব্যবসায়ীরা। শংকরের বক্তব্য, ‘বিষয়টি সংবেদনশীল। সরকার নির্ধারিত নীতি মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি পাঠিয়ে এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন ডাবল লাইন প্রকল্পের অনুমোদনের কথা জানিয়েছেন। ৭.১৫ কিলোমিটার বাইপাসটি তৈরি হলে যাত্রী পরিষেবার পাশাপাশি পণ্য পরিবহণেও গতি আসবে বলে মনে করছে রেল। রেলকর্তারা জানাচ্ছেন, প্রকল্পটির প্রাথমিক পর্বে বিভিন্ন এলাকায় জবরদখল সরাতে হবে। সেই তালিকায় ফুলেশ্বরী বাজার সংলগ্ন এলাকা সহ টাউন স্টেশন লাগোয়া বাজার রয়েছে। পৃথক দুটি এলাকায় শতাধিক ব্যবসায়ী রেলের জমির ওপর অস্থায়ী নির্মাণ গড়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। রেলের তরফে নোটিশ না পেলেও তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, এবার সরে যেতে হবে। কিন্তু যাবেন কোথায়, বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। কাটিহার ডিভিশনের এক রেলকর্তা বলেন, ‘প্রকল্পের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে আগামীতে ব্যবসায়ীদের নোটিশ

ডাবল লাইন হলে ভাঙা পড়বে এই দোকানপাট। -সংবাদচিত্র

পাঠানোর কাজ শুরু হবে।’

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, রেলের কাজে তাঁরা কোনওভাবেই বাঁধা হতে চান না। কিন্তু রাজ্য অথবা রেলের তরফে তাঁদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যথায় তাঁদের সংসার চালানো চরম সমস্যার হয়ে দাঁড়াবে। ফুলেশ্বরী বাজার এলাকার ব্যবসায়ী দুলাল দাস বলেন, ‘দীর্ঘ বছর ধরে রেলের জমিতে দোকান করে সংসার চালাই। কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিলে উঠে যেতে হবে। ইতিমধ্যে রেল পুলিশ ও কয়েকজন আধিকারিকরা এসে নাম ও ফোন নম্বর নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কোথায় যাব, বুঝতে পারছি না।’ টাউন স্টেশন বাজারের ব্যবসায়ী নান্টু দাস বলেন, ‘দুই দশক ধরে রেলের জমিতে ব্যবসা করছি। এখন শুনছি ডাবল লাইন হবে। হয়তো আমাদের সরে যেতে হবে। আমরা উন্নয়নের কাজে বাঁধা হতে চাই না। তবে রেলের তরফে আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হলে খুব ভালো হয়।’ টাউন স্টেশন বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক আশিস পাল বলেন, ‘স্থায়ী ঠিকানা চেয়ে অতীতেও একাধিকবার রেল কর্তৃপক্ষ সহ জনপ্রতিনিধিদের কাছে দরবার করেছিলাম। এবার আমরা পুনর্বাসন চেয়ে স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে চাই।’

ইজারায় দুর্নীতির ছক

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : নিয়ম ভেঙে চলেছে হাট, ঘাট ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া। খুব অল্প টাকায় এক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয় বিভিন্ন হাট ও নদীঘাট। আবার কোথাও টেন্ডার না করেই পুরোনো ইজারাদারদের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় হাট ও ঘাটের ইজারায় দুর্নীতির এই অভিযোগ বেশ পুরোনো। ইজারা নেওয়ার নামে তৃণমূলের কয়েকজন নেতা নিজেদের মর্জিমতো হাট ও ঘাটগুলো থেকে টাকা তুলতেন বলেও অভিযোগ। এমনকি হাটের জমি বিক্রি করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। সেই ট্র্যাডিশনের এবার বদল চাইছে আলিপুরদুয়ার। স্বচ্ছভাবে যেন হাট ও ঘাট ইজারা দেওয়ার টেন্ডার করা হয়, এমন দাবি উঠছে। একই দাবি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থও হচ্ছেন বিজেপির নেতারা। রাজস্বহানি যেন কোনওমতেই না হয়, তা দেখা হবে বলেও আশ্বাস দিচ্ছেন রাজ্যের শাসকদলের নেতারা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Bishu Roy**, Father's Name - **Late Anil Roy**, of Mathurapur Roypara, PS - Manikchak, Malda District, who has been missing Since 18.09.2025, at about 15.00 hrs, missing under Manikchak PS, Description of this missing person is: **Age** - 16 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 5 Inch, **Wearing** - Red Ganji, **Language** - Bengali. **Identification Mark** - Handicapped on leg and left side hand. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.
ICA-D726(3)/2026

ডোক নদীঘাটে চলছে মাথা কামানো। বুধবার। -সংবাদচিত্র

প্রতিজ্ঞা পূরণে ন্যাড়া হলেন বিজেপি কর্মী

চোপড়া, ২০ মে : প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মাথা ন্যাড়া করবেন। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলে বুধবার আট বছর পর কথা রাখলেন চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি কর্মী পঞ্চাশোর্ধ্ব সুক্তা সিংহ। তিনি বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডলের সহ সভাপতি। তাঁর মাথা ন্যাড়াকে কেন্দ্র করে এদিন ব্যান্ড বাজানোর পাশাপাশি শোভাযাত্রা বের করা হয়। চুয়াগাড়ি এলাকায় ভিড় জমে কৌতূহলী বিজেপি কর্মীদের।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সে সময় ছাপ্পা ভোট ও ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। ওই সময় এলাকায় তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই প্রতিজ্ঞা করেন তিনি। তিনি এদিন বলেন, ‘গণনাকেন্দ্রে বিরোধীদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তখনই সংকল্প করেছিলাম, তৃণমূল সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত চুল-দাড়ি কাটব না। এই সময়ের মধ্যে আমার ঠাকুরদা, জেঠিমা সহ পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য প্রয়াত হয়েছেন। ঠাকুরদা যখন মারা যান, তখন সমাজ ও আত্মীয়স্বজনরা চুল-দাড়ি কেটে শ্রাদ্ধকর্ম করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি নিজের প্রতিজ্ঞায় অবিচল ছিলাম। অবশেষে রাজ্যজুড়ে পালাবদলের পর এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে চুল-দাড়ি কাটলাম।’ এলাকায় ডোক নদীর তীরে তিনি চুল-দাড়ি কাটেন।

এদিন সকালে চুয়াগাড়ি এলাকায় প্রতিবেশী ও বিজেপি কর্মীদের ভিড়ে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। ব্যান্ড নিয়ে চলে বিজয় মিছিল। এরপর ডোক নদীর তীরে তিনি ন্যাড়া করেন। তাঁকে দেখে উৎসাহিত হয়ে স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি কর্মীও এদিন মাথা ন্যাড়া করেন। বিজেপি নেতা অসীম বর্মন বলেন, ‘তৃণমূলের সন্ত্রাসের আবহে তিনি একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে দলের কাজ করে গিয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁর সংকল্পের কথা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই জানতেন।’

স্থানীয় বিজেপি নেতা বরুণ সিংহ বলেন, ‘সুক্তা সিংহ যখন সংকল্প করেন, তখন তিনি শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ ছিলেন। আমি মণ্ডল সভাপতির দায়িত্বে ছিলাম। তার এই দৃঢ় সংকল্পের কথা আমরা সকলেই জানি।’

বিবাদ মেটাতে গিয়ে হাতাহাতি

শিলিগুড়ি, ২০ মে : পুরোনো বিবাদ মেটানোর জন্য মঙ্গলবার রাতে ওয়ার্ড অফিসে সালিশি সভা বসিয়েছিলেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন। আর সেখানেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন দু’পক্ষ। এই নিয়ে ইতিমধ্যে চম্পাসারির ঢাকনিকাটার রাহুল দে অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রধাননগর থানায়। এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত রাহুল। অভিযোগ, সেই কারণে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সুপ্রিয়া সিংহ বারবার তাঁকে নিগ্রহ করতেন। রাহুলের পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের বাড়ি বিক্রি করা নিয়ে চাপও দেওয়া হচ্ছিল। এই নিয়ে একবছর ধরে বিবাদ চলছিল দুই পরিবারের মধ্যে। মঙ্গলবার দু’পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন কাউন্সিলার দিলীপ। অভিযোগ, সেখানেই হঠাৎ রাহুলের ওপর চড়াও হন সুপ্রিয়া। রাহুলকে মারধর করা হয়। থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রাহুল। রাহুলের বাবা দীপক দে বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে আমার ছেলেকে বিভিন্ন সময় মারধর করেছে। তাই কাউন্সিলারের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানেও সুপ্রিয়া এবং তাঁর ছেলে মিলে আমার ছেলেকে মারধর করে। ‘তৃণমূল করায় নিয়মিত প্রভাব খাটাতেন সুপ্রিয়া। গোটা ঘটনার তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।’

সুপ্রিয়াও পালটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, ‘আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।’ এদিকে দিলীপ বলেন, ‘দু’পক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।’

ডাম্পারে ক্ষতি নদীবাঁধের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তুলতে ডাম্পারের যাতায়াতে একাধিক নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ ব্লকে তিস্তা ও নেপাতির বাঁধের। একাধিক জায়গায় বাঁধের ক্ষতির জন্য এলাকায় বালি চুরির ‘ডন’ পলাতক তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের দিকেই আঙুল উঠেছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জলপাইগুড়ি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা সেচ দপ্তরকে।

নির্বাচনি প্রচার চলাকালীন বিজেপির জেলা যুব মোর্চা সভাপতি পলেন ঘোষ অভিযোগ তুলেছিলেন কৃষ্ণ দাসের বালি পাচার নিয়ে। কৃষ্ণ পালটা দাবি করেছিলেন, একটা ডাম্পার তাঁর নামে দেখাতে পারলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। রাজ্যে পালাবদলের পর বারোপাটিয়ার সাধারণ মানুষও প্রকাশ্যে বলছেন, এতদিন ভয়ে মুখ বুজে ছিলেন সকলে। অবৈধ বালি কারবারের কিংপিন কৃষ্ণ দাস আর ডাম্পারগুলো একাধিক কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীদের নামেই রয়েছে। কৃষ্ণর রাজত্বে ডাম্পারগুলো একাধিক পেট্রোল পাম্প, নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে রাখা থাকত। এখন সেই কৃষ্ণর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ডাম্পারগুলোও উধাও হয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণ নিজের খাসতালুক বারোপাটিয়া নতুনবস পঞ্চায়েত এলাকার তিস্তা ও নেপাতি থেকেই বালি পাচারের কারবার চালাতেন। প্রকাশ্যেই কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠরা নদীতে ডাম্পার নামিয়ে বালি তুলত। বারোপাটিয়ার রংধামালি, বোদাগঞ্জ, দেউনিয়াপাড়া, নেপাতিবস্তি, ভোলাপাড়া, জয়পুর চা বাগানের কাছে তিস্তা ও নেপাতি থেকে বালি তোলা হত অবাধে। আট চাকা ও ১০ চাকার ডাম্পারগুলো নদীবাঁধের ঢাল বরাবর নদীতে নেমে বালি বোঝাই করে ফের ঢাল দিয়েই বাঁধে উঠত। এমনকি দেউনিয়াপাড়ায় বালির ডাম্পার ছাড়াও চাষের মাছ নিয়ে যাওয়ার ক্যান্টার ও ট্র্যাক্টরগুলো বাঁধের ঢাল দিয়ে ওঠানামা করত। দিনের পর দিন এমন অত্যাচারের কারণে তিস্তা ও নেপাতির বাঁধে একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে, ধস নেমেছে। রংধামালির প্রবীণ বাসিন্দা সুরেশ বর্মন বলেন, ‘তিস্তার বাঁধগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এখনই মেরামত করা দরকার। বালির ডাম্পার চলাচল করায় বাঁধ, স্পার, গাইডবাঁধ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’ কৃষ্ণ গা-ঢাকা দেওয়ার পর পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে। এখন স্থানীয় মানুষজনই নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে অবৈধভাবে বালি তোলার জায়গাগুলো দেখাচ্ছেন। বুধবার তাঁরাই দেখিয়ে দিলেন তিস্তার বাঁধ, স্পার, গাইডবাঁধ ডাম্পার চলাচলে কোথায় কোথায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ থেকে নদী এখন দূরে থাকলেও ভরা বর্ষায় জল পাড়ের দিকে চলে আসবেই। ফলে আগামী বর্ষায় বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দিয়ে গ্রামে জল ঢুকে বন্যার আশঙ্কা রয়েই গেল বলে মনে করছেন পাহাড়পুরে তিস্তাপাড়ের বেদান্ত দাস।

বারোপাটিয়া নতুনবস এলাকায় তিস্তাবাঁধ।

থমকে বেরংয়ে সেতু নির্মাণ, চিন্তায় গ্রামবাসী

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ মে : চোপড়ার বেরং নদীর ওপর বক্স কালভার্ট নির্মাণের কাজ থমকে পড়ায় উদ্বেগ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। চলতি বছরে কাজ শুরুর পর ভোটের আগে তা বন্ধ রাখা হলেও এখনও কাজ চালুর কোনওরকম উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেরং নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ২ কোটি ১৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেরভেরি, ধামোরগছ সহ একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে প্রতিদিন বেরং নদী পার হয়ে কালাগছের রাস্তা ধরে সদর চোপড়ায় যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর দাবি ছিল নদীর ওপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের।

প্রতি বর্ষায় পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায় নৌকা। রাতে নদী পারাপারেরও কোনও ব্যবস্থা থাকে না। সেতুর কাজ শুরু হওয়ায় এবারে বর্ষার আগেই কাজ শেষ হবে বলে আশাবাদী ছিলেন গ্রামের মানুষ। কিন্তু কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই আশায় ভাটা পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও একাধিকবার নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য মাপজোখ করা হলেও শেষপর্যন্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। ২০২৫ সালে তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান পৃথকভাবে দু’বার প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু এখন কাজ বন্ধ থাকায় নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে।

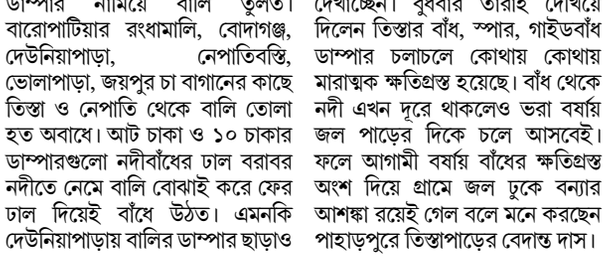

বেরং নদীতে চলছে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত। -সংবাদচিত্র

ভেরভেরি গ্রামের বাসিন্দা কৌশিক দাসের কথায়, ‘কাজ তো শুরু হয়েছিল। কিন্তু আদৌ শেষ হবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন।’ ধামোরগছের বাসিন্দা তাসলিমা বিবি বলেন, ‘সরকার বদলের পর সেতুর কাজ নিয়ে মানুষের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।’ স্কুল পড়ুয়া সাথী বিশ্বাস ও রিয়া বিশ্বাসের ভোগান্তির কথায় উঠে আসছে, বর্ষা এলেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আমরা চাই দ্রুত কাজ শেষ হোক।

স্থানীয় প্রবীণ সাদেক আলির বক্তব্য, ‘আগেও একবার মাপজোখ করে কাজ শুরু হয়েছিল পরে আর এগোয়নি। এবারও বর্ষার আগে কাজ শেষ হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।’ এদিকে, কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলেও বর্তমানে নির্মাণসামগ্রী দেখভালের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় বাসিন্দা মোশারফ হুসেনের কথায়, ‘ভোটের কিছুদিন আগে কাজ শুরু হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার বন্ধ হয়ে যায়। কবে ফের কাজ শুরু হবে জানা নেই।’ এ বিষয়ে এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, ‘বেরং নদীতে কাজ শুরু হয়েছে। নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় সম্ভবত কাজ সাময়িকভাবে আটকে পড়েছে।’ অন্যদিকে, চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

ALIAH UNIVERSITY
IIA/27, New Town, Action Area-II, Kolkata-700 160
ADMISSION NOTICE
UG, PG & B.Ed. PROGRAMMES
Academic Session: 2026-27
Advt. No. 001/AU/REG/AUAT/26-27 Dated 11/05/2026
Online applications are invited from eligible candidates for admission to the following **Under Graduate (UG), Post Graduate (PG), Integrated MBA (BBA-MBA), B.Sc. in Nursing & B.Ed.** programmes for the academic session 2026-27. Visit: **www.aliah.ac.in** for online application.
Programmes Offered
- B.Tech. and M.Tech. Programmes in Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronics & Communication Engineering, Electrical Engineering and Computer Science & Engineering.
- Lateral entry to the 2nd year of the above B.Tech. Programmes.
- BCA
- B.Sc. in Nursing (for female candidates).
- 5-year integrated MBA (BBA-MBA)
- B.A. Honours in Arabic, Bengali, English, Urdu, History, Islamic Theology, and Islamic Studies.
- B.Sc. Honours in Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Botany, Microbiology, and Zoology.
- B.A. /B.Sc. Honours in Geography and Economics.
- M.A. in Arabic, Bengali, English, Urdu, History, Education, Islamic Theology, Islamic Studies, and Journalism & Mass Communication.
- M.Sc. in Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Microbiology, and Zoology.
- Master's in Data Science and Applied Statistics.
- M.A. /M.Sc. in Geography and Economics.
- MCA
- Master of Law (LL.M.)
- 2 year Masters in Business Administration (MBA)
- B.Ed.

Last date of online application is **25th May, 2026**. For further details, please visit the website **http://www.aliah.ac.in**
Sd/-
Registrar (officiating)
ICA-N 130(6)/2026

লাভের আশায় ভরসা কার্বাইডে

হরষিত সিংহ

■ পরিপক্ক হয়েছে শুধু গোপালভোগ প্রজাতির আম, কিন্তু পাড়া হচ্ছে লক্ষ্মণভোগ, রাখালভোগও

■ কার্বাইড ব্যবহার করে অপরিপক্ক আম পাকিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিহার, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলিতে

■ সুনাম নষ্টের আশঙ্কায় টাস্ক ফোর্স গঠনের দাবি ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের

মালদা, ২০ মে : পাকার সময় এখনও হয়নি। কিন্তু ভিনরাজ্যের জন্য তা প্যাকেটজাত হচ্ছে। মূলত লক্ষ্মণভোগ, রাখালভোগ ও গোপালভোগ প্রজাতির আম গাছ থেকে আম পাড়ছেন অনেক ব্যবসায়ী। অধিক লাভের আশায় অপরিপক্ক আম কার্বাইড দিয়ে প্যাকেটে ভরা হচ্ছে। গাড়িতে করে বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ বিভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে ওই প্যাকেট। এর ফলে গুণগত মান যেমন থাকবে না, তেমনই মালদার সুনাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কাতেই কৃষক থেকে ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছে মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর। পরিপক্ক হওয়ার আগে গাছ থেকে যাতে আম না পাড়া হয়, সেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে। উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'অধিক লাভের আশায় অপরিপক্ক অবস্থায় আম পাড়া হচ্ছে। ফলে আমের গুণমান নষ্ট হচ্ছে। আমরা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে বৈঠক করছি। বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের নিয়ে এমন বৈঠক হচ্ছে।'

বর্তমানে মালদায় পরিপক্ক হয়েছে শুধু গোপালভোগ প্রজাতির আম। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির কৃষক ও ব্যবসায়ী লক্ষ্মণভোগ ও রাখালভোগের মতো আম পাড়তে শুরু করেছেন। কিন্তু কেন এমন করা হচ্ছে? এ বছর যেহেতু আমের ফলন ভালো হয়েছে, ফলে আম পাকা শুরু হলে দাম অনেক কম হতে পারে, এই আশঙ্কাতেই অপরিপক্ক আম পেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, এখন আমের বাজার ভালো রয়েছে। বর্তমানে মালদায় পাইকারি দরে প্রতি কুইন্টাল আমের দাম প্রায় দুই হাজার টাকা। কিছুদিন পর এই দাম থাকবে না, বুঝতে পারছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। তাই বেশি লাভের আশায় তাঁরা আগাম আম পেড়ে নিচ্ছেন। আম পাকাতে ব্যবহার করছেন কার্বাইড, যা শারীরিক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। আম ব্যবসায়ী স্বরূপ পোদ্দার বলেন, 'গোপালভোগ প্রজাতির আম এখন পাকছে। আমরা এই আম পাড়ছি। বিহারে পাঠাচ্ছি। কিন্তু অনেকেই অন্যান্য প্রজাতির আম পাড়তে শুরু করেছেন।'

কার্বাইড দিয়ে আম পাকানো বন্ধ করতে গত বছরগুলিতে জেলা প্রশাসনের তরফে টাস্ক ফোর্স তৈরি করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসনের এই কমিটি নিয়মিত নজরদারি চালায় আম বাগান থেকে মার্কেটে। কার্বাইডে পাকানো আম বাজেয়াপ্ত করে। এবারও টাস্ক ফোর্স তৈরির দাবি তুলছেন মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য মালদা জেলার আমের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। পরিপক্ক হওয়ার আগেই আম পাকানো হচ্ছে। টাস্ক ফোর্স তৈরি করে নিয়মিত নজরদারির দাবি করছি জেলা প্রশাসনের কাছে।' এ বছরও জেলা প্রশাসন এমন পদক্ষেপ করবে বলে আশাবাদী উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক।

রেজিস্ট্রি ম্যারেজের সইসাবুদে ব্যস্ত খগেশ্বর রায় ও প্রতিমা রায়। বুধবার। -সংবাদচিত্র

আইনি বিয়ে সারলেন খগেশ্বর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : তাঁরা দুজনেই শেষ দুই-তিন দশক ধরে দেখেছেন নতুন প্রজন্মের অনেক রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। কখনও সাক্ষীও থেকেছেন। কিন্তু নিজেদের জীবনের সেই অধরা অভিজ্ঞতা এবার বাস্তবায়িত হল সরকারি নিয়মের বেড়াজালে। বিয়ের পাঁচ দশক পেরিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজের স্বাদ পেয়ে একপ্রকার খুশি এই 'নবদম্পতি'।

বুধবার জলপাইগুড়ি থানা মোড়ের আইনজীবী সমীরণ ঘোষের চেম্বারে ম্যারেজ রেজিস্ট্রির কাগজপত্রে সই করলেন সত্তরোর্ধ্ব প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায় ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা রায়। এরপর জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা আদালতে নিয়ম মেনেই রেজিস্ট্রি ম্যারেজ সারেন তাঁরা। প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে পেনশন পেতেই এই পদ্ধতির দিকে এগোতে হল যুগলকে।

> আমাদের সময় সামাজিক বিয়েই স্বীকৃত ছিল। এখন এই ৭৫ বছর বয়সে এসে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি করতে হল। এই কাগজ জমা দিলে তবেই প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে পেনশন পাব।
>
> **খগেশ্বর রায়**
> প্রাক্তন বিধায়ক

২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে অবসর নেওয়া খগেশ্বর রাজগঞ্জ কেন্দ্রের চারবারের বিধায়ক। তাঁর বিধায়কের মেয়াদ শেষ হয় ৪ মে। তারপর কখনও কলকাতা কখনও জলপাইগুড়ি ছুটে বেড়াচ্ছেন বিধায়কের পেনশনের জন্য। এদিন খগেশ্বর বলেন, 'আমাদের সময় সামাজিক বিয়েই স্বীকৃত ছিল। এখন এই ৭৫ বছর বয়সে এসে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি করতে হল। এই কাগজ জমা দিলে তবেই প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে পেনশন পাব।' 'নববধূ' প্রতিমার প্রতিক্রিয়া, 'একটু ঝক্কি পোহাতে হলেও এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। আমরা খুশি। আজ বাড়িতে নিজেদের মধ্যেই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে।'

ছ'বছরেও কাটল না মৃত্যুর রহস্য

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২০ মে : দিনহাটার রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু ঘটনা সময়ের স্রোতে হারিয়েছে। কিন্তু ছ'বছর আগে দিনহাটা-১ ব্লকের খালিসা গোসানিমারির বছর ৬৬-র বিজেপি সমর্থক রামপ্রসাদ বারুইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর রহস্য কাটেনি আজও। পরিবারের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হয়েছিলেন তিনি।

রামপ্রসাদের স্ত্রী প্রতিমা বলেন, 'ঘটনার পর প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও তদন্ত কার্যত এগোয়নি। বরং মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল।' বিজেপি পরিচালিত নতুন সরকারের আমলে বিচারের আশা দেখছেন তাঁরা।

পরিবারের দাবি, ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে বিজেপি সমর্থক হওয়ায় মিথ্যা মামলায় জেলে ছিলেন রামপ্রসাদ ও তাঁর ছেলে প্রসেনজিৎ।১২ জানুয়ারি সকালে দিনহাটা জেল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রামপ্রসাদকে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাঁরা সেদিন এই বিষয়ে কোনও সরকারি তথ্য পাননি। পরে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ১৩ জানুয়ারি গভীর রাতে তাঁর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএনে আনা হয়। রিপোর্টে মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে হৃদরোগজনিত জটিলতা,হার্ট ফেলিওরের কথা উল্লেখ ছিল।

সেই রিপোর্ট মানতে নারাজ মৃতের পরিবার। প্রতিমা তৎকালীন দিনহাটা থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত, এসআই বিপুল চৌধুরী এবং তৃণমূল নেতা নুর আলম হোসেনের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করেন। জেলের ভেতরে মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ প্রতিমার। এদিনও একই সুরে তিনি বলেন, 'আমার স্বামীকে অসুস্থ অবস্থায় কোচবিহারে নিয়ে যাওয়া হলেও আমাদের কিছু জানানো হয়নি। পরে লোকমুখে জানতে পারি উনি আর বেঁচে নেই।' ছেলে প্রসেনজিৎও গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, 'সেই সময় বাবা সুস্থ ছিলেন। তিনি চিকিৎসার জন্য যেতে চাইছিলেন না। পুলিশ জোর করে নিয়ে যায়। তারপর বাবাকে জীবিত দেখতে পাইনি।' ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পুরোনো একাধিক মামলার পুনর্তদন্তের দাবি জোরালো হয়েছে। সেই আবহেই ফের সামনে এসেছে রামপ্রসাদের মৃত্যুর ঘটনা। প্রতিমা এখন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। শিলিগুড়িতে এসে উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বারুই পরিবারের আশা, এই সরকারের আমলে সত্য সামনে আসবে।

হাতেকলমে মৃৎশিল্পের পাঠ

রায়গঞ্জ, ২০ মে : পড়ুয়াদের জন্য এক অভিনব উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জের হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়। গ্রীষ্মের ছুটি চললেও বুধবার পড়ুয়াদের হাতেকলমে মৃৎশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদিন কুমোরটুলিতে নিয়ে যাওয়া হয় স্কুলের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির মোট ৩৫ জন পড়ুয়াকে। মৃৎশিল্পী ভানু পালের শিল্পালয়ে পড়ুয়াদের হাতেকলমে প্রতিমা তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দেখানো ও শেখানো হয়। মাটি মাখানো থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরির বিভিন্ন ধাপ, সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম অত্যন্ত যত্ন সহকারে শেখান ভানু।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E., N.B.E.C., P.W. Directorate invite online e-tender for the work of - (1) Construction of Cancer Care Centres at North Bengal Medical College & Hospital Under North Bengal Construction Division-Electrical Work - S.I.T.C of UPS. e-NIT No: WBPWD/SENBEC/eNIT-01/2026-2027. e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014205_1. Pre Bid Meeting on 02/06/2026 at 12.30 p.m. Bid submission Start Date (online): 04/06/2026 at 06.00 p.m. Bid submission Closing Date (online): 15/06/2026 upto 01.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.Dte, GOVT. OF W.B.
ICA-T8195(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 2 of 2026-2027. EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- Construction and cleaning of Septic Tank, Soak Well, IP and Sewage line of Different buildings of NMBC and H in the district of Darjeeling. (Civil Work) Tender ID:- 2026_WBPWD_5014210_1. Bid submission start date (online) 25.05.2026 12:00 PM. Bid submission closing date (online) 08.06.2026 02:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of WB
ICA-T8201(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda invites online e-Quotation for the work of - Hiring of 1 (One) no. Air-conditioned diesel driven Maxi Cab of engine capacity less than 2000 CC with commercial Registration on monthly rate basis for the official use of the Executive Engineer, P.W.D., Malda Division, Malda. e-N.I.Q. No. 01 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Tender ID: 2026_WBPWD_5014217_1. Bid submission start date (online): 22/05/2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date (online): 29/05/2026 upto 11:00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and quotation documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder. Executive Engineer, PWD Malda Division, Malda.
ICA-T8214(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
[1] Bid reference no.- WBMSCL/NIT-329/2026, Dated – 15/05/2026. Repairing & restoration of existing Fire Protection of Jalpaiguri Super Speciality Hospital, District-Jalpaiguri under WBMSCL- Repairing & restoration of FDA system (2nd Call). [2] Bid reference no. - WBMSCL/NIT-331/2026, Dated – 15/05/2026. SITC of new Pump Motor set by replacing existing old age pump motor set of HVAC System & making of suitable shed for pump motors at Jalpaiguri SSH Building, District: Jalpaiguri. (PHASE-I). Last date of submission of bid (online)–04/06/2026 up to 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 20/05/2026 at 03:00 P.M. request for Clarification, if any, may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL Addl. Secretary to the Govt. of West Bengal
ICA-T8126(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 3 of 2026-2027. EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- Renovation of Phansidewa Annexure Building attached to Phansidewa B.P.H.C in the district of Darjeeling. Tender ID:- 2026_WBPWD_5014222_1. Bid submission start date (online) 25.05.2026 12:00 PM. Bid submission closing date (online) 08.06.2026 02:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of WB
ICA-T8238(3)/2026

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/০৩/২০২৬/এমএলজি, তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং.: ডিসিবিএল০৪২০২৬এমএলজি। কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ব্রিজ-লাইন ইউনিটের অধীনে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ/মেজর ব্রিজের জন্য দুই বছরের জন্য 'ইন্টেলিজেন্ট ওয়াটার লেভেল মনিটরিং ইনস্ট্রুমেন্ট' (ডব্লিউএলএমআই)-এর রক্ষণাবেক্ষণ। (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ব্রিজ স্থলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তা তথা হার্ডওয়্যার এএমসি দুই বছরের জন্য। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,২৮,৬৫,৭০৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১০,৫৭,৩০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ০৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম)-এ ০৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০৫ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ৪৩ তারিখ ১৩.০৫.২০২৬ [সিভিল ওয়ার্কস]। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং ঃ ৪৩-এমএলডিটি-২৬-২৭। স্থানসহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদার আওতাধীনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য ট্যাক্টাইল টাইলস-এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সিভিল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬,৩১,১৫,৭৬১.৭১ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in / ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-55/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 4 of 2026-2027. EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- Balance civil work in connection with construction of 50 bedded Critical Care Block (CCB) at North Bengal Medical College & Hospital in the district of Darjeeling. (Civil Work) Tender ID:- 2026_WBPWD_5014236_1. Bid submission start date (online) 25.05.2026 12:00 PM. Bid submission closing date (online) 08.06.2026 02:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of WB
ICA-T8239(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ফিশিং রাইটস-এর জন্য ই-টেন্ডার
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত রেলওয়ে জলাশয়/বরোপিটসমূহে মাছ ধরার স্বত্বের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং., ই-টেন্ডার নং, বিবরণ ও স্থান, বিজ্ঞাপিত মূল্য/প্রথম বছরের জন্য সংরক্ষিত মূল্য নিম্নরূপ : (১) ১-আর্নিং-২৬-২৭, মালদা ডিভিসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার শাখায় চামাগ্রামে (এনটিপিসি স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকে) কিমি ২৬২/০-৩-এর উভয় পার্শ্বে রেলওয়ে বরোপিট/ট্যাংকে মাছ ধরার স্বত্ব, ৬১,৩০০ টাকা। (২) ২-আর্নিং-২৬-২৭, মালদা ডিভিসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার শাখায় চামাগ্রামে (রেলওয়ে কোয়ার্টার্স এবং পি.এফ. নং. ১-এর বিপরীতে) লোকো ট্যাংক / বরোপিটসমূহে মাছ ধরার স্বত্ব, ৭৫,৫০০ টাকা। (৩) ৩-আর্নিং-২৬-২৭, মালদা ডিভিসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কা শাখায় আহিরন হল্ট এবং সুজনীপাড়া স্টেশনের মধ্যে কিমি ২২২/২ থেকে ২২৪/১ পর্যন্ত রেলওয়ে পুকুর/বরোপিট-তে মাছ ধরার স্বত্ব, ৫৫,২০০ টাকা। (৪) ৪-আর্নিং-২৬-২৭, মালদা ডিভিসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কা শাখায় আহিরন হল্ট এবং সুজনীপাড়া স্টেশনের মধ্যে কিমি ২২০/১ থেকে ২২২/০ পর্যন্ত রেলওয়ে পুকুর/বরোপিট-তে মাছ ধরার স্বত্ব, ৫৩,৫০০ টাকা। (৫) ৫-আর্নিং-২৬-২৭, মালদা ডিভিসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কা শাখায় বারহারওয়াতে রেলওয়ে পুকুরে মাছ ধরার স্বত্ব, ১,৩১,০০০ টাকা। (৬) ৬-আর্নিং-২৬-২৭, মালদা ডিভিসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কা শাখায় ধুলিয়ান গঙ্গা এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে ট্র্যাকের উভয় পার্শ্বে কিমি ২৪৫/৬ থেকে ২৫৭/৪-এ রেলওয়ে পুকুর/বরোপিটে মাছ ধরার স্বত্ব, ১,৩৯,৩০০ টাকা। (৭) ৭-আর্নিং-২৬-২৭, মহারাজপুরে রেলওয়ে লোকো ট্যাংকে মাছ ধরার স্বত্ব, ৩৮,০০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ক্র. নং. ১ থেকে ৭-এর জন্য ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। আগ্রহী ব্যক্তিদের টেন্ডারে অংশগ্রহণের পূর্বে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথিতে থাকা টেন্ডারের নিয়ম ও শর্তাবলির বিশদ পড়ে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-53/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Kaliyaganj Q.C Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites Tender Electronic Tender Notice No.- 01 of 2026-27 of Assistant Engineer, Kaliyaganj Q.C Sub-Division. Name of Work: New construction of 600mm Dia Hume Pipe (HP) Culvert at 12.00 km and allied work at 10.00km 11.50km Of Vandabari Mahapukur Road under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5014208_1, Estimated Amount: 469292.00. Bid Submission start date (online) 22.05.2026 from 02.00PM, Closing date of Bid Submission on 29.05.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Kaliyaganj Q.C Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T8199(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer/ Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e tender for the work of - Falakata-Madarihat road potholes repairing work stretches from 6.50km. to 7.00km., 10.00km. to 14.50km. under Alipurduar Highway Division in the district of Alipurduar during the year 2026-27. N.I.(e)T. No.- 01 of 2026-27/EE/APD HW DIVN. Tender Id- 2026_WBPWD_5014243_1. Bid submission start date (Online): 21.05.2026 from 10.15 a.m. Bid submission closing date (Online): 05.06.2026 upto 04.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: http://etender.gov.in Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Dte.
ICA-T8232(3)/2026

No. BN/2-R/Auction/Bagdogra/Vol-XV
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE
The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **23** Nos. fallen trees of various species at Bagdogra Military Station, Bagdogra, Dist Darjeeling, West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in) on 04.06.2026** between **09:00 hours on 17:00 hours.**
The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 600/-** (Rupees Six Hundred only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.
BN/2-R/Auction/Bagdogra/XV/12
Station: Siliguri.
Dated: 20 May, 2026
Kunal Rohilla, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
OF WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION (A STATUTORY CORPORATION) OF SE, W.B.S.W.C.
email:- ce-swc@wb.gov.in & se.wbswc@gmail.com
NIET No.04OF 2026-27OF SE/WBSWC
Tender ID - 2026_WBSWC_1024329_1
CONSTRUCTION OF M.S GRILL GATE, APP WORK ON RIDGE PORTION, INSTALLATION OF SUBMERSIBLE PUMP, CONSTRUCTION OF DAMAGED BOUNDARY WALL, CONCRETE SLAB COVER AND JUNGLE CLEANING WORK AT DABGRAM GFD, DIST JALPAIGURI BUT ADMINISTRATIVE CONTROL UNDER DCFS DARJEELING. LAST DATE OF SUBMISSION-08.06.2026. For detailed NIET see https://etender.wb.nic.in Sd/-Superintending Engineer, West Bengal State Warehousing Corporation
ICA-T8157(3)/2026

অ্যাফিডেভিট

আমি, Utpal Kanti Sarkar আমার শিক্ষাগত ও অন্যান্য নথিপত্রগুলিতে বাবার নাম উল্লেখ আছে, Nemai Sarkar & Nimai Sarkar, Nimai Chandra Sarkar সুতরাং গত 19-9-25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে LD. J.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Nimai Chandra Sarkar, Nemai Sarkar এবং Nimai Sarkar একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/113795)

●

আমার প্রকৃত নাম Santara Begum, যা ভুলবশত আমার কন্যা নিদা ফাতেমা-র জন্ম শংসাপত্রে Shahin Begum হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে আমার স্বামীর প্রকৃত নাম Mohammed Rafeeq Alam, যা ভুলক্রমে Md. Rafik Alam হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 16.05.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ইসলামপুর কোর্টের কাছে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে Santara Begum ও Shahin Begum এবং Mohammed Rafeeq Alam ও Md. Rafik Alam একই ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হলেন। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হলো। (S/N)

●

আমি Tapan Kumar Dey, পিতা : Debendra Kumar Dey, ড্রাইভিং লাইসেন্সে (No : UP8519960000147)-আমার ও পিতার নাম ভুলবশত Tapan Kumar, পিতা : Devendra Kumar উল্লেখ থাকায় ২০/০৫/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার Ld. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Tapan Kumar, পিতা : Devendra Kumar থেকে Tapan Kumar Dey, পিতা : Debendra Kumar Dey হলাম। Tapan Kumar পিতা : Devendra Kumar এবং Tapan Kumar Dey, পিতা : Debendra Kumar Dey একই ব্যক্তি। (C/120195)

ভূমি পরিকল্পনার আপডেটিং, সমন্বয়, প্রত্যয়ন এবং কম্পিউটারাইজেশনের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং.১০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৮-০৫-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০৩-এপি-II-২০২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের পশ্চিমবঙ্গ অংশের জন্যে ব্লক খণ্ড সহিত স্টেশন এবং রেলওয়ে কলোনির নামজারির সঙ্গে ভূমি পরিকল্পনার আপডেটিং, সমন্বয়, প্রত্যয়ন এবং কম্পিউটারাইজেশন কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,২৭,৩৯,২০২.১২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৫৪,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

থাকা-খাওয়া ফ্রি, বেতন ১০k -১৫k, হোটেল, কারখানা ও মলে হেল্পার ও গার্ড নিয়োগ হচ্ছে, শিলিগুড়ি ও ইসলামপুরে, বয়স ১৮-৪০, M : 8389002783. (C/121970)

●

Sarada Vidyamandir (H.S.) Naxalbari, Darjeeling শিক্ষক চাই- Physics, Math, Botany. M.Sc, B.Ed-25000 (Inc. EPF) Lt. Dt. 05/06/2026. M-9593463699. Experienced candidates will be preferred. (C/121968)

ভর্তি

A.N.M, C.M.S, E.D.T, D.M.L.T, D.H.I, D.A.M.S, D.H.M.S, D.P.T, D.C.M.S, D.V.Sc, D.U.M.S. M-9474147296.

হারানো প্রাপ্তি

আমি Jack Basumata, পিতা : Jatindra Basumata, ঠিকানা : পূর্ব সাঁতালি, হ্যামিলটনগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট No : WB2001ST201903601, হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন- 8617491634. (C/120196)

●

আমি, Kanika Chakraborty D/o Late Amiyo Chakraborty Gramin Bank, South Bharat Nagar, P.O. Siliguri Dist. Darjeeling, Pin-734004, WB. আমি, আমার T.D. receipts bearing No-4001341230006256 & 4001341230008243 হারিয়ে গেছে, কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে নিম্ন নম্বরে যোগাযোগ করবেন। (M) 9474384367. (C/113796)

অ্যাফিডেভিট

DL No WB-7120160914630 তে নাম ভুল থাকায় গত 20/05/2026 তারিখে J.M. 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jahangir Alam এবং Md. Jahangir Alam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম। (C/121554)

●

আমি সমীর সাহা, পিতা মৃত শচীন্দ্র নাথ সাহা। গ্রাম+পোস্ট-ভাগ্নি পার্ট-1, থানা-দিনহাটা, জেলা-কুচবিহার, জমির দলিল নং I-3347/13 Date 05/8/2013, (No-2) I-5792 date 03/09/1997, ভুলবশত আমার এবং পিতার নাম পদবি গৌতম সাহা, পিতা শচীন্দ্র কুমার সাহা, শচীন্দ্র মোহন সাহা হওয়ায় দিনহাটা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 30/04/26 ইং তারিখে 5127 নং অ্যাফিডেভিট বলে সমীর সাহা, পিতা মৃত শচীন্দ্র নাথ সাহা হলাম। সমীর সাহা, গৌতম সাহা, শচীন্দ্র নাথ সাহা শচীন্দ্র মোহন সাহা এবং শচীন্দ্র কুমার সাহা একই ব্যক্তি। (D/S)

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ মিস্টার মজনু, দুপুর ১২.৪৫ হিরোগিরি, বিকেল ৪.০০ আমি যে কে তোমার, সন্ধে ৬.৪৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ৯.৪৫ কি করে তোকে বলব

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সূর্য, দুপুর ১.০০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.৪৫ সঙ্গী, রাত ১১.০০ লে ছক্কা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তোমায় পাব বলে, দুপুর ১২.০০ সতী বেহুলা, ২.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৫.৩০ প্রাণের স্বামী, রাত ৮.০০ বচ্চন, ১১.০০ শেষ কর্তব্য

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শাপমুক্তি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ত্রিশূল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ

চিকেন থেচা বল এবং অ্যাপল ফ্লাওয়ার টি তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন জিনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

বচ্চন রাত ৮.০০ জি বাংলা সোনার

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও সম্পর্ক আজ আবার জোড়া লাগবে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। রাজনীতির ব্যক্তিরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্কট : প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সিংহ : কোনও বিশেষ কারণে সঞ্চিত অর্থে হাত দিতে হতে পারে। বিদেশ ভ্রমণের বাধা কাটবে। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় মানসিক তৃপ্তি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে বাড়িতে আনন্দ। তুলা : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ নষ্ট হবে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা করার আগে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বৃশ্চিক : পথে চলতে সতর্ক থাকুন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। ধনু : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। মকর : কর্মক্ষেত্রে বদলির ফলে স্বস্তি পাবেন। পেটের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। কুম্ভ : স্বাস্থ্য নিয়ে সারাদিন দুশ্চিন্তা। পুরোনো কোনও কাজের সুফল হাতে পাবেন। মীন : সামান্য আলস্যে হাতছাড়া হতে পারে বড় সুযোগ। বড় কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সাফল্য পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ৩১ বৈশাখ, ২১ মে ২০২৬, ৬ জেঠ, সংবৎ ৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ৪ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী দিবা ২।০। পুনর্বসুনক্ষত্র দিবা ৯।৩৭। গণ্ডযোগ অপরাহ্ণ ৪।২৮। বালবকরণ দিবা ২।০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৩৭ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩৭ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ২।০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।৫২ গতে ৬।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৪ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।৩৭ মধ্যে ভূমি ক্রয়বিক্রয়, দিবা ২।৫২ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৯।৩৭ গতে ২।৫২ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।০ মধ্যে সাধভক্ষণ মুখান্নপ্রাশন হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ২।০ গতে ২।৫২ মধ্যে মতান্তরে পুংসবন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত। রাজীব গান্ধির মৃত্যুদিবস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।১০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪০ গতে ৬।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নবান্নে সুকান্ত

দক্ষিণ দিনাজপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিমানবন্দর ও বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার জন্য বুধবার নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে দাবি জানালেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

কর্নেল ধৃত

ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে হানা দিল সিবিআই। দুর্নীতির অভিযোগে এক কর্নেলকে গ্রেপ্তার করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। ধৃতের নাম হিমাংশু বালি।

যুদ্ধজাহাজ

গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের মুকুটে নয়া পালক। বুধবার 'সংঘমিত্রা' নামের যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধন হল।

বন্দুক উদ্ধার

রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ও আসানসোল দক্ষিণ থানার যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার হল দুই অস্ত্র কারবারি। তাঁদের থেকে দুটি ৯এমএম পিস্তল, দুটি পাইপগান, ৩০ রাউন্ড গুলি ও নগদ ১,৫৭০ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

আজ ফলতায় পুনর্নির্বাচন

কলকাতা, ২০ মে : বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন কার্যত একতরফাই হতে চলেছে। কারণ, ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান নির্বাচনি লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। রাজ্যে সরকার বদলের পর এটাই প্রথম পুনর্নির্বাচন। স্বাভাবিকভাবেই ফলতা পুনর্নির্বাচনে অ্যাডভান্টেজ বিজেপির। ফলতায় জিতলে বিজেপির আসন বেড়ে হবে ২০৮। এই কেন্দ্রে আইএসএফ সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী শম্ভুনাথ কুর্মি এবং কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল রেজ্জাক মোল্লা। তবে এই মুহূর্তে তাঁদের বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফলতায় নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডাকে ১ লক্ষ ভোটে জেতানোর আবেদন জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। কমিশনের হিসেব অনুযায়ী ফলতায় এবার মোট ভোটার ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৪৪ জন। জনবিন্যাস অনুযায়ী ফলতায় প্রায় ৬৫ শতাংশ হিন্দু ভোটার ও ৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার আছে। রাজ্যে ২০৭টি আসনে বিপুল জয়ের পর হিন্দু অধ্যুষিত ফলতায় বিজেপির জয় এখন সময়ের অপেক্ষা।

তলব রথীনকে

কলকাতা, ২০ মে : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকে তলব করল ইডি। সোমবার বেশ কিছু নথি সহ তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। পাঁচবার হাজিরা এড়িয়ে গত শুক্রবার নিজে থেকে ইডি দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দেন তিনি। তবে ওই দিনের জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট নন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের অনুমান, পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা বিভিন্ন প্রভাবশালীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

বৃষ্টিভেজা শহরের দুই মুহূর্ত। বুধবার কলকাতায়। -পিটিআই

ঘরোয়া বিবাদ ফাঁস

অভিষেকের কোর্টে বল ববি-কুণালের

কলকাতা, ২০ মে : রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল হতেই যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের চিরচেনা সমীকরণ। যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের 'সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড' হিসেবে এতদিন এক ডাকে মান্যতা দিয়ে এসেছেন শীর্ষ নেতৃত্ব, এখন তিনি কাদায় পড়তেই তৃণমূল নেতারা নিরাপদ দূরত্ব রাখতে শুরু করেছেন। তৃণমূলের অন্দরে এহেন গৃহযুদ্ধে যাঁর নাম প্রথমেই আসে কলকাতার মহানাগরিক তথা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম। তাঁর পুর এলাকার অধীনে থাকা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের অন্তত ২৪টি সম্পত্তির বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার নোটিশ ধরাচ্ছে তাঁরই পুরসভা। অথচ, বিষয়টি নাকি জানেনই না তিনি।

বুধবার বিধানসভায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন ফিরহাদ হাকিম ও কুণাল ঘোষ। সেখানেই অভিষেকের বাড়ি শান্তিনিকেতন-সহ একাধিক ঠিকানায় নোটিশ প্রসঙ্গে রীতিমতো হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন ফিরহাদ এবং কুণাল। মেয়র বলেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, বিষয়টি আমি জানি না। আমার জানার কথাও নয়। এটা আমার এক্তিয়ারে নেই। তাই আমি ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই।' তিনি জানান, নোটিশ পাঠিয়েছে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। কোন বিল্ডিং হচ্ছে বা হচ্ছে না, রক্ষণাবেক্ষণ থেকে সেগুলি মনিটরিংয়ের কাজ করে তারাই । এবিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ ভূমিকা নেই বলেও জানিয়েছেন মেয়র।

অপরদিকে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও অভিষেকের সম্পত্তির প্রশ্নে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলেছেন। কুণালের সাফ কথা, 'দলের মুখপাত্র হিসেবে সার্বিক মতটুকুই আমি জানাচ্ছি। কিন্তু কার নামে ক'টি সম্পত্তি আছে, বা কার বাড়িতে ক'টি নোটিশ গিয়েছে, তা একান্তই অভিষেক বা তাঁর নিযুক্ত আইনজীবীর জানার কথা।' আরও এক তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহা বলেন, 'পুরসভা আমাদের ঠিকই। কিন্তু কেন নোটিশ পাঠানো হয়েছে সেটা চিন্তার বিষয়।'

তাঁর ঠিকানায় বাড়ি ভাঙার নোটিশ পেয়ে মঙ্গলবারই অভিষেক জানিয়েছিলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কাছে মাথা নত করবেন না এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই চলবে। কিন্তু দলের সেনাপতির হুংকার সত্ত্বেও দলের বাকি নেতারা যেভাবে পিঠ বাঁচাতে শুরু করেছেন তাতে পরিষ্কার, অভিষেকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির দায় তাঁরা নিতে চান না। ফিরহাদের সাফ যুক্তি, তিনি পুরসভার শুধুই একজন 'পলিসি মেকার'। আইনের কোন ধারায় কাকে নোটিশ পাঠানো হবে, সেটা একান্তই বিল্ডিং বিভাগ এবং পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের এক্তিয়ারভুক্ত। মেয়রের কাছে এই সংক্রান্ত ফাইল আসার কোনও নিয়মই নেই। আর অভিষেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নে মেয়রের তীক্ষ্ণ জবাব, 'আমি কারও ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে পারব না। আমি তো কারও ইজারা নিইনি।'

বিশ্লেষকদের মতে, নতুন সরকার আসার পর পুরসভার আমলারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেছেন। আর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অভিজ্ঞ নেতারা নিজেদের ইমেজ বাঁচাতে চাইছেন। অভিষেককে ঘিরে আড়াআড়িভাবে ভাগ হচ্ছে তৃণমূল। ফলে যে তৃণমূলের রাশ ৪ মে-র আগে পর্যন্ত তাঁর হাতে রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছিল সেই রাশ যে ক্রমশ আলগা হচ্ছে সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

> দলের মুখপাত্র হিসেবে সার্বিক মতটুকুই আমি জানাচ্ছি। কিন্তু কার নামে ক'টি সম্পত্তি আছে, বা কার বাড়িতে ক'টি নোটিশ গিয়েছে, তা একান্তই অভিষেক বা তাঁর নিযুক্ত আইনজীবীর জানার কথা।
>
> কুণাল ঘোষ

'এই সায়নী আমি নই'

কলকাতা, ২০ মে : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষের। এবার বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা যৌথ মালিকানাধীন একটি ফ্ল্যাট। কলকাতার সেভেন ট্যাংক রোডে ওই ফ্ল্যাটের অংশীদার হিসেবে নাম রয়েছে জনৈক 'সায়নী ঘোষের'। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়, এই সায়নী ঘোষ কি যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ? বিতর্কের জেরে মুখ খোলেন সায়নী। বুধবার সকালে তৃণমূলের দাপুটে সাংসদের পোস্ট, 'কিছু ফরোয়ার্ড মেসেজে দেখলাম দাবি করা হচ্ছে, ১৯ ডি-সেভেন ট্যাংক রোড, কলকাতা ৭০০০৩০ ঠিকানার একটি ফ্ল্যাটের যৌথ মালিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সায়নী ঘোষ। সেখানে কোনও মোবাইল নম্বরও যোগাযোগের জন্য দেওয়া হয়নি। আমি জানি না ইনি কে। তবে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এই সায়নী ঘোষ নন। যিনি অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন।'

কলকাতা পুরসভার মিউটেশন নোটিশকে হাতিয়ার করে ভুয়ো খবর রটানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, 'রাজনীতি থেকে কোনও অস্বাভাবিক আর্থিক লাভ করিনি। আমার সম্পত্তির সমস্ত বিবরণ নির্বাচনি হলফনামায় রয়েছে।' কবিগুরুর 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য' কবিতার দুটি লাইন উদ্ধৃত করে নিজের পোস্ট শেষ করেন সায়নী।

সরকারি হাসপাতালে নিরাপত্তায় জোর

একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিল লালবাজার

কলকাতা, ২০ মে : আরজি কর কাণ্ডের পর খোদ শহর কলকাতায় হাসপাতালের অন্দরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এবার কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তায় জোর দিতে একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিল লালবাজার। কোনওভাবেই যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় তাই হাসপাতালগুলির দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের জানানো হয়েছে, তাদের ঠিক কী কী পদক্ষেপ করতে হবে। সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার পরেই মাঠেময়দানে নেমে কাজ শুরু করেছেন স্বাস্থ্য কর্তারা।

নির্দেশিকা জারি করে লালবাজার জানিয়েছে, রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও হাসপাতালের সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। কোনও প্রয়োজনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। হাসপাতালে যে রোগীরা আসছেন, তাঁদের পরিবার-পরিজন, গাড়ি, সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মূল প্রবেশদ্বারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালাতে হবে। দালালদের প্রবেশ রুখতে কড়া হতে হবে পুলিশকে।

হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে বেসরকারি সংস্থাও। তাই কে কখন ডিউটিতে রয়েছেন, কার কখন থাকার কথা তার একটি নির্দিষ্ট একটি ডিউটি রোস্টার বানানোর কথা বলা হয়েছে। প্রতিদিন কাজের শুরুতে নিরাপত্তা কর্মীদের উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া ও কাজের শেষে বিবরণী নেওয়ার দায়িত্বও পালন করতে হবে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা জোর দিতে হবে। নির্দেশিকায় এও বলা হয়েছে, সব জায়গায় সিসিটিভি ঠিকভাবে চলছে কি না, তা দেখতে হবে। অগ্নিকাণ্ড বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঘটনায় হেল্পলাইন নম্বরগুলি যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাও উল্লেখ করেছে লালবাজার।

স্টেডিয়ামের 'মালিক' তৃণমূল নেতা

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ২০ মে : মোটর সাইকেলের মেকানিক থেকে সুবিশাল স্টেডিয়ামের মালিক। এক তৃণমূল নেতার এই উত্থানে চক্ষু চড়কগাছ অনেকের। এতদিন তৃণমূলের সরকার থাকায় ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি। কিন্তু এবার সরকার পরিবর্তন হতেই শুরু হয়েছে কানাঘুষো।

বীরভূমের সদাইপুর থানার গুনসীমা গ্রামের ওই তৃণমূল নেতার নাম শেখ মহিম। তিনি দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষও। তিনি বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই ঝাঁ চকচকে স্টেডিয়াম, দুটি খেলার মাঠ, পুকুর, বাগান, সুইমিং পুল, শপিং মল থেকে শুরু করে অনেক কিছু করে ফেলেছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাও ওই স্টেডিয়ামে প্রশিক্ষণ দিয়ে গিয়েছেন।

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা বলেন, 'আমি ১৯৯৬ সাল থেকে একটু একটু করে করেছি। আমার ইটভাটার ব্যবসা, এম জি আর ঠিকাদার সংস্থা, তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছি। ছেলেবেলা থেকেই খেলার শখ। সে কারণে জীবনের সঞ্চিত অর্থ খেলার মাঠেই ব্যয় করেছি এবং এখনও করছি।' তিনি আরও বলেন, 'স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন আমি বরং কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে স্কুলের জায়গা কিনে দিয়েছি। স্কুলের কোনও জায়গা আমি দখল করিনি।'

পিপি কল্লোল, এএজি রাজদীপ

কলকাতা, ২০ মে : রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর আদালতে সরকারি প্যানেল গঠন হয়নি। সরকারি প্যানেল তৈরির চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল আইনজীবী রাজদীপ মজুমদারকে। আগে ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন তিনি। এবার রাজ্যের হয়ে আদালতে সওয়াল করবেন। পাবলিক প্রসিকিউটার (পিপি) হিসেবে আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল, সিনিয়ার স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল হিসেবে আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করা হয়েছে। আইনজীবী দিব্যেন্দ্র নারায়ণকে সরকারি আইনজীবী হিসেবে রাখা হয়েছে। যদিও এখনও রাজ্যের পরবর্তী অ্যাডভোকেট জেনারেল কে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ক্ষমতার হাতবদলের পর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়। ফলে নতুন নীতি মেনে কাজ করতে হয় অ্যাডভোকেট জেনারেল ও সরকারি আইনজীবীদের।

ছাত্র/ছাত্রীর নাম ঃ .....

বাবার নাম ঃ .....

সম্পূর্ণ ঠিকানা ঃ .....

.....

যোগাযোগের মোবাইল নং ঃ .....কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী ঃ.....

বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর ঃ...../..... শতাংশের হিসাব ঃ ..... %

বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ .....

মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ.....

পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় ঃ.....

ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ .....

.....

.....

.....

আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়

সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

● নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ● শুধুমাত্র ২০২৬-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে ● যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে ● ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না ● প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে ● মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না ● পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে ঃ ১) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র, ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২৯ মে

বুলডোজার-নীতির প্রতিবাদও ছন্নছাড়া

কলকাতা, ২০ মে : একদিকে গরিবের রুটিরুজিতে বুলডোজার হুংকার, অন্যদিকে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ। জোড়া ইস্যুতে বুধবার রাজ্য বিধানসভা প্রাঙ্গণে বিআর আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেছিল প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে সুর চড়ানোই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার সেই ধর্না-মঞ্চেই প্রকট হয়ে উঠল ঘাসফুল শিবিরের 'ভাঙা হাট' আর ছন্নছাড়া ছবিটা। খাতায়-কলমে বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা ৮০ হলেও, এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অর্ধেকেরও কম- মাত্র ৩৬ জন। বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রথম সারির বিধায়করা। কিন্তু অর্ধেকের বেশি দলীয় বিধায়কের গরহাজিরা স্বাভাবিকভাবেই দলের অন্দরের ফাটল এবং সমন্বয়ের অভাবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি বিরোধী বেঞ্চে বসে প্রথম ধাক্কাতেই খেই হারিয়ে ফেলছেন তৃণমূল নেতারা? ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সাফাই, 'নির্বাচনের পর থেকে এলাকায় এলাকায় দলের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। বহু মানুষ এখনও ঘরছাড়া। সেই আক্রান্ত কর্মীদের আইনি জাঁতাকল থেকে বাঁচাতে এবং পাশে দাঁড়াতেই অনেক বিধায়ক আজ আসতে পারেননি। তাঁরা আগেই অনুপস্থিতির কথা জানিয়েছিলেন।' একই সুরে

গলা মিলিয়েছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষও। তাঁর যুক্তি, 'সব বিধায়ক বিধানসভায় বসে থাকলে এলাকার আক্রান্ত মানুষের পাশে কে দাঁড়াবে? এটা আমাদের পরিষদীয় দলের সিদ্ধান্ত। আমরা কাজ ভাগ করে নিয়েছি। আজ আমরা বসেছি, কাল হয়তো ওঁরা বসবেন, আমরা এলাকায় থাকব।' বুলডোজার রাজনীতি নিয়ে কুণাল এদিন সরাসরি নিশানা করেন বিজেপি ও সিপিএমকে। তাঁর অভিযোগ, 'বুলডোজার দিয়ে গরিবের পেটে লাথি মারাটা সিপিএমের পুরোনো কালচার। আজ বিজেপি ভাঙছে, আর সিপিএম বাঘছাল পরিয়ে এলাকায় ঢুকিয়ে নেতা বানাচ্ছে।'

কিন্তু তাতে জোড়াফুল শিবিরের অন্দরের ফাটল ঢাকা যাচ্ছে না কোনওমতেই। বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূলকে যদি আগামী দিনে রাস্তায় নেমে সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়তে হয়, তবে দলের এই ছন্নছাড়া চেহারাটা সবার আগে বদলাতে হবে। অর্ধেকের বেশি বিধায়কের অনুপস্থিতি শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝাঁঝ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। এদিন তৃণমূল হুঁশিয়ারি দিয়েছে, গরিব মানুষের পেটের ভাত কেড়ে নেওয়ার এই জনবিরোধী পদক্ষেপ কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বালিগঞ্জ, হাওড়া এবং শিয়ালদায় বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বালি মাফিয়া থেকে শুরু করে গোরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাঁর কনভয়ের জন্য সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও নজর রেখেছেন।

হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

সিন্ডিকেটরাজ বরদাস্ত নয়

কোনওরকম বালি, পাথর, গোরু, কয়লা, জমি সিন্ডিকেট বরদাস্ত করা হবে না। সমস্ত রকম সিন্ডিকেট অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

শুভেন্দু অধিকারী, *মুখ্যমন্ত্রী*

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : পাহাড় হোক বা সমতল, কোনও সিন্ডিকেটরাজ বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নির্দেশমতো এখন থেকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এবং পাহাড়ের পুরসভাগুলিতে সাংসদ রাজু বিস্ট এবং সেখানকার তিন বিধায়ক নজরদারি করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে পাহাড় ও সমতলের রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জিটিএ-র তরফে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো হয়েছে। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'জিটিএ এলাকায় প্রচুর ট্যাক্সি সিন্ডিকেট রয়েছে। সেগুলিতে নজরদারি করলে ভালোই হবে। মুখ্যমন্ত্রী জিটিএ নিয়েও তদন্তের কথা বলেছেন বলে শুনেছি। আমরা চাই, সেটাও হোক। পাশাপাশি সাংসদ, বিধায়করা জিটিএ-র দিকেও নজর রাখুন, ভালোই হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর বুধবার প্রথমবার উত্তরবঙ্গে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'কোনওরকম বালি, পাথর, গোরু, কয়লা, জমি সিন্ডিকেট বরদাস্ত করা হবে না। সমস্ত রকম সিন্ডিকেট অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।'

শিলিগুড়ি মহকুমা, পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের নদীগুলি থেকে বালি, পাথর পাচারের ঘটনা নতুন কিছু নয়। প্রায় সমস্ত নদীতেই যেখানে-সেখানে ঘাট তৈরি করে মাফিয়ারা দিনরাত বালি, পাথর তুলে পাচার করছে বলে অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বড় অংশ এবং প্রশাসনের একাংশের মদতেই এতদিন এই পাচার সিন্ডিকেট রমরমিয়ে চলেছে বলেও অভিযোগ। এমনকি উত্তরবঙ্গকে করিডর করে গোরু, মোষ পাচার হয়েছে। এই ঘটনাগুলিতে সিন্ডিকেটচক্রের হাতে কোটি কোটি টাকা এলেও সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে।

- গোরু পাচার এবং নদী থেকে বালি, পাথর পাচারে সিন্ডিকেটরাজ বন্ধ করতে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ
- জিটিএ ও পাহাড়ের পুরসভাগুলির নজরদারিতে সাংসদ, বিধায়কদের থাকার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
- জিটিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শীঘ্রই আলাদা করে বৈঠক করবেন বলে দাবি

বুধবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে শুভেন্দু বীরভূমের একটি নদীর উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'ওই নদীর বালি, পাথর থেকে আগে যে রাজস্ব আদায় হত, গত ১১ দিনে কয়েকগুণ বেড়েছে। আগে যেখানে এক টাকা আসত, সেখানে এখন ১২ টাকা আসছে। অর্থাৎ এতদিন নদীর বালি, পাথর চুরি করে বিক্রি করে নদীর ক্ষতি করেছে, রাজ্যেরও রাজস্ব আদায় তলানিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।' উত্তরবঙ্গেও এসব যাতে না হয়, এদিন পুলিশ ও প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের তা নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পরে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট সাংবাদিকদের জানান, পাহাড় হোক বা সমতল, কোথাও কোনও সিন্ডিকেটরাজ আর বরদাস্ত করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

রাজু বিস্ট বলেছেন, 'তিন-চারদিনের মধ্যেই জিটিএ সহ পাহাড়ের সমস্যাগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আলাদা করে বৈঠক করবেন। পাহাড়ের তিনটি পুরসভায় বর্ষার পরেই বকেয়া পুরভোটের উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার।' এদিকে, জিটিএ এবং পাহাড়ের পুরসভাগুলির ওপরে নজরদারির জন্য মুখ্যমন্ত্রী সাংসদ এবং তিন বিধায়ককে নির্দেশ দিয়েছেন বলে সাংসদ দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সংবর্ধনা দিচ্ছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

কনভয়ের পিছনে স্বাভাবিক অন্য গাড়ি

প্রোটোকল ভেঙে খুদের সঙ্গে খুনশুটি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মে : জলপাই মোড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মাধবী রায়। মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার পথে যাতে কেউ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তার জন্য রাস্তার ধারবরাবর দড়ি টেনে দিয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি পৌঁছাতেই ভেঙে গেল যাবতীয় বাধা, প্রোটোকল। দড়ির নীচ দিয়েই শুভেন্দুর গাড়ির দিকে ছুট দিলেন মাধবী। সঙ্গে আরও অনেকে হাতে ফুলের তোড়া, নিজেদের মনের কথা লেখা কাগজ নিয়ে ছুট দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ততক্ষণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের অভিবাদন নেওয়ার জন্য গাড়ির পাদানিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ফুলের তোড়া, কাগজ নেওয়ার ফাঁকেই হঠাৎ গাড়ির একপাশে দাঁড়ানো শিশুকে দেখে রাস্তায় নেমে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী। শিশুর সঙ্গে খুনশুটি করার ছবি তোলার ফাঁকেই যেন বুঝিয়ে দিলেন, আমি তোমাদেরই লোক।

এদিন বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের মুখেও ঘুরতে শুরু করে সেই কথাই। নেপথ্যে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী শব্দের সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে সমার্থক হয়ে ওঠা ট্রাফিক ভোগান্তি। মঙ্গলবার রাতে ট্রাফিক প্রশাসনের তরফে নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর থেকেই শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অনেকে এদিন সকাল সকাল কাজেও বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও বেলা গড়াতেই যাবতীয় ভাবনা ভেঙে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট আগেও সংশ্লিষ্ট লেনে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় চলার সময়েও উলটো পাশের লেনে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক থাকে। কনভয়ের পেছনেই চলল সাধারণ মানুষের গাড়ি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ভিশনই হল, তার যাওয়া-আসাকে কেন্দ্র করে কোথাও যেন সাধারণ মানুষের অসুবিধা না হয়। কেউ যেন থমকে না যান।' তিনি বলেন, 'নতুন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমবারের জন্য শিলিগুড়িতে আসছেন। তাই আমরা হোমওয়ার্কও ভালো মতো করেছিলাম। আমাদের সহযোগিতা করার জন্য সাধারণ মানুষকেও ধন্যবাদ।' এদিন বর্ধমান রোডে বাসস্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রণব দাস। পুলিশকর্মী হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে অনুরোধের সুরে রাস্তার ধারে আসার জন্য বলেন। প্রণব রাস্তার ধারে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় চলে যায়। প্রণব অবাক হয়ে বলেন, 'এত তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি চলে যাবে, ভাবতে পারিনি। আগের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে থেকেই তো রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হত।'

> **এত তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি চলে যাবে, ভাবতে পারিনি। আগের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে থেকেই তো রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হত।**
>
> **প্রণব দাস** পথচারী

এদিন কনভয়ের পেছন পেছনই বর্ধমান রোড ধরে জলপাই মোড় পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন বিরাজ দাস। তিনি বলছিলেন, 'কনভয়ের পেছনে চলার সময় ভাবছিলাম, এটাও সম্ভব? সত্যি কথা বলতে প্রতিদিন দুপুর ১১টায় বের হলেও আজ সকাল ৯টাতেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই পুরো রাস্তা বন্ধ থাকবে। অন্তত শহরের ভেতরের রাস্তায় সেরকম অবশ্য কিছুই হয়নি।'

এদিন শুধুমাত্র এক ঘণ্টার জন্য জংশন থেকে বাস পরিষেবা দার্জিলিং মোড় দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাকি সময় বর্ধমান রোড ধরে নৌকাঘাটের দিকে বাস পরিষেবা অব্যাহত থেকেছে। বর্ধমান রোড বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই বাস মিলে যাওয়ায় মুখে চওড়া হাসি নিয়ে মিরাজ আলি বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ আবার অতিরিক্ত টাকা দিয়ে টোটোয় করে নৌকাঘাটে যেতে হবে। অন্যদিনের মতোই এদিন যাবে, ভাবিনি।' এদিন সকালে বিমানবন্দর থেকে বিজেপির কার্যালয় যাওয়ার পথে বিহার মোড়েও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ফুলের তোড়া নিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

গাড়ি থেকে নেমে খুদেদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার।

কর্তব্যে আপস নয়, পুলিশকে কড়া বার্তা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ মে : উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে কালিয়াগঞ্জে কিশোরীর রহস্যমৃত্যু, থানা জ্বালিয়ে দেওয়া ও মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যুর ঘটনার ফাইল খোলার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৩ সালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালিয়াগঞ্জে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এবারে সেই ঘটনারই ফাইল খুলতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত থাকা আইসি, ওসিদের মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন, থানাগুলোতে অনেক এফআইআর জমা হয়ে রয়েছে। কোনও এফআইআর ফেলে রাখা যাবে না। কেউ এফআইআর করতে এসে যাতে ঘুরে না যান, সেব্যাপারেও বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতির তদন্তে সহযোগিতার জন্যও এদিন পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকর্মীদের এদিন মুখ্যমন্ত্রীর পরিষ্কার বার্তা, কর্তব্যের ব্যাপারে কোনও আপস করা যাবে না। ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'প্রশাসনিক বৈঠকে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো

- থানাগুলোতে কোনও এফআইআর ফেলে রাখা যাবে না বলে পুলিশকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
- কেউ এফআইআর করতে এসে যাতে ঘুরে না যান, সেব্যাপারেও বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন
- গোরু পাচার রুখতেও পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

কমিশনার আমাদের ডাইরেকশন দেবেন। সেই মতো আমরা কাজ করব।' এদিকে, পেট্রোলের খরচ কমাতে বিধায়ক এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের একটি গাড়িতে একাধিক জনকে আসন ভাগাভাগি করে চলার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের বৈঠকেও ফের একবার ২০২১ সালের বিধানসভা পরবর্তী হিংসার ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশকর্মীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিষ্কার বার্তা, ভয়ের কারণে আগের সরকারের আমলে কোনও নেতার নাম এফআইআর থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকলে তাঁর নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তারপর নতুন করে তদন্ত শুরু করা যেতে পারে।

২০২৩ সালের বছরের ২৫ এপ্রিল উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এক কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা থানায় হামলা চালিয়েছিল। বিভিন্ন আসবাবপত্র ও নথিপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল। ওই কিশোরীর মরদেহ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্র করেই সেসময়ে জনরোষ তৈরি হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উত্তরবঙ্গের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে এসেই ওই 'ফাইল' খোলার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে একের পর এক নির্দেশের মধ্যে গোরু পাচারের বিষয়টিও রয়েছে। কিছুদিন আগে গোরুচোর সন্দেহে মারধরের জেরে একজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এবারে গোরু পাচার রুখতে পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ সূত্রে খবর, 'জিরো টলারেন্স'-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে পাচার হওয়া গোরুগুলিকে উদ্ধার করার পরেও প্রশাসনের তরফে দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন আইনজীবী অখিল বিশ্বাস। এদিন তিনি বিজেপির প্রবীণ নেতা মাখনলাল সরকারের হাত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দুর্নীতি সম্পর্কিত একটি চিঠি দিয়েছেন। অখিল বলেন, 'উদ্ধার হওয়ার গোরু কোর্ট বন্ডে নেওয়ার পর ব্যাপক দুর্নীতি করা হয়েছে। প্রায় এক লক্ষ গোরুকে কেন্দ্র করে এই দুর্নীতি হয়েছে। এছাড়া উৎসধারাতেও অনেককে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এসজেডিএ'র দুর্নীতির তদন্ত এবং ওই তদন্ত থেকে আগেই উদ্ধার হওয়া দুই কোটি টাকার আর কোনও খোঁজ নেই। সেব্যাপারেও তদন্ত করার অনুরোধ করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার সমস্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই কমিশনারেটে দেওয়া হয়েছে।

পুরোনো পদ্ম নেতাদের গুরুত্ব

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ মে : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরের দলীয় বৈঠকে গুরুত্ব পেলেন দলের বিজেপির পুরোনো নেতারা। শিলিগুড়ি জেলা বিজেপির পুরোনো ১২ জন নেতাকে এদিন শুভেন্দুর সংবর্ধনা সভায় ডাকা হয়। দলীয় সূত্রে খবর, দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে ওই নেতাদের এদিন থাকার জন্য জেলা থেকে আমন্ত্রণ জানাতে বলা হয়েছিল। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে প্রথম বৈঠক করেন শিলিগুড়ি জেলা বিজেপির দলীয় অফিসে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাতে ১২ জন পুরোনো এবং 'বিক্ষুব্ধ' বিজেপি নেতাও ছিলেন। তাঁদের প্রথম সারিতেই বসানো হয়েছিল বলে দাবি। সেখানে বক্তব্যে শুভেন্দু সকলকে নিয়ে চলার বার্তাও দিয়েছেন বলে দাবি। তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে দলীয় সংগঠনের কাজে কয়েক ঘণ্টা দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিনে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়ে দলের পুরোনো মুখ মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'আমরা বিক্ষুব্ধ নই। পুরোনো নেতা হিসাবে পরিচিত। দলের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়েছি।' তবে তিনি দাবি করেছেন, দলের দায়িত্ব বদলের ফলে পুরোনো নেতাদের গুরুত্ব কমেছিল। কিন্তু তাঁরা দলীয় নির্দেশে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে খেটেছেন। দলের এই সাফল্যের ভাগিদার থেকে পুরোনো নেতারাও যে বঞ্চিত নন, এদিন পুরোনোর নেতাদের উপস্থিতি তারই প্রমাণ বলে দাবি।

দলীয় সূত্রে খবর, এদিনের সংবর্ধনা সভায় জেলার প্রত্যেক মণ্ডলের সভাপতিরাও ছিলেন। সেখানে পুরোনো নেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। জেলা বিজেপির সভাপতি পদে আনন্দময় বর্মন থাকার সময় এই নেতারা গুরুত্ব পেতেন। আনন্দময়কে দলের জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরে সেই পদে অরুণ মণ্ডলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেসময়ই মনোরঞ্জন মণ্ডলদের মতো একাধিক নেতাকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁদের সঙ্গে দলের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কর্মসূচিতে ডাকা হচ্ছিল না বলে অভিযোগ। তাঁদের নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আলাদা করে বৈঠকও করেছিলেন। কিন্তু তাতেও কোন্দল মেটেনি। এবার দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই পুরোনোদের গুরুত্বের কথা বিচার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহসভাপতি রাজু সাহা বলেন, 'পুরানোদের মধ্যে ১২-১৩ জনকে দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। দলীয় নির্দেশে মোট আড়াইশো জনকে এদিনের অনুষ্ঠানে থাকতে বলা হয়েছিল।'

> **আমরা বিক্ষুব্ধ নই। পুরোনো নেতা হিসাবে পরিচিত। দলের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়েছি।**
>
> **মনোরঞ্জন মণ্ডল**

এদিন দলের জেলা অফিসে মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা জানান প্রবীণ বিজেপি নেতা মাখনলাল সরকারকে। কয়েকদিন আগে শুভেন্দুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণের দিনে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।

এদিন উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বৃহৎ শিলিগুড়ির দাবি তুলেছেন। মাটিগাড়া, শিবমন্দির এবং বাগডোগরাকে নিয়ে আলাদা পুরসভার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দিয়েছেন। তাঁর দাবি ছিল নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়াকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে যুক্ত করা। সে ব্যাপারেও এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বিধায়ক। এদিনের বৈঠকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে নিয়ে আলাদা পুরসভার দাবি তুলেছিলেন। আনন্দময় বলেন, 'মানুষের দাবি। ভোটের আগে আমরা আশ্বাস দিয়েছিলাম। এবার দাবি পূরণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি।'

বৈঠক

চোপড়া, ২০ মে : কোরবানির ইদের আগে বুধবার চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ইদ পালন করার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফে গাইডলাইন নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়াল, ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক ডাঃ অনিন্দিতা সরকার, জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা প্রমুখ। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'বৈঠকে সরকারি গাইডলাইন তুলে ধরা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রধানদের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হবে।'

বাজেয়াপ্ত মদ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : বুধবার রাতে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বিক্রির জন্য ব্যবহৃত মদ বাজেয়াপ্ত করল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ওই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে মদ মজুত রেখে একটি দলের বিরুদ্ধে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এধরনের অভিযান আরও চালানো হবে বলে খালপাড়া ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে।

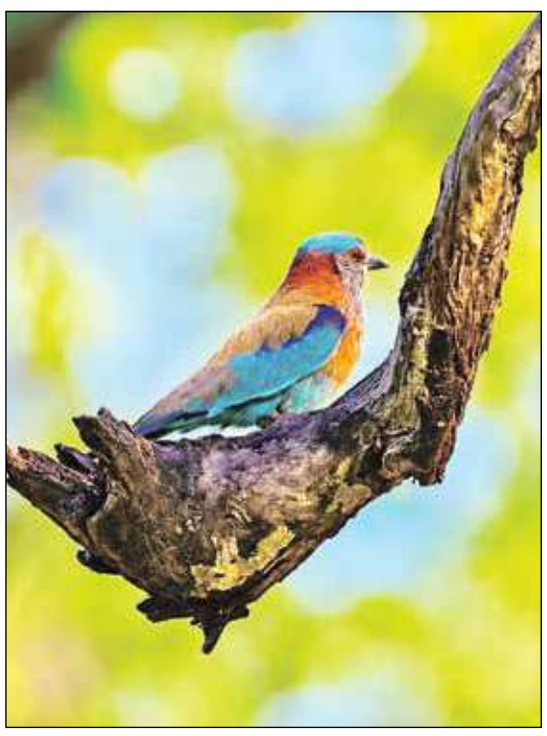

আনমনে...*দুধওয়া টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শঙ্কর দে।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মৌমিতা-গৌরীশংকরের সম্পত্তিতে নজর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২০ মে : দুর্নীতির টাকায় শহরের বুকে একাধিক জায়গা কেনা, ভারী সোনার গয়না তৈরি করা-সবই এখন তদন্তকারী অফিসারদের স্ক্যানারে। দিনহাটা পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া পুরকর্মী তথা তৃণমূলের দাপুটে নেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্য ও পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীর সম্পত্তির ওপর নজর রাখছেন তদন্তকারী অফিসাররা। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে শহরের কোথায় কোথায় তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের নামে সম্পত্তি কেনা রয়েছে? সেই সম্পত্তি কেনার টাকার উৎসই বা কী? তদন্তকারীদের স্ক্যানারে রয়েছে জামিনে মুক্ত উত্তম চক্রবর্তীর সম্পত্তির লম্বা তালিকাও।

বুধবার তিনদিনের পুলিশ হেপাজত শেষ হলে মৌমিতা ও গৌরীশংকরকে এদিন ফের আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের ১০ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিনও আদালতে তোলার আগে তাঁদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। সেখানে মৌমিতা ও গৌরীশংকর পাশাপাশি থাকলেও কোনও কথা বলতে দেখা যায়নি তাঁদের। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে গৌরীশংকরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এদিনও চক্রান্ত করে ফাঁসানোর অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

- মৌমিতা ও গৌরীশংকরকে ১০ দিনের জেল হেপাজত দিলেন বিচারক
- জামিনে থাকা উত্তম তদন্তে পুলিশকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছেন
- দিনহাটা পুরসভার বড়বাবু জগদীশ এখনও কাজে ফেরেননি

২০২৪ সালে প্রথম নজরে আসা ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডের তদন্ত শাসকদলের চাপে থমকে থাকার অভিযোগ ছিল। কিন্তু সরকার বদল হতেই তদন্তের সেই বন্ধ ঝাঁপি ফের খুলেছে। পুলিশ সক্রিয় হতেই শনিবার দাপুটে তৃণমূল নেত্রী তথা পুরকর্মী মৌমিতা ভট্টাচার্যকে এবং রবিবার রাতে প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারী অফিসাররা দুজনকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি জামিনে মুক্ত উত্তমকেও মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করেন। জেরায় মৌমিতা অসহযোগিতা করেছেন বলেই খবর। অন্যদিকে গৌরীশংকর অসহযোগিতা না করলেও এখনও সেভাবে কিছু বলেননি। তবে উত্তম বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন তদন্তকারীদের।

মঙ্গলবার তদন্তকারী অফিসাররা মৌমিতার বলরামপুর রোডের বাড়িতে তল্লাশি চালালে পুরসভার বেশ কিছু নথি মিলেছে। সেই নথি তদন্তে অনেক নতুন তথ্য দেবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

সামার ফেস্ট

শিলিগুড়ি, ২০ মে : পাহাড়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সিনেমা তুলে ধরতে আয়োজিত হবে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সামার ফেস্ট। দ্বিতীয় বর্ষে এই অনুষ্ঠানে হেরিটেজ ফিল্ম ফেস্টিভালে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। কার্সিয়াং স্টেশনের ক্যাফেতে ১২ ও ১৩ জুন এই ফিল্ম ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছর ৬ থেকে ১৪ জুন এই ফেস্টিভাল চলবে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেছেন, 'ফেস্টিভালের অনুষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হবে, তা সোমবার আলোচনা করে ঠিক করা হবে।'

দুর্ঘটনায় মৃত ১

ইসলামপুর, ২০ মে : বুধবার ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সরকারি বাস ও লরির সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়। এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের যাত্রীবোঝাই একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সরকারি বাসটি রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সামনের চাকা ফেটে গিয়ে বাসটি বিকল হয়ে যায়। সেই চাকা সারাই করতে বাসটি ফ্লাইওভারের পাশে দাঁড়ায়। সেসময় পেছন দিক থেকে আসা একটি লরি বাসটির পেছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় মৃত্যু হয় চালকের।

এসজেডিএ'র জমিতে তৃণমূল কার্যালয়

শিলিগুড়ি, ২০ মে : কাওয়াখালিতে সিআরপিএফ ক্যাম্পের উলটোদিকে একাধিক অবৈধ দোকান এসজেডিএ আগেই আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। সেসময় এসজেডিএ'র জমি দখল করে গড়ে ওঠা তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস অবশ্য ছোঁয়া হয়নি। পালাবদলের পর এবার সরকারি জমিতে থাকা অবৈধ পার্টি অফিস ভাঙার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা।

কাওয়াখালিতে তৃণমূলের মাটিগাড়া ১ নম্বর অঞ্চল কার্যালয়টি রয়েছে। রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন এসজেডিএ'র অভিযানের সময় সেই পার্টি অফিসটি ভাঙার দাবিতে দোকানদাররা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেসময়ে সরকারি আধিকারিকরা সেই পার্টি অফিস ছোঁয়ার সাহস পাননি। তবে এবার সেই পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এনিয়ে

এসজেডিএ'র মুখ্য কার্যনিবাহী আধিকারিক বীর বিক্রম রাই বলেছেন, 'আমাদের জায়গার ওপর দলীয় কার্যালয় থাকলে সেটি ভেঙে দেওয়া হবে। তবে পার্টি অফিসটি আসলে অবৈধ কি না সেটা প্রথমে খোঁজ নেব। অবৈধ হলে ভেঙে দেব।'

বিধানসভা ভোটে বিজেপি জেতার পর পার্টি অফিসে তৃণমূলের পতাকা খুলে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে অবশ্য বিজেপি নেতৃত্ব পার্টি অফিসটি তৃণমূলের হাতে তুলে দেয়। কাওয়াখালির বাসিন্দা দুলালি সরকার বলেন, 'তৃণমূল ইচ্ছেমতো দখলদারি করেছে। এবার এই পার্টি অফিসটি ভাঙা চাই।'

কাওয়াখালিতে ফাস্ট ফুডের দোকান চালান রজত মাইতি। রজতের কথায়, 'আমার দোকানও এসজেডিএ ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের পার্টি অফিস অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও সেটি না ভাঙায় আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। এখন তৃণমূলের সময় শেষ। তাই সরকারের কাছে আবেদন অবৈধ নির্মাণ যাতে ভেঙে দেওয়া হয়।' বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া ব্লক তৃণমলের সভাপতি অভিজিৎ পাল বলেছেন, 'প্রশাসন যে পদক্ষেপ করবে, তাকে আমরা স্বাগত জানাব। কিন্তু এর আগেও এসজেডিএ পার্টি অফিস ভাঙতে এসে ফিরে গিয়েছিল।'

ফল ও রসে সতর্কতা

শিলিগুড়ি শহরে পারদ চড়ছে। এই সময় কোল্ড ড্রিংকসের চেয়ে তরমুজ, খোসা ছাড়ানো আনারস, মুসম্বি বা আখের রস খাওয়া ভালো। তবে রাস্তার কাটা ফল খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ মে : জ্যৈষ্ঠ মাস পড়ে গিয়েছে, সেইসঙ্গে তাপমাত্রার পারদও বাড়ছে। এই গরমে বাইরে বেরোলে অনেক সময় ঠান্ডা পানীয়ের কথা মাথায় আসে। তবে কোল্ড ড্রিংকস যে অস্বাস্থ্যকর তা কমবেশি সকলেরই জানা। তাই স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে অনেকে আখের রস বা কাটা ফল বিক্রি হয় এমন ঠেলার সামনে ভিড় করছেন। শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারগুলিতে গেলে চোখে পড়ছে ঠেলাগাড়িতে থরে থরে সাজানো রয়েছে কেটে রাখা তরমুজ, খোসা ছাড়ানো আনারস, মুসম্বি। আবার কোথাও রাস্তার ধারে খোলা অবস্থায় বিক্রি হচ্ছে আখের রস। এইসব কেটে রাখা ফলের ওপর রাস্তার ধুলোবালি যেমন পড়ছে তেমনি মাছিও বসছে। এই সব ঠেলার থেকে ফলের রস কিনে খাচ্ছেন অনেকে। স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ফল খেতে গিয়ে উলটে শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

- বাজারে বিক্রি হওয়া কাটা ফল ও আখের রস নিয়ে বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি
- আগের থেকে কেটে রাখা ফলে যেমন রাস্তার ধুলোবালি পড়ছে তেমনি মাছি বসছে
- বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই ফল খেলে আন্ত্রিক, ডায়ারিয়া, টাইফয়েড হতে পারে

খাদ্য বিশেষজ্ঞ মধুরিমা সরকার বললেন, 'ফল যদি সামনে কেটে দেয় তাহলে সেটা খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অনেক আগে কেটে রাখা ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। বিক্রেতাদের পাশাপাশি ক্রেতাদেরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।'

বুধবার বিধান মার্কেটে যেতেই চোখে পড়ল একটা ঠেলার ওপর গোটা তরমুজের পাশাপাশি বেশকিছু তরমুজ কেটে রাখা আছে। এক ব্যক্তি একফালি তরমুজ চাইতে কেটে রাখা টুকরোটা ধরিয়ে দিলেন বিক্রেতা রবি সাহানি। ক্রেতা একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন কেটেছেন?' রবির উত্তর 'এই একটু আগেই। আপনি খান কিছু হবে না।' কেন আগের থেকে ফল কেটে রাখছেন জিজ্ঞেস করতে রবি বললেন, 'ক্রেতারা চলে আসেন, তাই কাজ একটু এগিয়ে রাখি।'

হিলকার্ট রোডে ঠেলায় করে আখের রস বিক্রি হচ্ছিল। এই গরমে তৃষ্ণা মেটাতে এক গ্লাস আখের রস কিনলেন তনয় সাধুকা। তিনি বললেন, 'খুব গরম পড়েছে। কোল্ড ড্রিংকস খাব না, তাই একটু আখের রস কিনলাম।' শহরজুড়ে এভাবেই কাটা ফল ও ফলের রস বিক্রি হচ্ছে।

এমনকি বালতিতে রাখা যে জলে ফলগুলি কাটার আগে ধোয়া হচ্ছে সেই জলও অস্বাস্থ্যকর। ফলগুলি বারবার ওই একই জলে ধোয়া হচ্ছে। চিকিৎসক শঙ্খ সেন বলেন, 'কাটা ফলে মাছি এসে বসছে। সেই ফল যে জলে ধোয়া হচ্ছে পরবর্তী ফলগুলিও একই জলে ধোয়া হচ্ছে। মাছির থেকে ইনফেকশন ছড়ায়। এরফলে টাইফয়েড, ডায়ারিয়া, আন্ত্রিকের মতো সমস্যা হয়। বিক্রেতাদের বিষয়টি নিয়ে সচেতন করতে হবে। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরকে বিষয়টি নিয়ে কিছু নিয়ম বেঁধে দিতে হবে।'

বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অফিসার বিজয়কুমার কুমাই বলেন, 'আমরা এইধরনের বিক্রেতাদের সচেতন করছি। দোকানে গিয়ে তাঁদের বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত করাচ্ছি।'

ফ্লাইওভারে হতাশা

উদ্বোধনের জন্য ফিতা-কাঁচি নিয়ে প্রস্তুত ছিল পূর্ত দপ্তর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত দিয়ে বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারের উদ্বোধন হবে ধরে নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। এয়ারভিউ মোড়ে ফ্লাইওভারের শুরুর অংশে ফিতা বেঁধে হাতে কাঁচি এবং ফুল নিয়ে কর্মীদের দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু সেতুর উদ্বোধন না করেই সোজা উত্তরকন্যায় পৌঁছে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। উত্তরকন্যা থেকেও ভার্চুয়ালি প্রকল্পটির উদ্বোধন হয়নি। ফলে প্রশাসনিক সহ বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নীল-সাদা রং থাকায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন এড়িয়েছেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যে শহর যানজট সমস্যায় জেরবার, সেখানে সমস্যা মেটাতে ফ্লাইওভার তৈরি হয়ে থাকলেও, উদ্বোধনের গেরোয় কেন আটকে থাকবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার এ বিষয়ে কথা হয়েছে। আগামী মাসে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়েই এই ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করাতে চাইছি। দেখা যাক কী হয়।'

২০১৭ সালে বর্ধমান রোডে এয়ারভিউ মোড় থেকে ঝংকার মোড় হয়ে কারবালা ময়দান সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। এই ফ্লাইওভার তৈরি হলে বর্ধমান রোডের যানজট সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশা। দীর্ঘ টালবাহানার পরে চলতি বছরের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় এই ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনি বিধিনিষেধের জেরে উদ্বোধন আটকে গিয়েছিল। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনে ফ্লাইওভারের উদ্বোধন নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। তবে, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শিলিগুড়ি সফরের কথা মাথায় রেখে সোমবার তড়িঘড়ি পূর্ত দপ্তর এবং পুলিশের উপস্থিতিতে ফ্লাইওভারে গাড়ি চালিয়ে মহড়া দেওয়া হয়। ফ্লাইওভারের নীল-সাদা রং মুছে ফেলতে চুনকামের কাজও মঙ্গলবার পুরোদমে শুরু হয়েছিল।

পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মাল্লাগুড়ির দলীয় কার্যালয় থেকে এয়ারভিউ মোড় হয়ে বর্ধমান রোড ধরেই উত্তরকন্যায় যাবেন, এটা আগেই স্থির ছিল। তাই আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো উনি উত্তরকন্যায় যাওয়ার সময় ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করে দিতে পারেন। সেই জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল।'

এদিন শুধু পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরাই যে ফ্লাইওভারের উদ্বোধনের আশায় ছিলেন তা নয়, সেখানে প্রচুর পুলিশ যেমন ছিল, তেমনই বিজেপির প্রচুর কর্মী-সমর্থকও ভিড় করেছিলেন। কিন্তু ফ্লাইওভারকে ডানদিকে রেখে তাঁর নীচ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় উত্তরকন্যার দিকে এগিয়ে যায়। ফলে সকলেই হতাশ হন। প্রশাসনের একাংশের দাবি, সম্ভবত এই ফ্লাইওভারের উদ্বোধন নিয়ে আগাম মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু জানানো হয়নি। অপর অংশের দাবি, সেতুতে নীল-সাদা রং থাকায় হয়তো মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধনে আগ্রহী ছিলেন না। পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, ফ্লাইওভারের বাইরে এবং ভিতরের অংশে চুনকাম করার কাজ চলছে। এর পরেই ফ্লাইওভারের ভিতরের অংশে সাদা-কালো এবং বাইরের অংশে সাদা-হলুদ রং করা হবে।

তবে, শহরের যানজট সমস্যা মেটানোর জন্য তৈরি এই ফ্লাইওভার অবিলম্বে চালু করে দেওয়া উচিত বলেই সাধারণ মানুষ মনে করছেন। শিলিগুড়ির বিধায়কের বক্তব্য, 'শহরের যানজট সমস্যা মেটানো নিয়ে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। এই সরকারের বয়স সবে ১১ দিন। একটু সময় দিতে হবে।'

উদ্বোধন না হলেও বর্ধমান রোডের উড়ালপুলে বাইক আরোহীদের ভিড়।

মুখ্যমন্ত্রী মাল্লাগুড়ির দলীয় কার্যালয় থেকে এয়ারভিউ মোড় হয়ে বর্ধমান রোড ধরেই উত্তরকন্যায় যাবেন, এটা আগেই স্থির ছিল। তাই আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো উনি উত্তরকন্যায় যাওয়ার সময় ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করে দিতে পারেন। সেই জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল।

এক আধিকারিক *পূর্ত দপ্তর*

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায় বার

আদালত ভবনের আশ্বাস শংকরের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ মে : তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন ভবন তৈরিকে কেন্দ্র করে কম টালবাহানা হয়নি। বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ভবন তৈরির বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আদৌ কি আদালত ভবন তৈরি হবে, প্রশ্ন উঠছে আইনজীবী মহলে। ভবনের পরিবর্তে বিজেপি সরকারের অন্য কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না, তারও খোঁজ করার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। তবে নতুন ভবন তৈরির বিষয়ে শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করছে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন। শংকর বলেন, 'পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পর আইন দপ্তর যাঁর কাছে থাকবে, তাঁর কাছে আদালত ভবনের দাবি নিয়ে আমি যাব। প্রয়োজনে বারের সদস্যদের সঙ্গে নেব। আদালত ভবনের জন্য যেমনটা প্রয়োজন, সেভাবে আমরা কাজ করব।'

তৎকালীন আইনমন্ত্রী মলয়ের ভবন তৈরির আশ্বাসের পিছনে ভোটের রাজনীতি ছিল কি না, তা নিয়েও চর্চা হয়েছিল সে সময়। কেননা, একটা সময় তৃণমূল সরকার শিলিগুড়ি আদালতকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। যা আইনজীবীদের বিরোধের জেরে আটকে যায়। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির আইনজীবী সেলের আহ্বায়ক উদয় ভট্টাচার্য বলেন, 'এখানেই নতুন আদালত ভবন তৈরি হবে। বিজেপি সরকার নতুন। আইনমন্ত্রী শপথ নিক। তারপর আমরা আদালত ভবন নিয়ে এগোব।' মলয় ঘটক শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে মাল্টিস্টোরেড নতুন ভবন তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। সূত্রের খবর, রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অ্যার্কিটেকচর উইংয়ের তৈরি নতুন ভবনের নকশা কলকাতা হাইকোর্ট অনুমোদন করেছে। তবে নির্বাচনের জন্য মাটি পরীক্ষা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিল্ডিং কমিটির আহ্বায়ক অলোক ধাড়া বলেন, 'মাটি পরীক্ষা হয়ে গেলে, পূর্ত দপ্তর স্ট্রাকচারাল ডিজাইন তৈরি করবে। তারপর ভ্যালুয়েশন বের করে টেন্ডার হওয়ার কথা ছিল। সরকার পরিবর্তনে কাজে কোনও বাধা আসবে না বলে মনে হয়। আগেই আমরা সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আদালত ভবন তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্যের কথা বলেছিলেন।' শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সন্দীপ দাস বলেন, 'আমরা স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ এবং প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আদালত ভবন নিয়ে কথা বলব।'

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সাংসদ ও বিধায়ক।

২০১২ সালে আদালতের মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং তৈরির জন্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়নারায়ণ প্যাটেল, তৎকালীন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক শিলান্যাস করেন। কিন্তু ১৪ বছর ধরে প্রস্তাবিত ভবনের একটি ইটও গাঁথা হয়নি। উল্লেখ্য, ভবনের শিলান্যাসের পরপরই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট গঠিত হয়। পাশাপাশি, নতুন কয়েকটি কোর্ট যুক্ত হয়।

শিশু উদ্যানের হাল বেহাল

শিলিগুড়ি, ২০ মে : ভেঙে গিয়েছে নেতাজি শিশু উদ্যানের নাম লেখা বোর্ড। পার্কের ভেতরে দেখা যাচ্ছে না শিশুদের। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই এটি একটি শিশু উদ্যান। নজরদারির অভাবে ও অযত্নে শিশু উদ্যানটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। একসময় শিশুদের জন্য পার্কটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল দোলনা, ঢেঁকি, স্লিপার দিয়ে। পরে তা বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন (উত্তর) বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন রকমের খেলনার পাশাপাশি বন দপ্তরের তরফে ফুল ও ফলের গাছ লাগানো হয়। কোভিডের পর পার্কটিকে আবার পুরনিগমের হাতে তুলে দেয় বন দপ্তর। তারপর থেকে পার্কটির নজরদারির অভাব দেখা যায়। দোলনা, ঢেঁকিরও কোনও হদিস নেই। বেহাল অবস্থার জন্য শিশুদেরও খেলতে নিয়ে যান না অভিভাবকেরা। ভক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা দোলা সরকার জানান, তিনি একসময় ছেলেকে এই পার্কেই খেলতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু এই অবস্থা থাকায় এখন দেশবন্ধুপাড়ার সুব্রত শিশু উদ্যানে খেলাতে নিয়ে যান।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা এই পার্কের অবস্থা নিয়ে পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় বলেন, 'পার্কটি সংস্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে।' গৌতম দেব পর্যটনমন্ত্রী থাকাকালীন এই শিশু উদ্যানটির উদ্বোধন করেছিলেন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে পার্কে ঢোকার গেটটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। গত বছর পুরনিগমের তরফে এই পার্কের ভেতরে গাছ লাগানোর জন্য ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমা নাথ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'এটি যে শিশু উদ্যান তা দেখে বোঝার উপায় নেই।'

শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যার নিরসনে ৫০০ কোটিরও বেশি টাকা খরচে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কাজ প্রায় ৭৫ শতাংশই শেষ। পুরনিগম কর্তাদের দাবি, কেন্দ্রের বনমন্ত্রকের ছাড়পত্র পেলে বাকি ২৫ শতাংশ কাজ শীঘ্রই শেষ করা সম্ভব হবে।

জলের জন্য পদ্মে ভরসা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ মে : শিলিগুড়ির দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের জন্য ইনটেক ওয়েল গড়তে পুরনিগম বনমন্ত্রকের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। গজলডোবায় বার্ড স্যাংচুয়ারির এলাকায় ইনটেক ওয়েলটি তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে বনমন্ত্রকের অনুমোদন পেতে ২০২৫ সালের শেষদিকে পুরনিগমের তরফে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ছাড়পত্র মেলেনি। ফলে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের জন্য ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজ এখনও অধরা রয়েছে।

রাজ্যে পালা বদলের পর এবার পুরনিগম ছাড়পত্র পেতে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছে। বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করছেন, বেকায়দায় পড়ে এখন পুর কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসতে চাইছে।

শহরে পানীয় জলের সমস্যার নিরসনে ৫০০ কোটিরও বেশি টাকা খরচে দ্বিতীয় জলপ্রকল্প গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। আম্রুত-২ প্রকল্পের আওতায় এই কাজ হচ্ছে। ইতিমধ্যে গজলডোবা এলাকা থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত পাইপলাইন পাতার কাজ শেষ হয়েছে। কাজ প্রায় ৭৫ শতাংশই শেষ। পুরনিগম কর্তাদের দাবি, বাকি ২৫ শতাংশ কাজ শীঘ্রই শেষ করা সম্ভব হবে। তবে, ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজ এখনও অধরা থেকে গিয়েছে।

বুধবার আধিকারিক ও বাস্তুকারদের নিয়ে কাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখলেন পানীয় জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত। তিনি বলেন, 'প্রকল্পের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। কেন্দ্রের তরফে ছাড়পত্র না মেলায় ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজ এখনও পর্যন্ত শুরু করা সম্ভব হয়নি। এনিয়ে প্রয়োজনে আমরা বিজেপির জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসব। আশা করছি শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।'

ইনটেক ওয়েলের মাধ্যমে তিস্তা থেকে পাইপলাইনে জল এনে ফুলবাড়িতে ট্রিটমেন্ট প্লান্টে শোধন করা হবে। সেখান থেকে পরিস্রুত পানীয় জল শহরবাসীর বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে তা নিয়ে অবশ্য পুরকর্তাদের কাছে এখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। পুর কর্তৃপক্ষ বিজেপির জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাওয়ায় কটাক্ষের সুর চড়িয়ে বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'বিলম্বিত বোধদয়। শুধুমাত্র উন্নয়নের কাজে কেন, পুরনিগমের দুর্নীতিগ্রস্তদের ধরার ক্ষেত্রেও বর্তমান বোর্ডের সহযোগিতা চাইছি।' অন্যদিকে, পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'এই পুর বোর্ড কখনও আমাদের গুরুত্ব দেয়নি। কোনও আলোচনায় ডাকা হত না। তবে পুর বোর্ড চাইলে সহযোগিতা চাইতে পারে। শহরবাসীর স্বার্থে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।'

প্রকল্পের কাজ ঘুরে দেখছে পুরনিগমের দল। বুধবার।

কেন্দ্রের ছাড়পত্র না মেলায় ইনটেক ওয়েলের কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনে আমরা বিজেপির জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসব।

দুলাল দত্ত

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের একটি আবাসন থেকে বুধবার এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম কসক গোয়েল (২১)। জানা গিয়েছে, ওই তরুণী মুম্বইতে পড়াশোনা করত। সম্প্রতি সে শিলিগুড়িতে ফিরেছিল। এদিন সকাল থেকে তরুণী ঘরের দরজা না খোলায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। দরজা ভেঙে পরিবারের সদস্যরা ভেতরে ঢুকে তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

ওয়ার্ড ভরা আগাছায়, উদাসীন পুরসভা

ইসলামপুর, ২০ মে : ইসলামপুর শহরের মহকুমা শাসকের অফিস, আদালত সহ একাধিক সরকারি আধিকারিকের বাংলো রয়েছে, যেখানে সেই 'ভিভিআইপি জোন' বলেই পরিচিত। কিন্তু এই ভিআইপি জোনই এখন পরিণত হয়েছে আগাছার জঙ্গলে।

শহরের ১৭টি ওয়ার্ডের সিংহভাগজুড়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম। খোদ ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়ালও এই মর্মে পুর বোর্ডকে পদক্ষেপ করতে বলবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পার্থেনিয়ামের সমস্যার কথা অস্বীকার করা যাবে না। পুরসভাকে এই মর্মে ব্যবস্থা নিতে বলব।' একটু এগিয়ে গেলে বিচারকদের আবাসন সহ একের পর এক সরকারি আবাসন। মহকুমা শাসকের বাংলোর সামনে থাকা সরকারি মাঠে ওই আগাছার দিকে দেখিয়ে হিমাংশু দাস নামে এক তরুণ বলেন, 'দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন পার্থেনিয়ামের চাষ করেছে। খোদ মহকুমা শাসকের বাংলোর সামনের পরিস্থিতি নিয়ে যদি পুরসভার এই ভূমিকা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।'

বিডিও অফিসের পাশ দিয়ে যাতায়াতের মূল রাস্তার ওপর পার্থেনিয়ামের জঙ্গল দিব্যি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসকে ডান হাতে রেখে সূর্য সেন মঞ্চ পেরিয়ে সার্কিট হাউস। সার্কিট হাউসের উলটোদিকে মহকুমা শাসকের বাংলো। বিডিও অফিসকে বাঁ হাতে রেখে সোজা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তায় পার্থেনিয়ামের জঙ্গল ভয়ংকর আকার নিয়েছে।

পুরসভার ১-৪, ৮-১১, ১৩, ১৫, ১৬ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় পার্থেনিয়ামের জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান তথা ইসলামপুরের বিধায়ক তৃণমূলের কানাইয়ালাল আগারওয়াল দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়ে জানান, নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ঠিক নয়। পার্থেনিয়ামের জঙ্গল পরিষ্কার করতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

ছিন্ন-মূল

পশ্চিমবঙ্গের পালাবদলের গত দুই সপ্তাহে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ছবিটা জনমানসে ভেসে উঠছে, তা আক্ষরিক অর্থে নজিরবিহীন। যে দলে এখনও ৮০ জন বিধায়ক, রাজ্যের সিংহভাগ পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদ রয়েছে, এমনকি রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভার ৪২ জনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ যাদের হাতে, সেই তৃণমূল কংগ্রেস রাতারাতি যেন গর্তে সেঁধিয়ে গিয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায় দাপুটে নেতা-কর্মীরা হয় গা-ঢাকা দিয়েছেন, নয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছেন। ভোটের লড়াইয়ে হারজিত গণতন্ত্রের অঙ্গ, কিন্তু হারের পর এমন আকস্মিক ও সর্বাত্মক নিষ্ক্রিয়তা কখনও সংগঠিত রাজনৈতিক দলের লক্ষণ হতে পারে না। তৃণমূলের এই দশাকে 'মুষলপর্ব' বলে আখ্যা দিচ্ছেন অনেকে। দলের অন্দরে ও বাইরে এখন প্রশ্ন উঠছে- ২৮ বছরের পুরোনো তৃণমূলের মূল চালিকাশক্তি তাহলে কী ছিল?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার একমাত্র অ্যাজেন্ডা নিয়ে দলটির জন্ম হয়েছিল। ২০১১ সালে সেই লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার পর গত ১৫ বছর তৃণমূল সরকার টিকে ছিল শুধুমাত্র দান, খয়রাতি, ভাতা, অনুদান এবং পুলিশ-প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে। এই সময়ে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা তো বটেই, পাড়ায় পাড়ায় যে নব্য তৃণমূলিদের উত্থান হয়েছিল, তাঁদের বেশিরভাগের সম্পত্তি ফুলেফেঁপে কলাগাছ হয়েছে।

নবান্নের মসনদ হাতছাড়া হতেই তৃণমূলের যাবতীয় ক্ষমতার দম্ভ ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়েছে। যাতে তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে। দলের গায়ে লজ্জার কালি লাগিয়েছেন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র এলাকার এই বিধানসভায় পুনর্নির্বাচনের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে জাহাঙ্গির আচমকা সরে দাঁড়িয়েছেন।

এই সেই প্রার্থী, যিনি ভোটের মুখে নিজেকে 'পুষ্পা' চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে দাপট দেখিয়েছিলেন। তাঁর আকস্মিক পলায়ন দলের কর্মীদের মনোবলকে তলানিতে ঠেকিয়েছে। ফলতা আসনটি অভিষেক গড়ের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও প্রচারপর্বে তিনি একবারের জন্যও যাননি। সেনাপতি যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকেন, সেখানে সাধারণ সৈন্যদের মনোবল ভাঙা তো অবধারিত।

রাজনীতিতে পরাজয়ের পর ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস নতুন নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেস শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এভাবে গর্তে লুকিয়ে পড়তে দেখা যায়নি। শাসকের দাপটের মধ্যেও তারা যেটুকু গণতান্ত্রিক পরিসর পেয়েছে, তার মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছিল। রাজপথে আন্দোলন জারি রেখেছিল। ফলস্বরূপ এবার বিধানসভা ভোটে খাতা খুলতে পেরেছে।

কিন্তু তৃণমূল বিপর্যয়ের মুখে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদাকেই কালিমালিপ্ত করছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ভোট চুরি বা ভোট পরবর্তী হিংসার তত্ত্ব খাড়া করে দায় এড়াতে চাইছে। কিন্তু তৃণমূলের অভ্যন্তরে তৈরি হওয়া গভীর ক্ষত নিয়ে দলনেত্রী এখনও পর্যালোচনা করতে রাজি নন। তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরা তো বটেই, দলের বেশ কিছু বিধায়ক প্রশ্ন তুলছেন দলের পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে।

বেশিরভাগের নিশানা অভিষেক এবং আইপ্যাক। ১৯৯৮ থেকে মাঠে-ময়দানে রাজনীতি করে উঠে আসা নেতাদের সরিয়ে আইপ্যাক এবং অভিষেকের কর্পোরেট মডেলে দল চালানোকে বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দেখছেন অনেকে। এখন দলনেত্রীর কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও দলের ভেতরের কোন্দল থামছে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি বার্তা দিচ্ছেন, বৈঠকে বসছেন ঠিকই। কিন্তু রাস্তায় বেরোচ্ছেন না।

বিরোধী আসনে বসে তৃণমূল যেন আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। কোথায় ভুল হয়েছিল, কী কী ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েছিল তা স্বীকার করে জনাদেশ মেনে ফের রাস্তায় না নামলে কি আর প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা যায়? মানুষের রায়কে অবজ্ঞা এবং অগ্রাহ্য করে গণতন্ত্রে টিকে থাকা যায় না। অহংকার ও দম্ভ ঝেড়ে ফেলে সত্যিটা স্বীকার না করলে, তৃণমূলের অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

নম্বর-দৌড়ে বিপন্ন ভবিষ্যৎ

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কি কেবল নম্বর তোলার মেশিন তৈরি করছে, নাকি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষ গড়ে তোলার আসল উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যাচ্ছে মুখস্থবিদ্যা আর এআই-এর দৌরাত্ম্যে?

নীহারিকা সরকার

আজকালকার ছেলেমেয়েরা অসম্ভব বুদ্ধিমান, প্রযুক্তিতে তুখোড়, পরিশ্রমী এবং চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এই উজ্জ্বল প্রজন্মের সামনে যখন স্বাধীনভাবে কিছু ভাবতে বলা হয়, কোনও বিষয়কে বিশ্লেষণ করে নিজস্ব মতামত চাওয়া হয়— তখনই তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত জড়তা কাজ করে। কারণটা কী? গলদটা আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। আমাদের স্কুল-কলেজগুলো ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তা করতে বা প্রশ্ন করতে শেখায় না, বরং সিলেবাস মুখস্থ করে খাতায় উগরে দিয়ে নম্বর তোলায় উৎসাহ দেয়। সত্যিকারের শিক্ষা তো সেটাই, যা শিশুর মনে কৌতূহল জাগায়, প্রশ্ন করতে শেখায় এবং নিজস্ব মতামত গড়তে সাহায্য করে। একসময় বই পড়ার মাধ্যমে, তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দিয়ে এই স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটত। আজ তার জায়গা নিয়েছে রেডিমেড বা তাৎক্ষণিক উত্তর। তরুণ প্রজন্ম কোনও অংশেই কম প্রতিভাবান নয়, কিন্তু তাদের বেড়ে ওঠার পরিবেশটাই স্বাধীন চিন্তার অনুকূল নয়। বেশ কিছু পদ্ধতিগত ও সাংস্কৃতিক কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেতর থেকে ফোকলা করে দিচ্ছে, যেখানে মেধার চেয়ে আজ মার্কশিটের ওজন অনেক বেশি।

নম্বরের ইঁদুর দৌড় ও মুখস্থবিদ্যার ফাঁদ

স্বাধীন চিন্তার প্রথম ধাপই হল বই পড়া। নানা ধরনের বই তরুণ মস্তিষ্কে নতুন ধারণার জন্ম দেয়। কিন্তু এখনকার ছাত্রছাত্রীদের বই পড়া মানে শুধুই পাঠ্যবই আর পরীক্ষার গতে বাঁধা নোটস গেলা। ২০২৩ সালের ন্যাশনাল লাইব্রেরি বোর্ডের রিপোর্ট বলছে, ভারতের মাত্র ২৫ শতাংশ কিশোর-কিশোরী আনন্দের জন্য স্কুলের বাইরে বই পড়ে। এর প্রধান কারণ, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নম্বরই শেষ কথা। পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা টিকে আছে এই মুখস্থবিদ্যার জোরেই। সেখানে কৌতূহল বা সৃজনশীলতার কোনও জায়গা নেই। ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, শিক্ষক যা পড়িয়েছেন বা বইতে যা লেখা আছে, ঠিক সেটাই হুবহু পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে। নিজের ভাষায় নতুন কিছু ভাবতে গেলেই নম্বর কাটা যাওয়ার ভয়। ইউনেসকোর ২০২১ সালের গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্টও স্পষ্ট জানিয়েছে, এই পরীক্ষাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাই গভীরভাবে কিছু শেখার (ডিপ লার্নিং) পথে সবচেয়ে বড় বাধা। প্রাইমারি স্তর থেকেই মুখস্থ বিদ্যার এই বিষ ঢোকানো হচ্ছে। 'অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট' অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণির মানের বই-ই পড়তে পারে না। প্রাইমারি শিক্ষার এই বেহাল দশা উচ্চশিক্ষার ভিতটাই নড়বড়ে করে দেয়। তারা এমন এক আজ্ঞাবহ যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, যারা শুধু নির্দেশ পালন করতে জানে, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রশ্নহীন আনুগত্যের সংস্কৃতি

আমাদের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মনে একটা জিনিস খুব যত্ন করে গেঁথে দেয়— প্রশ্নহীন আনুগত্য। গুরুজন বা শিক্ষকদের সম্মান করা অবশ্যই ভালো, কিন্তু অন্ধ আনুগত্য স্বাধীন

এআই।

চিন্তার বিকাশে সবচেয়ে বড় বাধা। শ্রেণিকক্ষে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী শিক্ষকের পড়ানো বিষয় নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করলে বা সিলেবাসের বাইরে গিয়ে কৌতূহলবশত কোনও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুললে, অনেক সময়তেই সেটাকে তার 'ঔদ্ধত্য', 'পাকামো' বা 'বেয়াদবি' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষকরা বিরক্ত হন, অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও বকাঝকা করেন। ব্যর্থতার ভয় আর সবার সামনে অপমানের আতঙ্কে শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীরা গুটিয়ে থাকে। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, মানুষ শেখে ভুল করে এবং ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় ভুলের কোনও ক্ষমা নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীরা নতুন কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করতে বা আলোচনা করতে ভয় পায়। তারা খুব সহজেই বুঝে যায় যে, শিক্ষকের কথার বাইরে গিয়ে প্রশ্ন করার চেয়ে, মাথা নেড়ে সব মেনে নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ পথ। দিনের পর দিন এই দমবন্ধ করা পরিবেশে থাকতে থাকতে তারা প্রশ্ন করতে ভুলেই যায়। যে বয়সে তাদের মনে হাজারো 'কেন' আর 'কীভাবে' ভিড় করার কথা, সেই বয়সে তারা শুধু মুখস্থ করা উত্তরের গোলকধাঁধায় হাতড়ে বেড়ায়। এই মানসিকতা তাদের প্রশ্ন করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকেই অঙ্কুরে বিনাশ করে দিচ্ছে। চিন্তাশীলতার কফিনে এটাই সবচেয়ে বড় পেরেক।

কৃত্রিম মেধা ও উত্তরণের পথ

মুখস্থবিদ্যা আর প্রশ্নহীনতার পাশাপাশি ডিজিটাল দুনিয়া ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই এক নতুন মায়াজাল তৈরি করেছে। এই আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের নিজস্ব চিন্তার ক্ষমতাকে শ্লথ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক-নির্ভর দুনিয়ায় তরুণ প্রজন্মের মনোযোগের পরিধি বা 'অ্যাটেনশন স্প্যান' মারাত্মকভাবে কমেছে। কোনও অর্থপূর্ণ আলোচনার বদলে তারা এমন এক অ্যালগরিদমের বুদবুদে বন্দি, যা শুধু তাদের নিজস্ব বিশ্বাসগুলোকেই বারবার সমর্থন করে। এখন স্কুলের প্রবন্ধ লেখা হোক, প্রোজেক্ট বানানো হোক বা অঙ্ক কষা— এআই-এর অতিরিক্ত নির্ভরতা ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। যে কোনও অ্যাসাইনমেন্ট বা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলেই তারা চ্যাটবটের সাহায্য নিচ্ছে। এর ফলে একটা সমস্যা সমাধানের পেছনের যে লড়াই, মস্তিষ্ক খাটানোর যে প্রক্রিয়া— সেটাই আজ হারিয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে মৌলিকতা। কোনও বিষয়ে গভীরভাবে মাথা খাটানোর যে অনাবিল আনন্দ, তা থেকে আজকের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এর সঙ্গে দোসর হয়েছে শিক্ষার চূড়ান্ত বাণিজ্যিকীকরণ। ফলে বেসিক সায়েন্স বা আর্টস অবহেলিত হচ্ছে, সবাই অন্ধের মতো ছুটছে চটজলদি চাকরি পাওয়ার কর্পোরেট কোর্সের পেছনে। এই দমবন্ধ করা অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে শুধু সিলেবাস বা বই বদলালে চলবে না, বদলাতে হবে সমাজের মানসিকতাও। অভিভাবক ও শিক্ষকদের বুঝতে হবে, মুখস্থ করে পাওয়া নম্বর একটি শিশুর একমাত্র যোগ্যতা হতে পারে না। প্রতিটি শিশুর ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। বিদ্যায়তনে মুখস্থ করার চেয়ে প্রশ্ন করাকে বেশি সম্মান দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনের কোণে জমে থাকা হাজারো জিজ্ঞাসাকে উৎসাহিত করতে হবে। একই সঙ্গে, তাদের ভুল করার স্বাধীনতা দিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাকে শুধু চাকরির হাতিয়ার ভাবলে চলবে না; একে এমন মাধ্যম হতে হবে যা স্বাধীন চিন্তা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে। আজ আমাদের নিজেদের বিবেককেই প্রশ্ন করতে হবে— আমরা কি চাই পরবর্তী প্রজন্ম শুধু কিছু আজ্ঞাবহ, প্রশ্নহীন যন্ত্র হয়ে উঠুক? নাকি তারা স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হয়ে সমাজ গড়ার কারিগর হবে? সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত পরীক্ষাকেন্দ্রিক ও মুখস্থনির্ভর রয়ে গিয়েছে। নম্বর তোলার অন্ধ প্রতিযোগিতায় শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীদের মৌলিক কৌতূহল ও সৃজনশীলতা হারিয়ে যাচ্ছে। শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নহীন আনুগত্যের সংস্কৃতি তাদের স্বাধীন চিন্তার পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এর সঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব ও কৃত্রিম মেধার অতিরিক্ত ব্যবহার তরুণ প্রজন্মের বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতাকে আরও নিষ্ক্রিয় করে তুলছে। এই দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সামাজিক মানসিকতা বদলে শিক্ষাকে প্রকৃত মুক্তচিন্তা, প্রশ্ন করার অধিকার এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার একমাত্র অনুকূল মাধ্যম হিসেবে গড়া চাই।

আজ

২০০৩

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

১৯৯১

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

টলিউডে বিশ্বাস ব্রাদার্সের জমানা খতম। অরূপ ও স্বরূপ বিশ্বাসের দাদাগিরি আর এখানে চলবে না। যাঁরা এতদিন ভয়ে গুটিয়ে ছিলেন, তাঁদের বলছি- এবার খোলা হাওয়ায় প্রাণভরে শ্বাস নিন। সবাই কাজ পাবেন। আলাদা করে সুপারস্টারের তকমা কাউকে দেওয়া যাবে না।

-পাপিয়া অধিকারী

ভাইরাল/১

আমেরিকা-ইরানের উত্তেজনার মধ্যে তেহরানে আয়োজিত হয় গণবিবাহের অনুষ্ঠান। শোভাযাত্রায় আনা হয় সামরিক জিপ, যেগুলি ফুল-বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছিল। হাজারের বেশি দম্পতির বিয়ে হয়।

ভাইরাল/২

চিনের শানসি প্রদেশের এক বিয়েবাড়িতে আমন্ত্রিতরা খেতে বসার পর হঠাৎ মুষলধারায় বৃষ্টিতে প্যান্ডেলের মধ্যে হাঁটুসমান জল জমে যায়। তাতে ভোজসভা থেমে থাকেনি। অতিথিরা চেয়ারের ওপর পা তুলে খাওয়াদাওয়া সারেন।

জনমন জনমত

বাসভাড়ায় ছাড়ে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের যৌক্তিকতা কী!

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে নতুন সরকার ঘোষণা করেছে, মহিলারা বিনামূল্যে সরকারি বাসে যাতায়াত করতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে সরকারের মূল উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কিছুটা আর্থিক স্বস্তি এনে দিতে পারে। অনেক নারী হয়তো এই সুবিধার কারণে আরও স্বাধীনভাবে বাইরে বেরোতে পারবেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, এমনকি শিক্ষাগ্রহণেও উৎসাহ বাড়বে। এছাড়া সামাজিক দিক থেকেও এই উদ্যোগের গুরুত্ব রয়েছে।

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন ওঠে, যদি নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকে, তাহলে শুধুমাত্র নারীদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা কেন? ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে যখন আমরা সমান অধিকারের কথা বলি, তখন সমাজের একাংশ মনে করতেই পারে যে, সরকারি সুযোগসুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন কতটা যুক্তিযুক্ত।

বাসে প্রতিদিন শুধু নারীরাই যাতায়াত করেন না। অসংখ্য পুরুষ শ্রমিক, দিনমজুর, ছাত্র, বেকার যুবক, বৃদ্ধ মানুষও প্রতিদিন কষ্ট করে বাসভাড়া দিয়ে যাতায়াত করেন। একজন দরিদ্র পুরুষ শ্রমিক হয়তো দিনে ৩০০-৪০০ টাকা উপার্জন করেন, যার একটি বড় অংশ যাতায়াতেই খরচ হয়ে যায়। একজন ছাত্র প্রতিদিন কলেজে যাওয়ার জন্য বাসভাড়া জোগাড় করতে হিমসিম খান। অনেক বৃদ্ধ মানুষ পেনশনের অল্প টাকায় সংসার চালান। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি ভাবা জরুরি।

সমাজে প্রকৃত সমতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন সুবিধা ও সুযোগের বণ্টন মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে হয়, শুধু লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়। যদি সরকার সত্যিই মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়, তাহলে হয়তো আরও সুন্দর একটি ব্যবস্থা হতে পারত- যেখানে ছাত্রছাত্রী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি এবং নিম্ন আয়ের সাধারণ মানুষ- সকলেই সমানভাবে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা পেতেন। তাহলে সরকারের এই সিদ্ধান্তটি আরও মানবিক ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারত।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা থাকে। অনেক সময় নারীকল্যাণমূলক প্রকল্প সমাজে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়। তাই এই সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি ভুল বলাও ঠিক নয়। বরং এটি সমাজে একটি নতুন বিতর্ক ও ভাবনার জায়গা তৈরি করেছে— সমান অধিকার মানে কি সবার জন্য একই সুবিধা, নাকি পিছিয়ে থাকা শ্রেণিকে এগিয়ে আনার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া?

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কারণ সমতা এবং ন্যায়— দুটি বিষয় এক হলেও সম্পূর্ণ এক নয়। কখনো-কখনো সমাজে ভারসাম্য আনতে কিছু বিশেষ গোষ্ঠীকে অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সহায়তা যেন অন্য অংশের মানুষের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি না করে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রত্যেক মানুষ নিজেকে সমান মর্যাদা ও অধিকারের অংশীদার বলে অনুভব করবেন।

জিয়ান কাশ্যপ, শিলিগুড়ি।

রাজনীতির আঙিনায় ইতিবাচক নতুন বার্তা

বিধানসভায় বিরোধী বিধায়কের গঠনমূলক মন্তব্য ও দায়িত্বশীল অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বয়ে আনল।

রেনেসাঁ মৌলিক

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাম্প্রতিক অধিবেশন এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক বিতর্কের সাক্ষী থাকল। এই অধিবেশনের আবহে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর বক্তব্য রাজ্য রাজনীতির প্রচলিত ধারায় এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ দাঁড়িয়ে থাকে শাসক ও বিরোধীদের যৌথ দায়বদ্ধতার ওপর। এই বোধ থেকেই নৌশাদ যে পরিপক্ব ও দায়িত্বশীল ভাষ্য রেখেছেন, তা কেবল রাজনৈতিক শিষ্টাচারের দলিল নয়, বরং একজন জনপ্রতিনিধির দূরদর্শিতার অনন্য পরিচয়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সংসদীয় রীতিনীতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েও কীভাবে জনস্বার্থের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরা যায়।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি যে রাজনৈতিক অবস্থানের কথা জানিয়েছেন, তা চিরাচরিত 'কাদা ছোড়াছুড়ির' রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, বিরোধিতায় থাকার অর্থ এই নয় যে কেবল বিরোধিতার খাতিরেই শাসকদলের প্রতিটি কাজের অন্ধ বিরোধিতা করতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনাই যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, তা তিনি তাঁর বক্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বার্তা ছিল স্পষ্ট— বিরোধীরা গঠনমূলক প্রস্তাব নিয়ে আসবে এবং শাসক পক্ষকে সেই প্রস্তাবের মূল্যায়ন করতে হবে। বহুত্ববাদী গণতন্ত্রে প্রতিটি কণ্ঠস্বরের যে সমান গুরুত্ব থাকা উচিত, তিনি তা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন।

নৌশাদ সিদ্দিকী।

জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিধানসভার প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি সাধারণ মানুষের হিতার্থে ব্যবহার করার কথা বলেছেন। করদাতাদের টাকায় বিধায়কদের বেতন ও সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, সুতরাং বিধানসভার সময় নষ্ট না করে মানুষের রুজিরুটি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের চুক্তিভিত্তিক, পার্শ্বশিক্ষক ও ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং 'সমকাজে সমবেতন'-এর মতো মানবিক ইস্যুগুলোকে তিনি যেভাবে সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তা বাংলার মেহনতি মানুষের কাছে এক বড় ভরসার জায়গা তৈরি করেছে। বিধানসভার অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার বা 'লাইভ স্ট্রিমিং'-এর উদ্যোগকেও তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন, যাতে মানুষ তাঁদের প্রতিনিধিদের কাজের স্বচ্ছ হিসাব রাখতে পারেন।

তাঁর বক্তব্যের এক আবেগঘন পর্যায়ে রাজনৈতিক হিংসার ভয়াবহ স্মৃতি উঠে এসেছে। ২০২১ সালের নির্বাচন পরবর্তী হিংসার যে ক্ষত তিনি নিজে এবং তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙড়ের কর্মীরা বয়ে বেড়াচ্ছেন, তার উল্লেখ করে তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। একসময় তিনি যে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন, সেই অকপট স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে তাঁর গভীর রাজনৈতিক সততা। শাসকদলের সমালোচনার পাশাপাশি তিনি বিজেপিকেও কোনও দরাজ সার্টিফিকেট দেননি, যা তাঁর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই অবস্থানই তাঁকে অন্যান্য বিরোধী রাজনীতিকদের থেকে আলাদা করে তুলেছে।

নৌশাদ সিদ্দিকীর এই দীর্ঘ, তাত্ত্বিক ও মার্জিত বক্তব্য প্রমাণ করেছে যে, সুস্থ বিরোধী নেতৃত্ব আসলে কেমন হওয়া উচিত। শাসক ও বিরোধী পক্ষ একযোগে মিলেমিশে মানুষের স্বার্থে কাজ করবে— এমন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান তিক্ত রাজনৈতিক আবহে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিধানসভার অন্দরে তিনি যে নজির স্থাপন করলেন, তা আগামীদিনে বাংলার রাজনীতির মানদণ্ডকে আরও উন্নত করবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন। তাঁর এই সৌজন্যবোধ ও রাজনৈতিক সততা সর্বস্তরে প্রশংসার দাবিদার।

(লেখক সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৫০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। সত্য, খাঁটি, বাস্তবিক ৩। উপকথা, কাহিনী, ইতিহাস ৪। নিবাস, বাস, লোকালয় ৫। আনন্দে বিহ্বল, উল্লসিত ৭। পর্যন্ত, অবধি ১০। কাগজের পরিমাণবিশেষ ১২। বোবা বা মুখচোরা ও বোকা ১৪। লেখার, আঁকার বা মুদ্রণের উপকরণবিশেষ, সংবাদপত্র ১৫। সাদাসিধে, কোনওদিকে খেয়াল নেই এমন ১৬। কৃপণ।

উপর-নীচ : ১। পালটা আঘাত ২। চর্মাবৃত্ত তাল বাদ্যবিশেষ, একদিকে চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৩। এদিক-ওদিক ৬। বেসনের বড়াভাজাবিশেষ ৮। সমৃদ্ধ গ্রাম, গণ্ডগ্রাম ৯। মূকবধির ১১। মৃদু বাতাস ১৩। অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক।

সমাধান ■ ৪৪৪৯

পাশাপাশি : ২। ময়দান ৫। তিত্তির ৬। তারামণ্ডল ৮। ধামা ৯। ভব ১১। করুণাময় ১৩। সুতল ১৪। মরকত।

উপর-নীচ : ১। মতিগতি ২। মর ৩। দাদরা ৪। বাদল ৬। তামা ৭। মনিব ৮। ধারণা ৯। ভয় ১০। কুশীলব ১১। কয়লা ১২। মন্দির ১৩। সুত।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মেলোনিকে মেলোডি উপহার

ইতালির সঙ্গে অবাধ ‘ডিজিটাল পরিসর’ তৈরির ঘোষণা মোদির

রোম, ২০ মে : রোমে পা দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা পেলেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে স্বাগত জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। মোদির সঙ্গে একাধিক সেলফি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি ‘বন্ধু’ বলে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীকে। ইতালির ঐতিহাসিক কলোসিয়ামে তোলা ছবি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে নেট দুনিয়ায়।

গত সিকি শতকে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দ্বিপাক্ষিক ইতালি সফরকে ঘিরে সরগরম আন্তর্জাতিক রাজনীতি। তবে কূটনৈতিক আলোচনার গাম্ভীর্যের মাঝেও নজর কাড়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বিশেষ কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত।

মঙ্গলবার রাতে ‘মেলোডি’ ট্রেন্ডে নতুন মাত্রা যোগ করে মেলোনিকে এক প্যাকেট ‘মেলোডি’ টফি উপহার দেন মোদি। উপহার পেয়ে উচ্ছ্বসিত মেলোনি ভিডিও বার্তায় জানান, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছ থেকে মেলোডি টফি উপহার পেয়ে গর্বিত।’

মঙ্গলবার রাতেই দুই প্রধানকে রোমের রাস্তায় গাড়ি চড়ে ‘কার-ডিপ্লোম্যাসি’ সারতে এবং পরে ঐতিহাসিক কলোসিয়ামে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মোদি বলেন, ‘রোমে এসে যে ভালোবাসা পাচ্ছি, তাতে আমি অভিভূত। প্রধানমন্ত্রী মেলোনির সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দেওয়ার সুযোগ হল। এরপর আমরা ঐতিহাসিক কলোসিয়াম ঘুরে দেখলাম। ঘুরতে ঘুরতেই কথা হল নানা বিষয়ে।’

বুধবার মোদি ও মেলোনির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি হয় রোমের ‘ভিলা ডোরিয়া পামফিলি’তে। সেখানে সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিরাপত্তা, সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওঠে। ‘যৌথ কৌশলগত কর্মসূচি ২০২৫-২০২৯’-এর অধীনে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিতে সহযোগিতা আরও নিবিড় করার বিষয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানই ঐকমত্যে পৌঁছোন। বৈঠকের পর মোদি বলেন, ‘কৃত্রিম মেধা, খনিজ সম্পদ, মহাকাশ এবং পরমাণু শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।’ অন্যদিকে, মেলোনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, ‘আমাদের সম্পর্ক নিছক বন্ধুত্ব ছাপিয়ে একটি বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয়েছে।’

বুধবারের বৈঠকের আগে ইতালির সংবাদপত্র ‘কোরিয়ারে ডেলা সেরা’তে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের একটি যৌথ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে দু’দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরে তাঁরা বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য, একটি উন্মুক্ত, নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায়সংগত ডিজিটাল পরিসর তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্র এআই-এর সুফল ভোগ করতে পারবে।’ প্রযুক্তিতে মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁরা লেখেন, ‘এআই কিছুতেই মানুষের জায়গা নিতে পারে না বা তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। পারবেও না।’

এছাড়া এদিন ইতালীয় প্রেসিডেন্ট সার্জিও মাত্তারেল্লার সঙ্গেও বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা হয় মোদির। ১৫ মে পাঁচদিনের বিদেশ সফরে যান মোদি। নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহি ঘুরে মঙ্গলবার তিনি রোমে পৌঁছোন। বুধবারই সফর শেষ হয় মোদির।

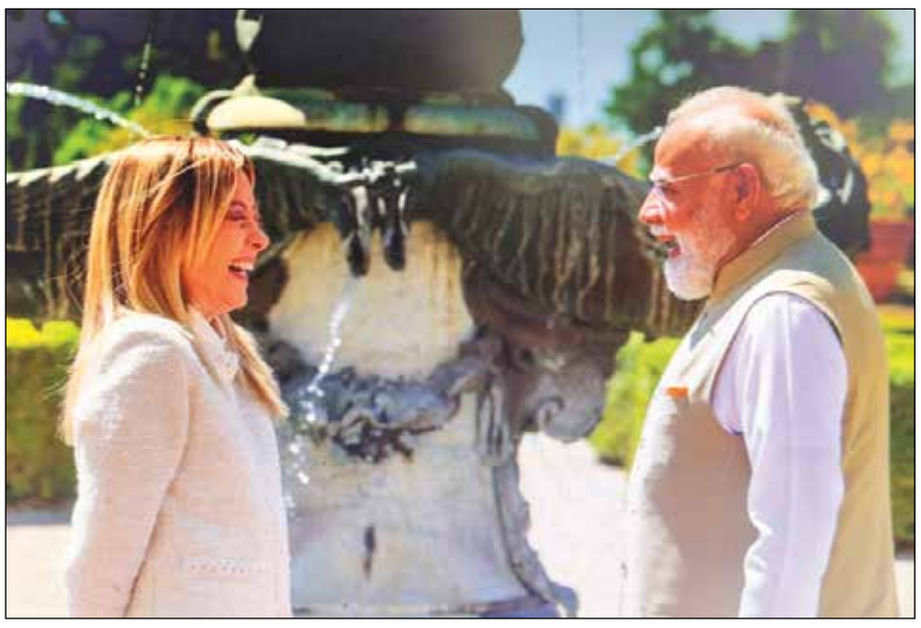

খোশমেজাজে... ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। বুধবার রোমে।

> রোমে এসে যে ভালোবাসা পাচ্ছি, তাতে আমি অভিভূত। প্রধানমন্ত্রী মেলোনির সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দেওয়ার সুযোগ হল। এরপর আমরা ঐতিহাসিক কলোসিয়াম ঘুরে দেখলাম।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

> প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছ থেকে মেলোডি টফি উপহার পেয়ে গর্বিত।
>
> -জর্জিয়া মেলোনি

নজরে পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেট

শপথের পর প্রথম দিল্লি সফরে শুভেন্দু

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ মে : চাণক্যপুরী থেকে হ্যালি রোড— রাইসিনা হিলসের ক্ষমতার অলিন্দে এখন শুধুই সাজোসাজো রব। গেরুয়া আলোয় সেজে উঠছে দিল্লির বঙ্গ ভবন। সেন্ট্রাল দিল্লির রাজপথে রাজকীয়ভাবে বসছে প্রমাণ সাইজের কাটআউট। উপলক্ষ্য, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথমবার দেশের রাজধানীতে পা রাখছেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ২১ মে দুর্গাপুরে ম্যারাথন প্রশাসনিক বৈঠক সেরেই বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ বিমানে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বাংলার নতুন কাপ্তান। সরকারি খাতায় একে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা হলেও, দিল্লির রাজনৈতিক ময়দানের খবর, এই সফরের উত্তাপ ও গুরুত্ব প্রোটোকলের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহু দূরে বিস্তৃত। রাজধানীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্সিয়াল কমিশনের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক বার্তা না মিললেও, দিল্লির বুকে রাজনৈতিক প্রস্তুতি কিন্তু তুঙ্গে।

আসলে, এই মুহূর্তে নবান্নের প্রশাসনিক অলিন্দে তৈরি হওয়া চাপের আঁচ এসে পড়েছে দিল্লিতেও। নতুন সরকার তৈরি হলেও মাত্র পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়ে চলছে কাজ।

একা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাঁধেই চেপে রয়েছে রাজ্যের ৪৩টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের পাহাড়প্রমাণ বোঝা। শঙ্কর ঘোষ বা স্বপন দাশগুপ্তের মতো বিধায়কদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য দপ্তরে সাময়িক তদারকির দায়িত্ব দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হলেও, পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন না হলে যে দীর্ঘমেয়াদে কাজ চালানো অসম্ভব, তা ভালোই বুঝছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এই জট কাটার মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে এখানেই, দিল্লির দরবারে।

বিজেপির অলিখিত সাংগঠনিক নিয়ম মেনেই সম্ভাব্য মন্ত্রীদের তালিকা দিল্লির কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা পড়েছে। সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সেই তালিকা খতিয়ে দেখার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

গেরুয়া রঙে চাণক্যপুরীর বঙ্গ ভবন।

নিজস্ব স্তরে স্ক্রিনিং সারছে। এখন শুধু শেষ সিলমোহরটুকু বাকি, যা মিলতে পারে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ঘিরেই এখন পারদ চড়ছে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে।

ঠিক এই আবহেই দিল্লির রাজনৈতিক মঞ্চে যোগ হচ্ছে আরেকটি বিস্ফোরক সমীকরণ। পাঁচ দেশ সফর সেরে বৃহস্পতিবারই রাজধানীতে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। আর ফিরেই বসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের এক হাইপ্রোফাইল বৈঠকে।

আগামী ৯ জুন তৃতীয় মোদি সরকারের দু’বছর পূর্তি। তার আগেই সমস্ত মন্ত্রকের ডিজিটাল খতিয়ান দেখতে চান প্রধানমন্ত্রী। তবে এই প্রশাসনিক পর্যালোচনার আড়ালে দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে যে জল্পনাটি সবচেয়ে বেশি ভাসছে, তা হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আসন্ন রদবদল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের স্পষ্ট দাবি, বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পূর্ব ভারতে পদ্ম শিবিরের ভিত আরও মজবুত করতে এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বিপুল গুরুত্ব পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলার একাধিক সাংসদকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি আগামী বছর নির্বাচন হতে চলা উত্তরপ্রদেশ এবং পঞ্জাবকেও সমীকরণে ধরে রাখবে বিজেপি নেতৃত্ব। একদিকে মোদির দরবারে বাংলার নতুন ক্যাবিনেটের ছাড়পত্র আদায়, অন্যদিকে দিল্লির সরকারে বাংলার ওজন বাড়িয়ে নেওয়া, এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য নিয়েই দিল্লির পিচে পা রাখছেন শুভেন্দু।

প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফেও তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি সারা। শুক্রবার মোদি-শুভেন্দু মুখোমুখি বসার পরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, বদলের বাংলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামো আগামী দিনে ঠিক কোন দিকে মোড় নিতে চলেছে।

হরিয়ানার তুষার ব্রিটেনের কনিষ্ঠতম মেয়র

লন্ডন, ২০ মে : মাত্র ২০ বছর বয়সে হয়েছিলেন ব্রিটেনের কনিষ্ঠতম ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাউন্সিলর। আর তিন বছরের মাথাতেই তিনি সে দেশের কনিষ্ঠতম ভারতীয় মেয়র! হরিয়ানার রোতক থেকে বিলেতে পাড়ি জমানো তুষার কুমার রীতিমতো ইতিহাস তৈরি করলেন এলস্ট্রি এবং বোরহ্যামউড টাউন কাউন্সিলে।

১০ বছর বয়স পর্যন্ত হরিয়ানায় থাকা তুষার, কিংস কলেজ লন্ডনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকার সময়ই রাজনীতিতে হাতেখড়ি করেন। ২০২৩ সালের মে মাসে লেবার পার্টির হয়ে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন টানা তিন দশক ধরে রাজত্ব করা কনজারভেটিভ প্রার্থীকে। তুষারের এই রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা তাঁর মা পারভীন রানি, যিনি নিজেও একজন কাউন্সিলর এবং পরে ডেপুটি মেয়র হন।

পড়াশোনা এবং চাকরির পাশাপাশি মেয়রের দায়িত্ব সামলাবেন তুষার। তিনি জানিয়েছেন, তরুণ প্রজন্মকে জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। ব্রিটেনের রাজনীতিতে ঋষি সুনকের উত্থান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তুষারের স্বপ্ন, আগামী দিনে তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাঁর এই সাফল্যের উড়ানে এখন গর্বিত প্রবাসী ভারতীয়রা।

জাতগণনায় আপত্তি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২০ মে : আসন্ন জনগণনায় জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাটি বুধবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ সাফ জানিয়েছে, সরকারি স্তরে জনকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণের জন্য এই পরিসংখ্যান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জনৈক সুধাকর গুম্মুলার দায়ের করা এই মামলায় দাবি করা হয়েছিল যে, সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তথ্য রয়েছে। তবে শীর্ষ আদালত সেই যুক্তি মানতে নারাজ। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘এতে ভুল কী আছে? অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের সংখ্যা কত এবং তাঁদের জন্য কী ধরনের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ করা উচিত, তা সরকারের জানা প্রয়োজন। এটি সম্পূর্ণভাবে সরকারি নীতি নির্ধারণের বিষয়।’

২০২৭ সালের জনগণনা হতে চলেছে ভারতের ১৬তম জাতীয় জনগণনা। ১৯৩১ সালের পর এই প্রথম দেশজুড়ে জনগণনার সঙ্গেই ব্যাপক হারে জাতিভিত্তিক তথ্যও সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি, এটিই হতে চলেছে দেশের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনগণনা।

রাহুলের নিশানায় বিজেপি ও সংঘ

রায়বরেলি, ২০ মে : আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই দুই সংগঠনের বিরুদ্ধে সংবিধানের মূল আত্মাকে দুর্বল করার অভিযোগও এনেছেন তিনি। রায়বেরেলির বহুজন স্বাভিমান সভায় রাহুল বলেন, ‘আপনারা সবাই এখানে হাততালি দিচ্ছেন। কিন্তু যখন আরএসএস সদস্যরা আপনাদের সামনে এই সংবিধানকে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দেবে তখন আপনারা চুপ থাকবেন। এই সংবিধান আপনাদের কণ্ঠস্বর, আপনাদের রক্ত। একে রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব আর কর্তব্য।’

রাহুল এদিন সতর্ক করে বলেছেন, ‘পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জেরে ভারত একটি বড় অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। দেশের সাধারণ মানুষকে একটি আসন্ন অর্থনৈতিক সংকটের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যার আঘাত সাধারণ নাগরিকদের ওপর সবচেয়ে বেশি পড়বে।’

কেন্দ্র জনগণের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন বলেও অভিযোগ করেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘পেট্রোল, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়তে চলেছে। এর বোঝা সাধারণ মানুষের ওপরই এসে পড়বে।’ তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি নাগরিকদের জন্য গুরুতর ভোগান্তি তৈরি করতে পারে এবং সরকারকে এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার দিকে মনোযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি সতর্ক করেন, হরমুজ প্রণালীতে যে কোনও ধরনের বাধা বা বিশৃঙ্খলা বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে, যা ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ডেকে আনবে।

এই মঞ্চ থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরা পাসী এবং বিআর আম্বেদকরের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে সংবিধানের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রতিটি নাগরিক সমান। প্রত্যেকেই সমান অধিকার এবং তাঁদের শ্রমের পূর্ণ মূল্য পাওয়ার যোগ্য। এই দেশ সবার, কোনও নির্দিষ্ট জাতি বা সংগঠনের নয়।’ তিনি বলেন, ‘শুধু স্লোগান দিলেই পরিবর্তন আসবে না। অধিকার এবং পরিবর্তন কেবল সংবিধান রক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব।’

> শুধু স্লোগান দিলেই পরিবর্তন আসবে না। অধিকার এবং পরিবর্তন কেবল সংবিধান রক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব।
>
> -রাহুল গান্ধি

পড়ন্ত বিকেলের ছবি। মুম্বইয়ের দাদর এলাকায়। বুধবার।

প্রধানমন্ত্রীর ‘সাপুড়ে’ কার্টুনে ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২০ মে : চলতি সফরের শেষ দিনেও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। প্রথমে সাংবাদিক বৈঠকে অনভিপ্রেত প্রশ্ন। এরপর জাতিবিদ্বেষী কার্টুন। প্রধানমন্ত্রীর নরওয়ে সফরকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলে জলঘোলা চলছেই। মোদিকে সাপুড়ে সাজিয়ে একটি কার্টুন ছাপা হয়েছে নরওয়ের সংবাদপত্র ‘আফতেনপোস্তেন’-এ। সেই নিয়ে সরব নেটিজেনরা। এই ব্যঙ্গচিত্রকে ‘ঔপনিবেশিক মানসিকতা’র পরিচয় বলে দাগিয়ে তুলোধোনা করা হয়েছে সমাজমাধ্যমে। এক্স হ্যান্ডেলে একজন লিখেছেন, ‘এটি সাংবাদিকতা নয়, বরং ছবির মোড়কে ঔপনিবেশিক আমলের বর্ণবাদ।’

অনড় সতীশন

তিরুবনন্তপুরম, ২০ মে : কেরলে নতুন ইউডিএফ মন্ত্রীসভার দপ্তরবণ্টনের ক্ষেত্রে খোদ কংগ্রেস সভাপতির আপত্তিতেই কর্ণপাত করলেন না মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন। শপথ নেওয়ার তিনদিনের মাথায় মন্ত্রীদের দপ্তরবণ্টন করলেও খাড়গে যেমনটা চেয়েছিলেন তাতে শেষমেশ রাজি হননি মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাজ্যপালের কাছে ইউডিএফ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সহ ২১ জন মন্ত্রীর দপ্তরের তালিকা তুলে দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, অনগ্রসর জাতি এবং দলিতদের দপ্তরবণ্টনে যেভাবে কোণঠাসা করা হয়েছে তাতে অসন্তুষ্ট খাড়গে। কেন এই শ্রেণির প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়া হল না তা জানতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। বস্তুত, এই নিয়ে টানাপোড়েনের কারণেই দপ্তরবণ্টনে বিলম্ব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সতীশনের হাতে অর্থ, আইন, বন্দরের মতো দপ্তরগুলি রয়েছে। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা রমেশ চেন্নিথালাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়া হয়েছে। শরিক আইইউএমএল হেভিওয়েট পিকে কুনহালিকুট্টি পেয়েছেন শিল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি। বন দপ্তর পেয়েছেন আরএসপির শিবু বেবি জন। আরও তিন শরিক নেতা মনস জোসেফ, অনুপ জেকব এবং সিপি জন যথাক্রমে সেচ, খাদ্য ও গণবণ্টন এবং পরিবহণ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন।

প্রার্থনায় মগ্ন তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা। বুধবার ধরমশালাতে।

শি-পুতিনের বন্ধুত্বে আমেরিকাকে বার্তা

বেজিং, ২০ মে : ট্রাম্পের চিন সফরের শেষের পরপরই এদিন বেজিংয়ে হাজির ভ্লাদিমির পুতিন। পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্কে তাঁরা অটল। বাইরের কোনও শক্তি তাঁদের সম্পর্ক টলাতে পারবে না। বুধবার গ্রেট হল অফ দ্য পিপলে বৈঠকে সেই বার্তাই দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। চিনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম বেজিং ও মস্কোর বক্তব্য তুলে ধরে জানিয়েছে, ‘চিন ও রাশিয়া পারস্পরিক আস্থা ও কৌশলগত সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে।’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড

ট্রাম্প আশা নিয়ে চিন সফর করলেও, হরমুজ প্রণালী ও ইরান সমস্যা সহ কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই বেজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে চুক্তি হয়নি। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের তেল বিক্রির ব্যাপারে মস্কো এখন বেজিংয়ের ওপর নির্ভরশীল। সূত্রের খবর, বুধবার শি-পুতিন দু’দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে জ্বালানি সরবরাহ সহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার পরিধি বাড়াতে উদ্যোগী হন। পুতিন সাইবেরিয়া থেকে মঙ্গোলিয়া হয়ে চিন পর্যন্ত প্রস্তাবিত ‘পাওয়ার অফ সাইবেরিয়া ২’ নামক প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। এই কাজ শেষ হলে রাশিয়া থেকে স্থলপথে চিনে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে।

চিন চায়, হরমুজ প্রণালী দ্রুত সচল হোক। রাশিয়ার ইরান সমস্যা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। জ্বালানি সংকট ও তেলের দাম বাড়ার সুযোগ নিয়ে মস্কো নিজেদের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে চাইছে। পশ্চিম এশিয়া নিয়ে বেজিং ও মস্কোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও ইউরেশিয়া অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব রুখতে দু’দেশ সম্পূর্ণ একজোট।

মাদ্রাসা নিয়োগ সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : “সিলেকশন প্রক্রিয়াই যদি অবৈধ হয়, তবে সেই নিয়োগ কখনও বৈধ হতে পারে না।” পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এমনই কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহর ডিভিশন বেঞ্চ রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, গত দশ বছরে বাংলার নিয়োগ ব্যবস্থা নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ‘ভয়াবহ’। বুধবারের শুনানিতেও একই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি দত্ত। তাঁর স্পষ্ট কথা, যেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়াই সরকারি নিয়মে হয়নি এবং যোগ্যদের বাদ দিয়ে চরম স্বজনপোষণ হয়েছে, সেখানে নতুন করে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই করাটা একেবারেই অর্থহীন। ২০১৬ সালের পর থেকে রাজ্যকে এড়িয়ে মাদ্রাসা পরিচালন সমিতিগুলি যে একতরফা নিয়োগ করেছে, তার বৈধতা এবং বেতন দেওয়া নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত।

মেটায় কর্মচ্যুত অন্তত ৮ হাজার

ক্যালিফোর্নিয়া, ২০ মে : প্রথমে বাড়ি থেকে কাজের নির্দেশ। আর তারপরই বুধবার কাকভোরে ডিজিটাল পত্রাঘাত। তাতেই ঘায়েল নয় নয় করে অন্তত ৮ হাজার কর্মী। বুধবার এভাবেই নিঃশব্দে হাজার হাজার কর্মীর চাকরি খেল ফেসবুকের পিতৃপ্রতিম সংস্থা মেটা।

মূলত কৃত্রিম মেধা বা এআই-কে অগ্রাধিকার দিতে এবং সংস্থার কর্মদক্ষতা বাড়াতে এই বড় রদবদল করা হয়েছে বলে খবর। এর ফলে সংস্থার মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় ১০ শতাংশ কাজ হারালেন।

সংস্থার ‘চিফ পিপল অফিসার’ জ্যানেল গেল নির্দেশিকায় লেখেন, ‘আমরা এখন এমন এক পর্যায়ে আছি যেখানে অনেক সংস্থাই ছোট ছোট দলের সমন্বয়ে একটি সরল কাঠামোয় কাজ করতে পারে। কাজও আরও দ্রুত করা যেতে পারে।’

রামগলি, শান্তিনগর নাম ফিরছে লাহোরে

লাহোর, ২০ মে : এক অভাবনীয় সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের সাক্ষী হতে চলেছে পাকিস্তানের লাহোর। দেশভাগের আগের ঐতিহাসিক নামগুলি ফিরিয়ে এনে শহরের পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ নিল পঞ্জাব প্রদেশের সরকার।

গত কয়েক দশকে লাহোরের একাধিক ঐতিহাসিক রাস্তা, অলিগলি এবং মোড়ের নাম পরিবর্তন করে ইসলামিক বা পাকিস্তানি ব্যক্তিত্বদের নামে রাখা হয়েছিল। মুছে ফেলা হয়েছিল ব্রিটিশ এবং হিন্দু স্মৃতিবিজড়িত নামগুলি। কিন্তু সম্প্রতি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই পুরনো নামগুলি ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে সিলমোহর পড়েছে। পঞ্জাব সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বাধীন ‘লাহোর হেরিটেজ এরিয়াস রিভাইভাল প্রজেক্ট’-এর অধীনেই এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর ফলে লাহোরে আবারও স্বমহিমায় ফিরতে চলেছে কুইন্স রোড, লরেন্স রোড, কৃষাণ নগর, শান্তিনগর, রাম গলি, লক্ষ্মী চক, এমনকি জৈন মন্দির রোডের মতো ঐতিহাসিক নামগুলো। শুধু রাস্তার নামই নয়, মিন্টো পার্কে (গ্রেটার ইকবাল পার্ক) তিনটি ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠ এবং একটি ঐতিহ্যবাহী কুস্তির আখড়াও পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন নওয়াজ শরিফ। মজার বিষয় হল, ২০১৫ সালে তাঁর ভাই শেহবাজ শরিফই নগরায়ণের নামে এই মাঠগুলো ভেঙে ফেলায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। এই মিন্টো পার্কেই একসময় ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার লালা অমরনাথ অনুশীলন করতেন।

সব মিলিয়ে, ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে লাহোর যেন আবার তার ফেলে আসা শিকড়ের দিকেই ফিরে তাকাতে চাইছে।

ট্রাম্পের নয়া প্রোজেক্ট : ‘মেক আমেরিকা খ্রিস্টান’

ওয়াশিংটন, ২০ মে : দেশের সংবিধানে যিশু খ্রিস্টের নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি, সেই আমেরিকা কি এবার আক্ষরিক অর্থেই খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে? সম্প্রতি ন্যাশনাল মলে হাজার হাজার রক্ষণশীল মার্কিনিদের ভিড়ে তেমনই ইঙ্গিত মিলল। ‘রিডেডিকেট ২৫০’ নামের আট ঘণ্টার এই প্রার্থনা সভার পোশাকি নাম যাই হোক না কেন, সমালোচকরা এর নাম দিয়েছেন— ‘প্রজেক্ট বিগ ম্যাক’ বা মেক আমেরিকা খ্রিস্টান।

ইভাঞ্জেলিক্যাল যাজক থেকে শুরু করে ম্যাগা ইনফ্লুয়েন্সার, খোদ হোয়াইট হাউসের আধিকারিক, কে ছিলেন না সেখানে? ভিডিও বার্তায় স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশবাসীকে ঈশ্বর-নির্ভর হওয়ার আহ্বান জানান। আর একধাপ এগিয়ে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও

তো আমেরিকার উৎপত্তির জন্য খ্রিস্টধর্মকেই পুরো কৃতিত্ব দিয়ে বসলেন।

মজার বিষয় হল, ওয়াশিংটন দশকের পর দশক ধরে ভারত বা তুরস্কের মতো দেশকে ধর্ম আর রাজনীতি মেলানো নিয়ে জ্ঞান দিয়েছে, আজ তারাই প্রকাশ্যেই ধর্মকে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে মেশাচ্ছে। অথচ খোদ ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের ইতিহাস বেশ নড়বড়ে। তবে তাঁর এই খ্রিস্টানত্ববাদী রাজনীতির মূল কারণ হল ভোট। ইভাঞ্জেলিক্যাল ভোটারদের মন জয় করেই তিনি সুপ্রিম কোর্টে রক্ষণশীল বিচারপতি বসিয়েছেন এবং গর্ভপাতের অধিকারে রাশ টেনেছেন। সব মিলিয়ে, আমেরিকা এখন এক নতুন ‘ধর্মযুদ্ধের’ দোরগোড়ায়।

পৃথিবীর পাঠশালা

বরফের নীচে জমাট বুদবুদ

রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর গভীরতম এবং প্রাচীনতম স্বাদু জলের হ্রদ। শীতকালে যখন এই হ্রদের জল পুরোপুরি জমে বরফ হয়ে যায়, তখন এর ভেতরে এক অপূর্ব দৃশ্য ফুটে ওঠে। জলের তলার উদ্ভিদ থেকে তৈরি হওয়া মিথেন গ্যাস ওপরে ওঠার সময় বরফের মধ্যে বুদবুদের আকারে আটকে যায়। স্তর অনুযায়ী জমে থাকা এই সাদা বুদবুদগুলো দেখতে অনেকটা কাচের ভেতর বন্দি করা মুক্তোর মতো লাগে। তবে এই বরফ ফাটলে যদি কেউ দেশলাই জ্বালায়, তবে মিথেন গ্যাসের কারণে তা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

কোস্টারিকার নিখুঁত পাথরের বল

বিশ শতকের তিরিশের দশকে কোস্টারিকার জঙ্গলে কলা বাগান পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্রমিকরা বিশাল সব গোলাকার পাথরের বল খুঁজে পান। এই বলগুলো একদম নিখুঁত জ্যামিতিক গোলক। কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে আড়াই মিটার পর্যন্ত বড় এই বলগুলোর ওজন পনেরো টন পর্যন্ত হতে পারে। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে প্রাচীন উপজাতিরা এগুলো বানিয়েছিল। কিন্তু ইস্পাতের যন্ত্র ছাড়া কীভাবে তারা এত কঠিন পাথর কেটে এমন নিখুঁত গোলক বানিয়েছিল, তা প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে আজও এক বিশাল বিস্ময়।

চিনের রঙিন বাঁশির গুহা

চিনের গুইলিন প্রদেশে থাকা 'রিড ফ্লুট কেভ' বা বাঁশির গুহা দেখতে কোনও রূপকথার প্রাসাদের মতো। এই চুনাপাথরের গুহার বাইরে প্রচুর খাগড়া বা রিড গাছ জন্মায়, যা দিয়ে দারুণ বাঁশি তৈরি করা যায়। গুহার ভেতরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো নানা আকারের স্ট্যালাকটাইট এবং স্ট্যালাগমাইট পাথর। আধুনিক যুগে এর ভেতরে বিভিন্ন রঙের নিয়ন আলো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে পুরো গুহাটি লাল, নীল, সবুজ রঙে মায়াবী হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন কোনও পাতালপুরীর রাজকীয় দরবারে এসে পড়েছেন।

সময়ের অদ্ভুত এক গোলকধাঁধা

রাশিয়া এবং আমেরিকার মাঝখানে বেরিং প্রণালিতে দুটি ছোট দ্বীপ আছে— বিগ ডায়োমেড এবং লিটল ডায়োমেড। এই দুটি দ্বীপের মধ্যে দূরত্ব মাত্র আড়াই মাইল, যা শীতকালে বরফ জমে গেলে হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই দুই দ্বীপের মাঝখান দিয়ে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা চলে গিয়েছে। ফলে এদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য পাক্কা একুশ ঘণ্টা। অর্থাৎ, আপনি যদি আমেরিকান দ্বীপ থেকে রাশিয়ান দ্বীপের দিকে তাকান, তবে আপনি আক্ষরিক অর্থেই আগামীকালের দিকে তাকিয়ে আছেন। একে বলা হয় 'টাইম ট্রাভেল আইল্যান্ড'।

তিন শহিদ পরিবারের বঞ্চনার ক্ষোভে প্রলেপ

চাকরির আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

শুভজিৎ বিশ্বাস

নিজের বাড়িতে শহিদ ক্ষীতেন অধিকারীর স্ত্রী আরতি অধিকারী।

মেখলিগঞ্জ, ২০ মে : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায় এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদ সুধীর রায়, ক্ষীতেন অধিকারী, জিতেন রায়দের পরিবার প্রতি একটি করে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস মিলেছে বলে জানিয়েছেন দধিরাম। কোচবিহার জেলার জেলা শাসককে মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরামের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই খবরে খুশি শহিদ পরিবারের সদস্যরা।

দধিরাম রায় বলেন, 'উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে আমি তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদ পরিবারগুলির বর্তমান পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরি। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির সরকারি চাকরির বিষয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি জেলা শাসককেও তিনি এই বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।' দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে প্রতিশ্রুতি মিললেও বাস্তবে কোনও সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ শহিদ পরিবারের সদস্যদের। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর চাকরির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

শহিদ সুধীর রায়ের ছেলে ভূপেন বলেন, 'বিধায়ক আমাকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন। ৪৫ বছর যাবৎ আমরা অনেক বঞ্চনা সহ্য করছি। নতুন সরকার আসার পর আশার আলো দেখতে পারছি।' তিনি যোগ করেন, 'মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী একাধিকবার সার্কিট হাউসে নিয়ে গিয়ে বৈঠক করে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্বাসই সার, কোনও কাজ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে হতাশ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বছর পাঁচেক আগে তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন এলাকায় শহিদ বেদিতে মাল্যদান বন্ধ করার বোর্ড লাগিয়েছিলাম। ওই বোর্ড আমি খুলে ফেলব।'

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা করিডর হস্তান্তরের প্রতিবাদে আন্দোলন চলাকালীন তিনজন মারা যান। ১৯৮১ সালে মারা যান সুধীর রায়, ১৯৯২ সালে মারা যান ক্ষীতেন অধিকারী ও জীতেন রায়। ওই পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁদের পাশে কোনও রাজনৈতিক দল দাঁড়ায়নি। শহিদ ক্ষীতেন অধিকারীর স্ত্রী আরতি অধিকারী বলেন, 'আমার ছেলে পুলক টোটো চালায়। আমাদের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। দ্রুত চাকরি দিলে ভালো হয়।'

আন্দোলনে শহিদ সুধীর রায়ের স্ত্রী বাসন্তী রায়ের শারীরিক অবস্থাও ভালো নয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বার্ধক্য ভাতা বন্ধ রয়েছে। কোনও সরকারি আবাসন মেলেনি বলে তাঁর ছেলে ভূপেন অভিযোগ করেন। বারবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেও, সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। ঘর পাওয়ার তালিকায় নাম থাকলেও পরবর্তীতে তা কেটে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন ভূপেন। এছাড়াও জব কার্ডে কাজ মিলছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুশি ওই তিন পরিবারের সদস্যরা।

উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড়। বুধবার দার্জিলিংয়ে।

চেনা ছন্দে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ মে : ভোটপর্বের খড়া কাটিয়ে চেনা ছন্দে ফিরছে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। বিধানসভা ভোটের জন্য এপ্রিলের শুরু থেকে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় একধাক্কায় পর্যটকদের সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছিল। যথারীতি কমে যায় রোজগার। কিন্তু ভোট শেষ হওয়া এবং স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হতেই চিড়িয়াখানায় শুধুই কালো মাথার ভিড়। এমন ভিড়ের মধ্যে রয়েছে বিদেশি পর্যটকরাও। চেনা ছন্দে হাসি ফিরেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মুখে।

বিক্ষিপ্ত হলেও বৃষ্টির জন্য উত্তরবঙ্গে এখনও তীব্র গরম শুরু হয়নি। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে চরচর করে বাড়ছে তাপমাত্রা। গরম পড়েছে বেশকিছু রাজ্যেও। তার মধ্যে সরকারি স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। ফলে পর্যটকদের ডেস্টিনেশন এখন পাহাড়। দার্জিলিং পাহাড়ে আবার যাঁরা পা রাখছেন, তাঁদের ঘুরে বেড়াবার জায়গা হয়ে উঠেছে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। রেড পান্ডা, তুষারচিতা, হিমালয়ান ব্ল্যাক বেয়ার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সহ বিভিন্নরকমের পশু ও পাখির টানে এখানে আসছেন পর্যটকরা। দেশীয় পর্যটকের পাশাপাশি ভিড় জমাচ্ছেন বিদেশি পর্যটকরাও। যথারীতি সকাল হতে না হতেই টিকিট কাউন্টারের সামনে দেখা যাচ্ছে লম্বা লাইন। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৫,০০২ জন। পাশাপাশি চিড়িয়াখানায় এদিন পা রাখেন সাত বিদেশি পর্যটক। ২২ জন বিদেশি পর্যটক সহ মঙ্গলবার টিকিট কেটেছিলেন প্রায় সাড়ে চার হাজার দর্শনার্থী। শনি ও রবিবার ছুটির দিনে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। ভিড় দেখে খুশি চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক বলেন, 'ভোটের সময়ে পর্যটকের ভিড় অনেকটা কমে গিয়েছিল। গরম বাড়তে শুরু করায় এবং স্কুল, কলেজে ছুটি থাকায় সকাল থেকেই পর্যটকরা আসছেন। ছুটির দিনে এই ভিড় আরও বাড়বে বলে আশা করছি।' তবে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে রাস্তায় তীব্র যানজট তৈরি হচ্ছে। গাড়ি পার্ক করার জায়গা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। যানজটের জন্য এক কিলোমিটার রাস্তা চলতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগছে বলে অনেকের বক্তব্য।

হাজার হাজার পর্যটকের পাশাপাশি প্রচুর গবেষক প্রতিবছর দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় পা রাখেন। দেশীয় পর্যটকদের টিকিট ১১০ টাকা হলেও বিদেশিদের গুনতে হয় ভারতীয় মুদ্রায় ১৮০ টাকা। পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে বেঙ্গল সাফারি ও দার্জিলিং চিড়িয়াখানার মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিনিময়ের যে পরিকল্পনা ছিল, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনে আপাতত তা স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দুঃস্থের চিকিৎসায় সাহায্য করিমুলের

শুভদীপ শর্মা

সুনীতি রায়কে সাহায্য করিমুল হকের। বুধবার।

লাটাগুড়ি, ২০ মে : সামনেই ইসলামের পবিত্র পার্বণ, ইদুজ্জোহা। আত্মত্যাগের এই পরবে, ধর্মীয় উপচারের জন্য জমানো টাকা এক মহিলার চিকিৎসার লক্ষ্যে তুলে দিলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক করিমুল হক। এমনকি, ভবিষ্যতেও ওই অসহায় মহিলার শুশ্রূষার দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মাটিয়ালি মহাকাল মোড় এলাকার বাসিন্দা সুনীতি রায় দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক সংগতি ছিল না তাঁর। খবর পেয়ে এগিয়ে আসেন করিমুল। বিষয়টি জানতে পেরে বুধবার ওই মহিলার বাড়িতে পৌঁছে তাঁর হাতে ওই আর্থিক সাহায্য তুলে দেন।

জানা গিয়েছে, বছর পনেরো আগে স্বামীকে হারিয়েছেন সুনীতি। দুই ছেলে দীপেন রায় ও উপেন রায় দিনমজুরির কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান। বছর দুয়েক আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুনীতি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, তাঁর হৃদযন্ত্রে জটিল সমস্যা রয়েছে। সুনীতির জন্য উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু সেই চিকিৎসার খরচ বহন করার সামর্থ্য ছিল না দুঃস্থ ওই পরিবারের। সুনীতি বলেন, 'চিকিৎসা করানোর উপায় ছিল না। করিমুল পাশে দাঁড়ানোয় আবার বাঁচার আশা দেখছি।' করিমুলের নিজের কথায়, 'মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় ধর্ম। একজন অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে উঠলে সেটাই সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয়।'

লাটাগুড়ির সমাজকর্মী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতার যে পরিচয় করিমুল দিলেন, তা সত্যি প্রশংসনীয়।' সুনীতির ছেলে দীপেন বলেন, 'মায়ের চিকিৎসা নিয়ে খুবই চিন্তায় ছিলাম। করিমুল আমাদের নতুন ভরসা দিয়েছেন।' এদিকে স্থানীয়দের একাংশের মতে, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের আবহে করিমুলের এই উদ্যোগ শুধু একটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা নয়। মানবিকতা ও সম্প্রীতির এক বিরল উদাহরণ হয়ে রইল লাটাগুড়িতে।

তিন বন্ধু

প্রথম পাতার পর

বের করে বারবার ফোন করলেও কেউ তোলেনি। রুদ্ধশ্বাস এক ঘণ্টা কাটার পর তাঁরা যোগাযোগ করেন মাটিগাড়া থানায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে খাঁচাশুদ্ধ সজারুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় তারা। পিছু পিছু বাইকে করে ছোটেন ওই তিন তরুণও।

তবে গোটা ঘটনায় বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে এদিন কিছু প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের তরফে প্রথমে সুকনা রেঞ্জে খবর দেওয়া হলেও, মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ডিউটিতে কর্মীরা ব্যস্ত থাকায় তাঁরা আসতে পারেননি। এরপর মাটিগাড়া থানার পুলিশ শারুগাড়া রেঞ্জকে খবর দেয়। রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রায় দ্রুত এসে প্রাণীটিকে উদ্ধার করেন। তিনি জানান, সজারুটির মুখ ও পিঠের একাংশে চোট রয়েছে। চিকিৎসা করে বৃহস্পতিবার সেটিকে জঙ্গলে ছাড়া হবে। ওয়েবসাইটে পুরোনো নম্বর থাকায় যোগাযোগে সমস্যা হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করে নেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের প্রধান ডঃ ধীরাজ সাহার কথায়, 'ওই তিন তরুণ যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। কাঁটা নিয়ে থাকা মিথ ভাঙতে এই নতুন প্রজন্মকেই এগিয়ে আসতে হবে।' খাঁচাটি বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিন বন্ধু। বাড়ি ফিরলে হয়তো বয়স্কদের গঞ্জনা শুনতে হবে। তবে একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে নিরাপদে বাঁচাতে পারার তৃপ্তিই তাঁদের কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

তালা পড়ার আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

খরচ চালাতে বছরে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রয়োজন। কিন্তু সেই টাকাও দীর্ঘদিন ধরে আসছে না।

বিষয়টি নিয়ে বিজেপির শিক্ষক নেতা বিশ্বদীপ ঘোষ বলেছেন, 'বিদ্যালয় পরিদর্শক তাঁদের অফিসের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। তৃণমূল আমলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যতটা অবনত করা সম্ভব ছিল, তার সবটাই করা হয়েছে। সমস্ত বিষয়টি আমরা রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরছি। নিশ্চিতভাবে এর সমাধানসূত্র বের হবে।'

তবে এনিয়ে তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা কমিটির সভাপতি বিমান তপাদারের বক্তব্য, 'এটা তো প্রশাসনের বিষয়। এই বিষয়ে সংগঠনের কিছু বলার নেই।'

অনুপ্রবেশ ধরলেই সোজা সীমান্ত পার

প্রথম পাতার পর

অনেক ভারতীয় নাগরিককেও সীমান্ত পার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

কিন্তু হিমন্ত সেই পথ থেকে সরেননি। বরং প্রকাশ্যে বলে বেড়িয়েছেন। শুভেন্দু সেই পথে হাঁটার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার ১১ দিনের মধ্যে। অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আইনশৃঙ্খলাজনিত অপরাধ, লাভ জিহাদ, জোর করে ধর্মান্তর, নারী নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব অসামাজিক কাজকর্মের বৃদ্ধি আমরা লক্ষ করছি, তার সঙ্গে যুক্ত হিসেবে যাঁরা ধরা পড়ছেন, তাঁদের বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী।' শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠকের বক্তব্য অবশ্য কিছু প্রশ্ন উসকে দিয়েছে। গোটা প্রক্রিয়ায় কি আদালতের কোনও ভূমিকা থাকবে না? পুলিশ কি ধৃতকে আদালতে না পাঠিয়ে সরাসরি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেবে? বিএসএফ নিশ্চয়ই একদিনে পুশব্যাক করতে পারবে না। বিজিবি'র সঙ্গে আলোচনায় সময় লাগতে পারে। ততদিন ধৃতদের কোথায় রাখা হবে? বিএসএফ-এর নিজস্ব কোনও লকআপ নেই। এতদিন তারা কাউকে ধরলে পুলিশের হাতে তুলে দিত।

সেক্ষেত্রে অসমের ডিটেনশন সেন্টারের ধাঁচে কোনও হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হবে কি? সেই সেন্টার কে গড়বে? রাজ্য সরকার না বিএসএফ? এসব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, দেশে ইতিমধ্যে কার্যকর ২০২৫-এর অভিবাসন ও বিদেশি আইনকে তিনি হাতিয়ার করছেন। তাঁর কথায়, 'ভারত সরকার ২০২৫-এর ১৪ মে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সরাসরি বিএসএফ-এর হাতে তুলে নেওয়ার নির্দেশিকা রাজ্যকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সরকার তা কার্যকর করেনি।'

এই প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন, 'আমাদের আগের সরকার একদিকে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে সুরক্ষা দেওয়ার বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ আইনকে কাজে লাগায়নি।' গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সি ও খ্রিস্টানদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়। বাদ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আইনটি পাশ করিয়ে নিয়েছিল কেন্দ্র।

বাংলায় আইনটি কার্যকর হলে সমস্যায় পড়বেন মূলত মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কেউ কেউ। এই আইন কার্যকর করার ঘোষণার পাশাপাশি বুধবার বিএসএফ-এর হাতে বাংলাদেশ সীমান্তে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকার জমির নথি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায় ২২০০ কিলোমিটার। শুভেন্দু জানান, এই ২২০০-র মধ্যে ১৬০০ কিলোমিটারে কাঁটাতারের বেড়া আছে।' তাঁর অভিযোগ, '৫৫৫ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া তৈরির জন্য আগের সরকার সহজেই জমি দিতে পারত। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে, তুষ্টিকরণের স্বার্থে দেয়নি। প্রাথমিকভাবে ২৭ কিলোমিটারের জমি আজ দেওয়া হল। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাকি জমি দেওয়া হবে।'

মোদিকে মেডেল

রোম, ২০ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রোম সফরের মধ্যেই বুধবার তাঁকে রাষ্ট্রসংঘের তরফে বিশেষ মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হল। রাষ্ট্রসংঘের শাখা সংগঠন ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের তরফে খাদ্য সুরক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি কৃষি পরিকাঠামো এবং গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তাঁকে 'অ্যাগ্রিকোলা মেডেল' দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এফএও-র ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ কু ডংইউ মোদির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই পুরস্কার দেশের কোটি কোটি কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী এবং খেতমজুরের প্রাপ্য।'

পুরনিগমে দুর্নীতি

প্রথম পাতার পর

মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলারদের একাংশের তোলাবাজি নিয়ে প্রচুর অভিযোগ গত দু'তিন বছরে বারবার উঠেছে। খোদ মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনও বারবার তাঁরই দলের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রকে তিনি 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' বলে কটাক্ষ করেছেন।

এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়রের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। নামে, বেনামে ডেপুটি মেয়র কোথায় কত সম্পত্তি করেছেন তার তদন্ত হওয়া উচিত বলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠকে এসেও পুরনিগমের দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন।

এদিন উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, অগ্নিমিত্রা বৈঠকেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাজকর্ম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বেশ কিছু অনিয়ম তুলে ধরেছেন। পুরমন্ত্রী যখন শিলিগুড়ি পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মাইক হাতে বলেন, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার কোথায়? উনি কি এসেছেন? কিন্তু আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান তিনি আসেননি।

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী পুর ও নগরোন্নয়মন্ত্রীকে দ্রুত শিলিগুড়িতে এসে দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং এখানকার বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেছেন, 'সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে।' সূত্রের খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী পুরনিগমেই সেই বৈঠক করার কথা বলেছেন।

বিদ্যুৎ কেনায় বড় রহস্য

প্রথম পাতার পর

সংস্থা কিংবা রাজ্যের নিজস্ব ইউনিট এবং বেসরকারি উৎপাদনকারী কোম্পানি বা পাওয়ার এক্সচেঞ্জ থেকে মূলত বিদ্যুৎ কেনে ডব্লিউবিএসইডিসিএল। এই কেনাকাটার ধরন আবার দু'রকমের। একটি দীর্ঘমেয়াদি বা লং টার্ম চুক্তি, যা সাধারণত ১০ থেকে ২৫ বছরের জন্য করা হয়। এই চুক্তিতে দাম তুলনামূলক স্থির থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ নেওয়ার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ফর্মুলায় দাম চোকাতে হয়। এর মধ্যে আবার একটি অদ্ভুত নিয়ম হল 'ফিক্সড পেমেন্ট'। অর্থাৎ অনেক সময় বিদ্যুৎ না নিলেও উৎপাদনকারী সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতেই হয়। এই ক্যাপাসিটি চার্জ বা ফিক্সড পেমেন্ট দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে বহুবার ভুরু কুঁচকেছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মাধ্যমেই অকারণে জনগণের করের কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন কোম্পানিকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেই অভিযোগ।

আরেকটি হল 'শর্ট টার্ম পারচেজ' বা স্বল্পমেয়াদি কেনাকাটা। এটি অনেকটা বাড়িতে আচমকা অতিথি আসার মতো। মাসের শুরুতে গৃহস্থ যেমন পাইকারি হারে সারামাসের চাল-ডাল কিনে রাখে, সেটা হল 'লং টার্ম পিপিএ'। আর হঠাৎ অতিথি এলে পাড়ার দোকান থেকে চড়া দামে যে তড়িঘড়ি কেনাকাটা করতে হয়, সেটাই 'শর্ট টার্ম পারচেজ'। গ্রীষ্মকালে, উৎসবের সময় বা হঠাৎ কোনও পাওয়ার প্ল্যান্টে গোলযোগ দেখা দিলে বিদ্যুতের চাহিদা লাফিয়ে বাড়ে, তখন কয়েক ঘণ্টা, একদিন বা কয়েক মাসের জন্য খোলাবাজার বা পাওয়ার এক্সচেঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হয় সংস্থাকে। এই তাৎক্ষণিক বাজারে বিদ্যুতের দাম প্রতি মুহূর্তে শেয়ার বাজারের মতো ওঠানামা করে। আর এই তাৎক্ষণিক কেনাকাটাতেই লুকিয়ে আছে রহস্য। বণ্টন কোম্পানির হিসেব বলছে ২০২৫-'২৬ আর্থিক বর্ষে প্রায় ৩৯ হাজার কোটি টাকার বিদ্যুৎ কেনা হয়েছে। শুধু জরুরিভিত্তিতে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ কেনার জন্যই দৈনিক ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকার আলাদা তহবিল রাখা হয়। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ কেনা কেবল কোনও কারিগরি বিষয় নয়, এটি একটি অনেক বড় আর্থিক মহাযজ্ঞ।

আর এই মহাযজ্ঞের ধোঁয়াতেই দুর্নীতির তীব্র গন্ধ পাচ্ছেন ওয়াকিবহাল মহল। বিদ্যুৎ দপ্তরের অর্থ বিভাগের একাধিক প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের অভিযোগ, কম খরচে যে সরকারি উৎসগুলি থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব, সেগুলিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তার বদলে পছন্দের গোষ্ঠীকে আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি দামে বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ কেনা হয়েছে। এসবই হয়েছে বাবুসোনা গোষ্ঠীর অঙ্গুলিহেলনে। ওই বিশেষজ্ঞদের মতে, এই 'ইমার্জেন্সি' বা তাৎক্ষণিক কেনাকাটার মধ্যেই সবচেয়ে বড় কারসাজির সুযোগ লুকিয়ে আছে। কারণ, এখানে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আর সাধারণ মানুষের কাছে সেই তথ্য পৌঁছানোর কোনও উপায় থাকে না। অভিযোগ উঠেছে, অনেক সময় নাকি রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুতের কৃত্রিম 'ঘাটতি' তৈরি করা হয়। তারপর সেই ঘাটতির দোহাই দিয়ে পাওয়ার এক্সচেঞ্জ থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে মোটা কাটমানি পৌঁছে দেওয়া হয় সিন্ডিকেটের হাতে। হিসাব বলছে, ইউনিট প্রতি কয়েক পয়সা দামের হেরফেরে কয়েকশো বা হাজার কোটি টাকার মুনাফা বা ক্ষতি হতে পারে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এত বড় আর্থিক কর্মকাণ্ড কার্যত স্বাধীন অডিটের বাইরে। কোন কোম্পানি থেকে ঠিক কত দামে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে, কেনই বা হঠাৎ চড়া দামে বিদ্যুৎ কিনতে হল, তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা জনসমক্ষে আনা হয় না। বিদ্যুৎ ভবনে কান পাতলে শোনা যায়, এই অস্বচ্ছতা নিয়ে দপ্তরের অর্থ বিভাগের একাধিক আধিকারিক বহুবার তীব্র আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, তৎকালীন এক প্রভাবশালীর নির্দেশে সেই সমস্ত আপত্তিকে কার্যত ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি কোনওভাবেই যাতে দপ্তরের চার দেওয়াল টপকে বাইরে না আসে, অত্যন্ত সুকৌশলে তার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। হাজার কোটির এই সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি সামলান ডিরেক্টর (রেগুলেটরি অ্যান্ড ট্রেডিং)। সেই পদে বিশেষ বেতন কাঠামো তৈরি করে অবসরের পরেও একে পান্ডেকে রেখে দেওয়া নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। পান্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়েও তদন্তের দাবি উঠেছে।

বিদ্যুৎ কেনাবেচার এই রহস্যময় খেলার চূড়ান্ত মাশুল কিন্তু গুনতে হচ্ছে সেই আমজনতাকেই। কারণ এই হাজার কোটি টাকার অস্বচ্ছতা আর অতিরিক্ত খরচের সরাসরি কোপ গিয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের বিলের ওপর। বিদ্যুতের দাম বাড়লে শিল্পের উৎপাদন খরচ বাড়ে, ফলে বাজারে জিনিসপত্রের দামও আগুন হয়। আবার রাজ্যের ঘাড়েই চাপে ভরতুকির বিপুল বোঝা। অর্থাৎ, করদাতার পকেট কেটেই পকেট ভরছে সিন্ডিকেটের। বিদ্যুৎখাত এমন একটি জায়গা, যেখানে কারিগরি জটিলতার পর্দা টাঙিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নীরবে। বিদ্যুৎ দপ্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে তা দেখেশুনে সাধারণ মানুষের মনে একটাই জোরালো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে- এই হাজার হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা কি সত্যিই মানুষের ঘর আলো করার জন্য, নাকি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সিন্ডিকেটের পকেট ভারী করার এক সুপরিকল্পিত আর্থিকচক্র? বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ সংস্থা বা দলকে দিয়ে গোটা বিষয়টির তদন্তের দাবি উঠেছে সর্বত্র। সময় নষ্ট না করে বিদ্যুৎ দপ্তরের দুর্নীতির তদন্তে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ করুন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী এমন দাবি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ। রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করবে, না কি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট সেটিং-এর জাদুকাঠি ছুঁইয়ে আবার আগের মতোই কারবার চালিয়ে যাবে সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তরের সর্বত্র। (শেষ)

উত্তরের প্রাপ্তি কেবলই প্রতিশ্রুতি

প্রথম পাতার পর

অথচ বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল অনেক। সংকল্পপত্রে এইমস, আইআইটি, আইআইএম, ক্যানসার হাসপাতাল, আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়ামের উল্লেখ ছিল। দিন কয়েক আগে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নয়াদিল্লিতে বলেছিলেন, শিল্পস্থাপনে নজর দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গে। বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প তৈরির কথা বলেছিলেন তিনি। শিলিগুড়ির প্রশাসনিক বৈঠকে সেসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর নেই।

যদিও প্রশাসনিক বৈঠকের আগে বিজেপি কার্যালয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা সংকল্পপত্রে যা যা বলেছি, সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পূরণ করব। কিছু ফল আপনারা পেয়েছেন। জুন থেকে আরও কিছু ফল পাবেন। এরপর ক্রমান্বয়ে আগামী তিন মাস, ছয় মাস, এক বছরের মধ্যে আমরা মানুষকে দেওয়া কথা পূরণ করব।' এতে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে বিলম্বের বার্তা আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী বারবারই বলেছেন, উত্তরবঙ্গের ঋণ শোধ করা তাঁর অগ্রাধিকার। কীসের ঋণ? বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই তিনি বলেন, '২০০৯ থেকে বিজেপিকে পাহাড় সহ গোটা উত্তরবঙ্গ জায়গা দিয়েছে। এবার উন্নয়নের মাধ্যমে সেই ঋণ শোধ করব।' পরে বিজেপি অফিসে শুভেন্দুর বক্তব্য ছিল, 'উত্তরবঙ্গ হল বিজেপির ভদ্রাসন।' কিন্তু দিনের শেষে কতটা ঋণ শোধ হল- সে প্রশ্ন থেকেই গেল।

উত্তরকন্যার বৈঠকে তিনি অবশ্য জানান, উত্তরবঙ্গের কলকাতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দিন শেষ। এখন থেকে সরকারের সব দপ্তর সচল থাকবে উত্তরকন্যায়। অফিসাররা নিয়মিত এই দপ্তরে বসবেন। তার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মাসে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভা, সরকার উত্তরবঙ্গের কাছে পৌঁছে যাবে।' বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি শিলিগুড়ি শহরের মাল্লাগুড়িতে বিজেপির জেলা অফিসেও বলেন, 'কথা দিচ্ছি প্রত্যেক মাসে আসব। সরকারি কাজ, উন্নয়নের পাশাপাশি এবং সংগঠনের জন্য আমার ট্যুরে কয়েক ঘণ্টা থাকবে।'

জুলাই মাসে তিনি আবার ২-৩ দিনের জন্য উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন বলে জানিয়েছেন। তার আগে দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রস্তাব লিখে রাখতে বলেছেন। সেসব সরাসরি তাঁকে কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিকদের জানাতে বলেছেন। উত্তরকন্যার বৈঠকে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার বিধায়করা ছিলেন। ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, উত্তরবঙ্গের এডিজি কালিয়াপ্পান জয়রামন প্রমুখ।

বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু, তিন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়ালি যোগ দেন অন্য দুই মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও অশোক কীর্তনিয়া। পাঁচ জেলার প্রশাসনের কর্তারা তো ছিলেনই। সিন্ডিকেটরাজ বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে সক্রিয় হতে বলেন। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার ফাইল খোলার কথাও বলেন।

বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী দাবি করেন, তিনবিঘা আন্দোলনে তিন শহিদের পরিবার থেকে একজন করে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাপির কথায়, 'উত্তরবঙ্গের মানুষকে যোগ্য সম্মান দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

তথ্য সহায়তা : খোকন সাহা

খেতাবি ম্যাচে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে নামার আগে হালকা মেজাজে ইউসেফ এজেজ্জারিরা। ছবি : ডি মণ্ডল

বহুদিনের ক্ষোভ-দুঃখের অবসানের মাঝে শুধু ইন্টার কাশী

আর্সেনালই আজ প্রেরণা ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মে : দক্ষিণ কলকাতার এক পাড়া কি রাতদুপুরে কেঁপে উঠবে শব্দব্রহ্মে?

কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন সন্তোষপুরে একেবারে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির মধ্যে তৈরি। ফলে ওখানে ম্যাচ মানেই এক বাড়তি ঝঞ্ঝাট। আর সেটা দুই পক্ষেরই। একদিকে যেমন এখানকার বাসিন্দারা বিরক্ত হন তেমনি আবার সমর্থক থেকে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি, সকলেরই বেশ খানিকটা হয়রানি হয় গাড়িঘোড়ার সমস্যা থেকে নানাবিধ। কিন্তু বৃহস্পতিবার দিনটা একেবারে অন্যরকম হতে চলেছে বলাই বাহুল্য। এই একটা ম্যাচের জন্য কতকালের অপেক্ষা! কত মান-অভিমান, কষ্টের দিন পেরিয়ে শেষপর্যন্ত স্বপ্নপূরণের এই মায়াবী রাতে লাল-হলুদ সমর্থকরা নিশ্চিতভাবেই কোনওরকম বাধাবিপত্তি, সমস্যা নিয়ে মাথা আর ঘামাবেন না। হয়তো বা কে বলতে পারে, আশপাশে বাড়ি থেকে লোকজনও চলে আসতে পারেন তাঁদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসতে। এমনিতেই সন্তোষপুরের ওই অঞ্চলটা 'বাঙাল' এলাকা বলে পরিচিত। ফলে খেলা দেখতে না এলেও রাতদুপুরে যে তাঁরা চলে আসবেন না, এমন কোনও কথা নেই। এমনিতেই কিশোর ভারতীতে ম্যাচ হলে আশপাশের সুউচ্চ বাড়ির ছাদগুলো ভরে যায় দর্শকে। বৃহস্পতিবারের রাতে নাকি ওসব জায়গাতেও টিকিট কেটে ঢুকতে হতে পারে বলে বাজারে খবর।

এর পিছনে একটা কারণও আছে। এমনিতেই কিশোর ভারতীতে দর্শক ধরে ১২ হাজার। টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছে মাত্র ১০ হাজার। যা ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবের চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য অত্যন্ত কম। তাই একথা বলাই যায় যে যত লোক মাঠে এসে খেলা দেখবেন, তার দ্বিগুণ কী তিনগুণ মানুষ তারপরের আনন্দযজ্ঞে শামিল হবেন। ট্রফি ম্যাচের পরই দিয়ে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। অর্থাৎ কলকাতার দুই ক্লাবের কোনও একটা চ্যাম্পিয়ন হলে ট্রফি ম্যাচের পরই দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ট্রফি রাখা হবে সায়েন্স সিটির ধারের একটি হোটেলে। যে মাঠে পাঠাতে হবে সেখানে ম্যাচের পর পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি তা না হয়, মুম্বই সিটি এফসি, পাঞ্জাব এফসি কী জামশেদপুর এফসি-র মধ্যে কোনও দল চ্যাম্পিয়ন হয় তাহলে তা দেওয়া হবে আরও দিন দুয়েক পরে। তবে ওসব নিয়ে ভাবার কোনও কারণ দেখছেন না লাল-হলুদের কোচ-ফুটবলার থেকে সাধারণ সমর্থক কেউই। ২২ বছর পর সুদূর ইংল্যান্ডে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্সেনাল। আশ্চর্য সমাপতন! ঠিক ২২ বছর পর কলকাতায়ও চ্যাম্পিয়নশিপের দোরগোড়ায় যারা তাদেরও রং লালই। সঙ্গে রয়েছে হলুদের ছোঁয়া। হয়তো আর্সেনালের খেতাবই আত্মবিশ্বাসটা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল দলটার। কোচ অস্কার ব্রুজোঁর প্রতিটি কথা শুনলেই মনে হবে, ট্রফি হাতে নেওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তিনি জানিয়েই দিলেন, 'দল এতদিন ধরে যে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। ফুটবলাররা যে কঠোর পরিশ্রম করেছে তা শুধু এই একটা মুহূর্তের জন্য। প্রচুর পরিকল্পনা আছে। অনেক সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়া আছে। ওই মুহূর্তটা উপভোগ করা আছে। তবে আপাতত নিজেদের পারফরমেন্সের দিকেই তাকিয়ে আছি।'

ঠিক, এটাই হয়তো ভাবছেন ক্লাবকর্তা থেকে সাধারণ সমর্থক সকলেই। কারণ তাঁরা ঘরপোড়া গরু। এই ২২ বছরে বহু বহুবার ট্রফি ছোঁয়ার দূরত্বে এসেও তা ছোঁয়া হয়নি। শেষমুহূর্তে তীরে এসে তরী ডুবেছে। তাই বৃহস্পতিবার রাতে সাড়ে ন'টার পরই হয়তো তাঁরা নিজেদের একবার চিমটি কেটে দেখবেন ওঁরা। ২২ বছর আগে যখন সুভাষ ভৌমিকের কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়, এই জেন জেড-এর বেশিরভাগটাই তখন জন্মায়নি। আর যারা জন্মেছে তারাও বোঝেনি চ্যাম্পিয়নশিপ কী। তাই বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনেক ক্লেদ ও অপমানের জবাব হয়ে মাঠে ফুল হয়ে ফুটতে পারেন ইউসেফ এজেজ্জারি, মিগুয়েল ফিগুয়েরারা। আর সবকিছুর মাঝে মাত্র একটাই ছোট্ট প্রাচীর। তার নাম ইন্টার কাশী।

আইএসএলে আজ

ইন্টার কাশী বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি

স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

অঙ্ক মাথায় রাখছে বাগান

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মে : চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্ক মাথায় রেখেই বৃহস্পতিবার স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে আইএসএলে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। পরিস্থিতির নিরিখে খেতাব জয়ের দৌড়ে নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক জায়গায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। তবে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে লাল-হলুদ পয়েন্ট খোয়ালেই ছবিটা ১৮০ ডিগ্রি উলটে যাবে। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যবধানে ম্যাচ জিতলেই টানা তৃতীয়বারের জন্য আইএসএলের শিরোপা ঘরে তুলবে সবুজ-মেরুন শিবির। এর বাইরে আরও একটা অঙ্কে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল ইন্টার কাশীকে যত গোলের ব্যবধানে হারাবে, দিল্লির বিরুদ্ধে তার চেয়ে ছয় গোলের বেশি ব্যবধানে জিততে হবে সবুজ-মেরুনকে। অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল যদি ১-০ গোলে জেতে সেক্ষেত্রে ৭-০ ব্যবধানে জিতলে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে মোহনবাগান।

এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও প্রত্যয়ী বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। দিল্লি ম্যাচের আগে তিনি বলেছেন, 'আমি ইতিবাচক থাকতেই পছন্দ করি। এখনও বিশ্বাস করি যে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারি। পরিস্থিতি কঠিন হলেও সেই সুযোগ আছে। আমাদের প্রত্যেককে এই বিশ্বাসটা রেখে শেষপর্যন্ত লড়তে হবে।' অঙ্কের হিসেবও মাথায় রাখছেন সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ হেডস্যর। লোবেরা বলেছেন, 'আমাদের ১০০ শতাংশ উজাড় করে দিতে হবে। প্রথম লক্ষ্য অবশ্যই ম্যাচটা জেতা। সঙ্গে গোলপার্থক্যের বিষয়টাও আমাদের মাথায় আছে। জানি সেটা সহজ নয়, তবে অসম্ভবও নয়।'

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে লোবেরার চিন্তা বাড়িয়েছে দুই ফুটবলারের চোট সমস্যা। দিল্লির বিরুদ্ধে আপুইয়ার খেলার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। জেসন কামিন্সও এখনও একশো শতাংশ ফিট নন। তবে অজি স্ট্রাইকারকে যে কোনও মূল্যে মাঠে নামাতে চাইছে সবুজ-মেরুন থিংকট্যাঙ্ক। বৃহস্পতিবার ম্যাচে তিন ডিফেন্ডারে দল সাজাতে পারেন লোবেরা। কার্ড সমস্যায় পাওয়া যাবে না আলবার্তো রডরিগেজকে। সেক্ষেত্রে রক্ষণে একমাত্র বিদেশি হবেন টম অ্যালড্রেড। প্রতিপক্ষ রক্ষণে চাপ তৈরি করে গোল তুলে নিতে আক্রমণভাগে একইসঙ্গে তিন বিদেশিকে রেখে শুরু করাতে পারেন লোবেরা।

দিমি বিদায়ের সুর মোহনবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : সবুজ-মেরুন সমর্থকরা তাঁকে ভালোবাসেন, আবার সমালোচনাও করেন। কিন্তু তাঁর অবদান অস্বীকার করতে পারেন কি!

বুধবার বিকেল, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে মরশুমের শেষ অনুশীলন সেরে ফেলল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। দিমিত্রিস পেত্রাতোসের দুই চোখজুড়ে তখন শুধুই আবেগ। অনুরাগীদের আবদার ফেরাতে পারলেন না। নিজের জার্সি ছুড়ে দিলেন উপহারস্বরূপ। সবুজ-মেরুন জনতার প্রিয় 'দিমি গড' যখন মাঠ ছাড়লেন তখন বহু সমর্থকের চোখে জল। শেষবারের জন্য ভগবানকে ছুঁয়ে দেখার আকুতি ভক্তদের। কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী এড়িয়ে বেশ কয়েকজন অনুরাগী দিমির পা ছুঁয়ে প্রণামও করলেন। শেষবেলায় ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন প্রিয় নায়ককে। হয়তো এভাবে শেষবার।

এবার আইএসএলে সবুজ-মেরুনের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে বৃহস্পতিবার রাতেই। সেইসঙ্গে আরও একটা অধ্যায় শেষ হবে মোহনবাগানে। সবুজ-মেরুনে পেত্রাতোসের ভবিষ্যৎ দেওয়াল লিখনটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে তাঁর একটা পোস্ট সেই জল্পনা আরও কয়েকগুন বাড়িয়ে দেয়। বাগান জার্সিতে এটাই কি শেষ ম্যাচ? অস্বীকার করলেন না দিমি। শুধু বললেন, 'আর একটা ম্যাচ, সবটুকু উজাড় করে দিতে চাই। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই শুধু।' তাঁর এই বার্তায় বোধহয় বিদায়ের সুরটা আরও জোরালো হল। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে বসে দিমি মুখে যা বললেন তারচেয়ে অনেক বেশি কথা বলল তাঁর চোখ দুটি।

হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো থেকে ওডাফা ওকেলি হয়ে সনি নর্ডি। তারপর গত কয়েক বছরে সবুজ-মেরুন জনতার চোখে একইরকম ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠেছেন পেত্রাতোসও। তবে গত মরশুম থেকেই দিমির পারফরমেন্সের গ্রাফ নিম্নমুখী। এবার আইএসএলে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। মরশুম শেষে মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁর চুক্তিও শেষ হচ্ছে। দিমির বয়সের কথা মাথায় রেখে তাঁরসঙ্গে চুক্তি নবীকরণের পরিকল্পনাও নেই ম্যানেজমেন্টের। সেই সব ভাবনা দূরে রেখে শেষ ম্যাচে লড়তে তৈরি পেত্রাতোস। বলছিলেন, 'আমরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। কী করতে হবে সবাই জানি।' বিদায়বেলায় সমর্থকদেরও গ্যালারি ভরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালেন দিমি।

স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পেত্রাতোস, কামিন্সরা। ছবি : ডি মণ্ডল

> **প্রথম লক্ষ্য অবশ্যই ম্যাচটা জেতা। সঙ্গে গোলপার্থক্যের বিষয়টাও আমাদের মাথায় আছে। জানি সেটা সহজ নয়, তবে অসম্ভবও নয়।**
>
> **-সের্জিও লোবেরা**

খেতাবি ম্যাচের আগে সতর্ক লাল-হলুদ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২০ মে : ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল।

প্রয়াত সুভাষ ভৌমিকের হাত ধরে শেষ বার ভারতসেরার তকমা পেয়েছিল লাল-হলুদ। তারপর দীর্ঘ দুই দশকের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার কি সেই খরা কাটবে? ইস্টবেঙ্গল জনতা কিন্তু ভারতসেরার স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে।

খেতাব থেকে একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে ফুরফুরে মেজাজে লাল-হলুদ শিবির। খেলোয়াড়দের যতটা সম্ভব শান্ত রাখতে চাইছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। চলতি মরশুমে তিনটি প্রতিযোগিতার দুইটিতে ফাইনালে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু দুইবারই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাদের। তাই 'পচা শামুকে পা না কাটে' তা নিয়ে বেশ সতর্ক ইস্টবেঙ্গল কোচ। খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা, 'যতটা সম্ভব আবেগ নিয়ন্ত্রণ করো। মাঠে নিজেদের সেরাটা দাও।'

শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী। আইএসএলের নবাগত দলটির থেকে ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে লাল-হলুদ। কিন্তু এর আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে ইন্টার কাশী। তাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও সাবধানী অস্কার। ইস্টবেঙ্গল কোচের কথায়, 'ইন্টার কাশী সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে খেলবে। যেমনটা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছিল। খুব কঠিন ম্যাচ। আমাদের সবটা উজার করে দিতে হবে।'

ফুটবলারদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার বার্তা অস্কারের

অনুশীলনে ফুটবলারদের নির্দেশ দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

অনুশীলনে বেশ চাপমুক্ত দেখাল ইস্টবেঙ্গলকে। ফুটবলাররা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশায় মেতে উঠলেন। আবার ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় দেখা গেল বেশ সিরিয়াস। এই ম্যাচে দলে খুব বেশি পরিবর্তন করছেন না অস্কার। গোলে প্রভসুখান সিং গিল। চার ডিফেন্ডারে মহম্মদ রাকিপ, কেভিন সিবিল্লে, আনোয়ার আলি ও জয় গুপ্তা শুরু করতে পারেন। মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদের সঙ্গী হতে চলেছেন জিকসন সিং। প্লে মেকারের ভূমিকায় ব্রাজিলিয়ান তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরো। উইংয়ে পিভি বিষ্ণু নিশ্চিত। আরেকটা উইংয়ে বিপিন সিং নাকি জেরি, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আপফ্রন্টে অ্যান্টন সোজবার্গের পরিবর্তে ইউসেফ এজেজ্জারি। উলটোদিকে ইন্টার কাশী কোচ অভিজিৎ মণ্ডলের পরিষ্কার কথা, 'আমাদের হারানোর কিছু নেই। কিন্তু এই ম্যাচে ছেলেদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে।'

আপাতত বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মশাল জ্বলার অপেক্ষায় লাল-হলুদ জনতা।

বহিষ্কৃত সাদাম্পটন

লন্ডন, ২০ মে : গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে চ্যাম্পিয়নশিপ প্লে-অফ ফাইনাল থেকে বহিষ্কৃত হল সাদাম্পটন। ২০২৫-'২৬ মরশুমে একাধিক প্রতিপক্ষ দলের অনুশীলনে চর লাগানোর অভিযোগে ইংল্যান্ডের ফুটবল সংস্থার তাদের এই কড়া শাস্তি দিয়েছে। আগামী মরশুমে তাদের আরও চার পয়েন্ট কেটে নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। সাদাম্পটনের জায়গায় প্লে-অফ সেমিফাইনালে তাদের কাছে হারা মিডলসবোরোকে ফাইনালে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ওঠার লড়াইয়ে তারা হাল সিটির মুখোমুখি হবে। সাদাম্পটন অবশ্য এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেছে।

উইম্বলডনে নেই আলকারাজ

লন্ডন, ২০ মে : কবজির চোটে আসন্ন উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন দুইবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে তিনি এই খবর জানিয়েছেন। গত বছর ইতালির জানিক সিনারের কাছে ফাইনালে হারলেও, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে নোভাক জকোভিচকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিলেন আলকারাজ। গত মাসে বার্সেলোনা ওপেন চলাকালীন চোট পাওয়ায় ফরাসি ওপেন থেকেও ছিটকে গিয়েছিলেন এই স্প্যানিশ সেনসেশন। পরপর দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম মিস করার ফলে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষবাছাই সিনারের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বেন আলকারাজ।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব নিশ্চিত হতেই উল্লাস আর্সেনালের ফুটবলারদের।

২২ বছর পর ইপিএল চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল

লন্ডন, ২০ মে : এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ১-১ গোলে ড্রয়ের ফলে ২২ বছর পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেল আর্সেনাল। মঙ্গলবার রাতে বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে সিটি জিতলে খেতাবি লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত গড়াত। কিন্তু ৩৯ মিনিটে এলি জুনিয়ার ক্রুপির গোলে পিছিয়ে পড়া সিটি অতিরিক্ত সময়ে আর্লিং ব্রাউট হ্যালান্ডের গোলে কোনওক্রমে ম্যাচ ড্র করে।

আমরা ইতিহাস গড়েছি : আর্তেতা

এই ড্রয়ের ফলে লিগের শেষ ম্যাচের আগেই খেতাব নিশ্চিত হয়ে যায় মিকেল আর্তেতার আর্সেনালের। এমিরেটস স্টেডিয়ামের বাইরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন গানার্স সমর্থকরা। ২০০৩-'০৪ মরশুমে আর্সেন ওয়েঙ্গারের 'ইনভিন্সিবলস'-দের পর এই প্রথমবার লিগ জিতল তারা। এটি আর্সেনালের ১৪তম লিগ শিরোপা। ৩০ মে প্যারিস সাঁ জাঁর-র বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালেও নামবে তারা।

অন্যদিকে, এই মরশুমের পর পেপ গুয়ার্দিওলা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছাড়তে পারেন বলে জল্পনা তুঙ্গে। তাঁর অধীনে গত দশ বছরে ২০টি ট্রফি জিতেছে সিটি। তবে আপাতত তাঁর ফোকাস মরশুমের শেষ ম্যাচের দিকে।

খেতাব নিশ্চিত হওয়ার পর আর্তেতা বলেছেন, 'আমরা সবাই মিলে আবার ইতিহাস গড়েছি। আমি দলের প্রত্যেকের জন্য খুশি, গর্বিত। চলো, এই মুহূর্তকে উপভোগ করা যাক।' প্রাক্তন সহকারী আর্তেতা অভিনন্দন জানিয়ে ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আর্সেনাল, আর্তেতা, ওদের দলের প্রতিটি ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফকে অভিনন্দন। যোগ্য হিসেবেই আর্সেনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।'

অন্যদিকে, চলতি মরশুমের পর গুয়ার্দিওলা ম্যান সিটি ছাড়া নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এই প্রসঙ্গে পেপ বলেছেন, 'আমি প্রথমে ক্লাবের চেয়ারম্যান খালদুন আল মুবারকের সঙ্গে কথা বলব। তারপর সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব।'

মায়ের জন্যই 'এ' সেলিব্রেশন বৈভবের

তোমার সঙ্গে ছবি তুলতে পারি? প্রশ্ন ল্যাঙ্গারের

জয়পুর, ২০ মে : 'বুকের মাঝে আগুন আমার, ফাগুন বারোমাসি, চমকে দিয়ে রেকর্ড গড়েন বৈভব সূর্যবংশী।'

ব্যাট হাতে মাঠে নামলেই তিনি নতুন নজির গড়ছেন। পরিসংখ্যানবিদদের ব্যস্ত রাখছেন। মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ৩৮ বলে ৯৩ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে কনিষ্ঠতম হিসেবে এক আইপিএলে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকেছেন বৈভব। সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসের প্লে-অফে ওঠার স্বপ্ন রঙিন করেছেন তিনি। অর্ধশতরানের পর এতদিন বৈভব মাঠের দর্শকদের স্যালুট জানাতেন। কিন্তু গতকাল ২৩ বলে ৫০-এ পৌঁছে আঙুলের সাহায্যে ইংরেজি 'এ' অক্ষরটি দেখিয়ে সেলিব্রেশন করেন বৈভব। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এহেন সেলিব্রেশন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এবারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ৫৩টি ছক্কা মারা বৈভব নিজের নয়া সেলিব্রেশন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমার মায়ের নামের প্রথম অক্ষর 'এ'। তাই এই সেলিব্রেশন মায়ের জন্য।' এবারের আইপিএল বৈভবে মাতোয়ারা হলেও বাইরের আওয়াজে কান দেওয়ার পক্ষপাতী নন ১৫ বছরের বিস্ময় বালক। বৈভব বলেছেন, 'আমি খবরের কাগজ পড়ি না। তাই আমাকে নিয়ে কী উন্মাদনা চলছে, তা জানি না। শুধু জানি, আমার কেরিয়ার সবে শুরু হয়েছে। যদি কেরিয়ার লম্বা হয়, দীর্ঘদিন খেলতে পারি তাহলে লোকে অনেক কিছুই বলবে। সেসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।'

মঙ্গলবার প্রথম ১২ বলে মাত্র ১১ রান করেছিলেন বৈভব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'লখনউয়ের ব্যাটিংয়ের সময় পিচ দেখে ভালো লেগেছিল। লক্ষ্য ছিল, প্রথম থেকেই অহেতুক আগ্রাসী না হওয়া। সময় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করতে চেয়েছিলাম। আমি জানি, দুই-তিনটি বাউন্ডারি যেকোনও সময় মারতে পারব। তাই সময় নিয়ে খেলতে চেয়েছিলাম।'

বৈভবের পরিণত মানসিকতার প্রশংসা করেছেন রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগও। তিনি বলেছেন, 'শুরুতে ও রান পাচ্ছিল না (১০ বলে ৫ রান)। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে উলটোপালটা শট খেলেনি। সময় নিয়ে সেট হয়ে তারপর আক্রমণ করেছে, যা অনেক সিনিয়ার ব্যাটারও করতে পারে না। শেষ ২৮ বলে ৮৮ রান করে বৈভব ম্যাচটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওর এই পরিণত বোধটাই ওকে বাকিদের থেকে আলাদা করে।'

বৈভবের তাণ্ডবে হেরে গেলেও ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন পোস্টারবয়ে মজেছেন লখনউ কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। ম্যাচ শেষে বৈভবকে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার সঙ্গে একটা ছবি তুলতে পারি?' পরে প্রাক্তন অজি তারকা ল্যাঙ্গার বলেছেন, 'আমার ৩৫ বছরের ক্রিকেট জীবনে এমন প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুব কমই দেখেছি। ও যেভাবে মিচেল স্টার্ক, আনরিচ নর্তজের মতো বিশ্বমানের বোলারদের অনায়াসে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাচ্ছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বোলারদের মুখের হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় তারা কতটা অসহায়।'

বৈভব ভবিষ্যতে বাউন্সার বা টেকনিকাল বোলারদের বিরুদ্ধে কতটা সফল হবেন তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। এই প্রসঙ্গে ল্যাঙ্গার বলেছেন, 'স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের ক্ষেত্রেও এমন কথা বলা হত, কিন্তু তিনি সব পরিস্থিতির সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছিলেন। বৈভবও ঠিক সেভাবেই নিজেকে প্রমাণ করবে। ওর মতো তরুণের এমন ব্যাটিং বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য এক সতর্কবার্তা।'

২০১২ সালের আইপিএলে ৫৯টি ছক্কা মেরেছিলেন 'ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইল। 'বস বেবি' বৈভব সেই রেকর্ড থেকে খুব একটা দূরে নেই। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠানের মতে, ১৫-এর বৈভব এখনই গেইলের মতো বোলারদের মনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছেন। পাঠান বলেছেন, 'গেইলের সর্বাধিক ছয় মারার রেকর্ড ভাঙার দিকে বৈভব এগোচ্ছে। আমরা গেইলকে বোলিং করতে ভয় পেতাম। এখন বৈভব একই ভয় বোলারদের মধ্যে তৈরি করেছে। গেইলের রেকর্ডও আর সুরক্ষিত নয়।'

জয়ের নায়ক বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে ড্রেসিংরুমে যশস্বী জয়সওয়াল ও ধ্রুব জুরেল।

শুধু ক্রিকেট নিয়েই কথা বলুন : রিয়ান

জয়পুর, ২০ মে : আইপিএলে ব্যক্তিগত আক্রমণ নিয়ে এবার ধারাভাষ্যকার এবং বিশেষজ্ঞদের একহাত নিলেন রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটার রিয়ান পরাগ। মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারানোর পর তিনি অনুরোধ করেন, খেলোয়াড়দের সম্মান দিয়ে যেন শুধুমাত্র ক্রিকেট নিয়েই আলোচনা করা হয়।

সম্প্রতি ড্রেসিংরুমে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট টানা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন পরাগ। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'মাঠের বাইরের অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদেরও ভুল হতে পারে। দল কম রানে আউট হলে অনেকেই বলেন আমাদের মানসিকতা ঠিক নেই। কিন্তু এর পেছনে কতটা প্রস্তুতি থাকে, সেটা কেউ দেখে না।'

আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় 'এ' দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া রিয়ান ধারাভাষ্যকারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনাদের কথা বহু মানুষ শোনেন, তাই শুধুমাত্র ক্রিকেটকে ভালোবেসে খেলা নিয়েই কথা বলুন।' তিনি এটাও স্পষ্ট করে দেন যে, 'কিবোর্ড ওয়ারিয়র'-দের কথায় তাঁর খেলায় বা মানসিকতায় কোনও প্রভাব পড়ে না।

মুম্বইকে হারিয়ে ভেসে রইল নাইট রাইডার্স

৩৩ বলে ৪৫ রানের ইনিংসে কেকেআরকে ভরসা জোগালেন মণীশ পান্ডে। বুধবার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৪৭/৮
কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৪৮/৬
(১৮.৫ ওভারে)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ মে : ভেসে রইল প্লে-অফের স্বপ্ন।

বৃষ্টি ভেজা ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-গাঁট পেরিয়ে রবিবার লক্ষ্যপূরণের প্রতীক্ষা। ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে জয় মানে অসম্ভবকে সম্ভব করার হাতছানি। বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বৈরথ শেষে যে আশাটুকু নিয়ে ফিরল বাজিগরের দল। বাড়ি ফিরলেন ইডেন ফেরত সমর্থকরাও।

দলকে উজ্জীবিত করতে গতকাল শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন শাহরুখ খান। চাপ সরিয়ে সহজাত ক্রিকেট তুলে ধরার কথা বলেছিলেন। গত ছয়ে পাঁচ ম্যাচে জিতে প্রত্যাবর্তন করা তাঁর নাইট বাহিনী এদিন পিছনে ফিরে তাকাতে রাজি ছিল না। মাঝে ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি ব্রেকটুকু সরিয়ে রাখলে আগাগোড়া 'করব লড়ব জিতব রে'-র আস্ফালন।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলাররাই মূলত জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন মুম্বইকে ১৪৭/৮ রানে বেঁধে রেখে। শুরুটা ক্যামেরন গ্রিনের (২৩/২)। তাল ঠুকলেন নবাগত সৌরভ দুবেও (৩৪/২)। দুজনের পেস-সুইংয়ে পাওয়ার প্লে-তে ৪৬/৪ হার্দিক ব্রিগেড। এখান থেকে নীতা আম্বানির দলকে আর ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেননি সুনীল নারায়ণ (১৩/১), কার্তিক ত্যাগীরা (৩৭/২)।

টার্গেট ১৪৮। সহজ লক্ষ্যে শুরুটা যদিও আতঙ্ক ছড়িয়ে। দীপক চাহারের প্রথম ওভারেই আউট ফিন অ্যালেন (৮)। প্রথম স্পেলে উইকেট না পেলে জসপ্রীত বুমরাহকে খেলতে হিমসিম খেল টপ অর্ডার। যার ফায়দা তুললেন করবিন বশ। অভিষেক নায়ারদের রক্তচাপ বাড়িয়ে ফেরান আজিঙ্কা রাহানে (২১) ও গ্রিনকে (৪)। তার ওপর ক্যাচ ধরতে গিয়ে বরুণের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে মাঠ ছাড়েন অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। বদলে 'কনকাশন সাব'তেজস্বী দাহিয়া।

৫৪/৩ থেকে চতুর্থ উইকেটে মণীশ পান্ডে (৪৫), রোভমান পাওয়েলের (৪০) ৬৪ রানের যুগলবন্দিতে আশঙ্কার মেঘ কেটে যায়। জাগিয়ে দেয় চুপ করে যাওয়া ইডেন-গ্যালারিকে। তবে যখন মনে হচ্ছিল একপেশে জয়ে ২ পয়েন্টের সঙ্গে রানরেট ঠিক করে নেবে কেকেআর, তখনই নতুন টুইস্ট। মণীশকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন বুমরাহ। পরের ওভারে পাওয়েলকে ফেরান মহম্মদ আল্লাহ গজনফার। দুরন্ত ক্যাচে কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন বশ। ১১৮/৩ থেকে ১২৪/৫। এখান থেকে অবশ্য অঘটন ঘটেনি। বাকি কাজটুকু সারতে ভুলচুক করেননি রিঙ্কু (অপরাজিত ৯), তেজস্বীরা (১১)।

এর আগে ম্যাচের শুরুটা হয় বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে। বিকেলেই হালকা বৃষ্টি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইনিংসের মাঝে একেবারে ঝমঝমিয়ে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা। তবে কোনও কিছুই নাইটদের জয়ে কাঁটা হয়নি। টসে জিতে রাহানে বলে দেন, দুটো ম্যাচ জেতা ছাড়া কিছু ভাবছেন না। আপাতত চোখ মুম্বই-বধে। লক্ষ্যপূরণে তৃতীয় ওভারে গ্রিনের জোড়া ধাক্কা। বিপজ্জনক রায়ান রিকেলটন (৬), নমন ধীরকে (০) ফিরিয়ে রিংটোন সেট করে দেন।

গ্রিন-নারায়ণ স্পর্শে ইডেন দখল

১ ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে হুংকার ক্যামেরন গ্রিনের।

চতুর্থ ওভারে মুম্বই শিবিরে বড় ধাক্কা। আউট রোহিত শর্মা (১৫)। বাঁহাতি পেসার সৌরভকে জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে রোহিত শোয়ের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পয়মন্ত ইডেনে সৌরভের জবাবে সেই সম্ভাবনা চুপসে যায়। হতাশা নিয়ে ডাগআউটের পথে হিটম্যান। নাইট শিবিরের উল্লাসের মধ্যে গ্যালারিতেও 'রোহিত শো' মিসের আক্ষেপ। অনেকটা দৌড়ে মিড উইকেটে তিন ফিল্ডারের মাঝে দারুণ ক্যাচ নেন গ্রিন। মুম্বই ২৩/৩। পারদ চড়িয়ে আউট সূর্যকুমার যাদবও (১৫)। সৌরভের আগের বলেই ছক্কা হাঁকান। ফের অফ স্টাম্পের বাইরের বল অনসাইডে ঘোরাতে গিয়ে বল উইকেটে টেনে আনেন। অন্যসময় হলে এই শটটাই হয়তো গ্যালারিতে পৌঁছে যেত। কিন্তু '৩৬০ ডিগ্রি'-র মিদাস টাচ বেশ কিছুদিন ধরেই হারিয়ে বসেছেন স্কাই। প্রশ্ন মেঘের আড়াল থেকে কবে ঝলমলে সূর্যকে দেখা যাবে?

গ্রিন-সৌরভের যে দাপটে সাময়িক ব্রেক বরুণদেবের। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টিতে ট্রেলার। আটটা নাগাদ একেবারে ঝমঝমিয়ে প্রত্যাবর্তন। মুম্বই তখন ৮ ওভারে ৫৭/৪ স্কোরে ধুঁকছে। বৃষ্টির পর রাশ আরও শক্ত করে নিতে নারায়ণরা। মাঝে রঘুবংশীর ভুলে (নিজের বলে মিডঅনে ক্যাচ নিয়ে ফেলেছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। কিন্তু সেই ক্যাচ নিতে রঘুবংশীর অযথা দৌড়, ধাক্কায় হাত থেকে তা পড়ে যায়) জীবন পাওয়া তিলক ভার্মা ২০-তেই আটকে যান। হার্দিক পান্ডিয়ার (২৬) ছটফটানি থামে নারায়ণের রহস্য স্পিনে। ১৬.৩ ওভারে একশোয় পা রাখা মুম্বইকে শেষপর্যন্ত ১৪৭/৮-এ পৌঁছে দেয় বশের ক্যামিও ইনিংস। শুরুতে কয়েকটা উইকেট পড়লেও যে হার্ডল টপকে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকা।

প্লে-অফের আগে আরসিবি-তে ফিরছেন সল্ট

হকি খেলোয়াড়রা বেশি ফিট : বিরাট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এক অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলির সঙ্গে করমর্দন পিভি সিন্ধুর। বেঙ্গালুরুতে।

নয়াদিল্লি, ২০ মে : বয়স বেড়েছে। কিন্তু ফিটনেসে এতটুকু ধার কমেনি। বরং তাঁর ফিটনেস উঠতি ক্রিকেটারদের কাছে চর্চার বিষয়। ভারতীয় ক্রিকেটে ফিটনেসের মুখ বিরাট কোহলি।

ফিটনেস নিয়ে কোনওদিনই আপস করেননি ভারতের রানমেশিন। কিন্তু সেই বিরাটের গলায় শোনা গেল অন্য সুর। ফিটনেসের দিক থেকে ক্রিকেটারদের থেকে হকি খেলোয়াড়দের এগিয়ে রাখলেন তিনি। বিরাটের কথায়, 'অন্য খেলার তুলনায় আমাদের দেশে ক্রিকেটকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সত্যি বলতে হকি খেলোয়াড়দের ফিটনেসের ১৫ শতাংশও আমরা অর্জন করিনি। ওরা আমাদের ট্রেনিং সেশন দেখলে হাসাহাসি করবে। হকি খেলায় অনেক বেশি ফিটনেস লাগে।'

> অন্য খেলার তুলনায় আমাদের দেশে ক্রিকেটকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সত্যি বলতে হকি খেলোয়াড়দের ফিটনেসের ১৫ শতাংশও আমরা অর্জন করিনি।
>
> -বিরাট কোহলি

বিরাটের মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যে ভাইরাল। বিরাটের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং বলেছেন, 'একটা অনুষ্ঠানে বিরাটের সঙ্গে ফিটনেস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তখন ও আমাদের ফিটনেস ট্রেনিং সম্পর্কে জেনে অবাক হয়েছিল। বিরাটের মতো একজন ক্রীড়াবিদের মন্তব্যে আমাদের হকি মহলের জন্য বড় স্বীকৃতি।'

এদিকে, আইপিএল প্লে-অফের আগে স্বস্তিতে বিরাটের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। চোট সারিয়ে চলতি সপ্তাহে মাঠে ফিরতে চলেছেন ওপেনার ফিল সল্ট।

ইডেনের পিচে ক্যারিবিয়ান ছোঁয়া পেলেন রোভমান

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ মে : রিঙ্কু সিংয়ের শট বাউন্ডারি লাইন পার করার সঙ্গেই স্বস্তি ফিরল কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ স্বপ্ন বেঁচে রইল।

যদিও রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে স্বস্তি ফিরলেও তা কতটা বজায় থাকবে, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। স্বস্তি অবশ্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরেও নেই। বরং এবারের আইপিএলের শুরু থেকে মুম্বই শিবিরে নানা বিতর্ক। রাতের ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের বিরুদ্ধে হার্দিক পান্ডিয়ার দল এমন কিছু ক্যাচ ফেলল, যা দেখার পর সরাসরি বলাই যেতে পারে মুম্বই শিবিরের অন্দরে বড় রকমের অশান্তি রয়েছে। কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর রাতের ইডেনে মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক সেকথা ক্যাচ মিসকেই

ক্যাচ মিসকে দুষছেন হার্দিক

কাঠগড়ায় তুলেছেন। বলেছেন, 'কেউ ইচ্ছা করে ক্যাচ হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু তারপরও ম্যাচে এমন ঘটনা ঘটে। অনেকগুলি ক্যাচ ফেলেছি আমরা। সেগুলি ধরতে পারলে ম্যাচের ফল ভিন্ন হতেও পারত।'

ইডেনের পিচে ক্যারিবিয়ান ছোঁয়া। বল থমকে এসেছে। কখনও আবার নীচু হয়েছে। সঙ্গে স্পিনাররা টার্নও পেয়েছেন। এমন পিচে দলের জয়ে অবদান রাখার পর কেকেআরের ক্যারিবিয়ান তারকা রোভমান পাওয়েল বলেছেন, 'পিচটা অনেকটা ক্যারিবিয়ান উইকেটের মতো। এমন পিচে কীভাবে ব্যাট করতে হয়, জানতাম। সেটাই চেষ্টা করেছি।' ইডেনের পিচ নিয়ে ম্যাচ হারের পরও কোনও অভিযোগ নেই মুম্বই অধিনায়ক হার্দিকের। তাঁর কথায়, 'প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই আইপিএলে ব্যাটারদের দাপট দেখা যাচ্ছিল। আজ বোলাররা দাপট দেখাল। এমন পিচ নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই।'

দর্শক কমার জল্পনা ওড়ালেন অরুণ

মুম্বই, ২০ মে : ২০২৭ সালের পর আইপিএলের জন্য আইসিসি-র কাছে আরও বড় উইন্ডো পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী লিগ চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল। বর্তমানে আইপিএলে ৭৪টি ম্যাচ খেলা হয়, যা ভবিষ্যতে ৮৪ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ৯৪টি ম্যাচে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। ধুমল জানান, ১০ দলের কাঠামোয় প্রতিটি দল ৯টি করে হোম এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ খেললে মোট ম্যাচ ৯৪-এ পৌঁছাবে। কিন্তু ২০২৭ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যে সূচি রয়েছে, তাতে আইপিএলের ম্যাচ বাড়ানো আপাতত সম্ভব নয়। পাশাপাশি, চলতি মরশুমে আইপিএলের দর্শক (টিআরপি) কমার জল্পনাও উড়িয়ে দিয়েছেন ধুমল। তিনি জানান, গতবারের তুলনায় এবার টিভিতে ২৫ শতাংশ এবং ডিজিটালে ১৫ শতাংশ দর্শক বেড়েছে। আঞ্চলিক ভাষার সম্প্রচারে দর্শক বেড়েছে প্রায় ৪২ শতাংশ।

সাদা বলের ক্রিকেটে অনিশ্চিত পন্থের ভবিষ্যৎ

চেন্নাই, ২০ মে : আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজে ওডিআই দলে জায়গা না পাওয়ায় সাদা বলের ক্রিকেটে ঋষভ পন্থের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে গেল। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, টেস্টে পন্থ অপরিহার্য হলেও ওডিআই ক্রিকেটে আপাতত অন্য বিকল্পের দিকেই নজর দিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট।

২০২৭ সালের বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে দল গঠন শুরু করেছে ভারত। এই মুহূর্তে দলে একজন বাঁহাতি ব্যাটারের খুব প্রয়োজন। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারতেন পন্থ। কিন্তু আইপিএলে ১২ ম্যাচে মাত্র ২৫১ রান করা এবং ব্যাটিং টেকনিকে কোনও উন্নতি না হওয়ায় তিনি ওডিআই দলে সুযোগ পাননি। আগরকার জানিয়েছেন, ওডিআই দলে সুযোগ পেতে হলে পন্থকে সাদা বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে হবে। লোকেশ রাহুল প্রথম পছন্দের উইকেটকিপার হওয়ায় এবং ঈশান কিষান ও সঞ্জু স্যামসনদের উপস্থিতিতে পন্থের ফেরা বেশ কঠিন।

অন্যদিকে, রবীন্দ্র জাদেজাকেও আফগানিস্তান সিরিজের উভয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট যে ওডিআই এবং টেস্টেও তাঁর জায়গাও আর সুরক্ষিত নয়।

প্লে-অফ আশা বাঁচানোয় আজ নজর চেন্নাইয়ের

আহমেদাবাদ, ২০ মে : লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে কি দেখা যাবে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে? চেন্নাইয়ে গত ম্যাচে মাহি দর্শন মিললেও মাঠে নামেননি ক্যাপ্টেন কুল। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেই দৃশ্য দেখার সম্ভাবনা কম। তারপরও চেন্নাই সুপার কিংসের প্রিয় থালাকে নিয়ে দিনভর চর্চা ক্রিকেটভক্তদের মধ্যে।

এদিকে, গুজরাট টাইটান্স ইতিমধ্যেই প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলেছে। ফলে ঘরের মাঠে ফুরফুরে মেজাজে নামবেন শুভমান গিলরা। জিতে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানে নজর থাকবে তাঁদের। অন্যদিকে, খাতায়-কলমে চেন্নাইয়ের এখনও ক্ষীণ আশা বেঁচে। গুজরাটকে হারালে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করবেন সঞ্জু স্যামসনরা। এরপর তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলের দিকে।

মাহিকে নিয়ে জল্পনা

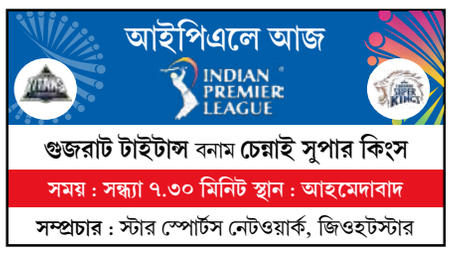

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE
গুজরাট টাইটান্স বনাম **চেন্নাই সুপার কিংস**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সোমবারই ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছে চেন্নাই। আগের ম্যাচগুলিতে ড্রেসিংরুমে না থাকলেও সেদিন সমর্থকদের সামনে এসেছিলেন ধোনি। ম্যাচের শেষে চিপকের মাঠ ঘুরে সমর্থকদের অভিবাদনও কুড়োতে দেখা যায় তাঁকে। তবে সেই দৃশ্যে খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছেন না মাহির প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেছেন, 'জানি ধোনি চেন্নাইকে খুব ভালোবাসে। তবে সেই ভালোবাসা কিন্তু সেদিন (সোমবার) আমার চোখে পড়েনি। জানি না কেন, তবে আমি সেই আনন্দ অনুভব করিনি।' একধাপ এগিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার কথা হচ্ছে ধোনি প্রথম থেকে সিএসকে-র অংশ। এর আগে না খেললেও ওকে ড্রেসিংরুমে দেখা গিয়েছে। হয়তো ও দলের ওপর চাপ তৈরি করতে চায় না। তবে এই করতে গিয়ে কিন্তু আপনি সমর্থকদের দূরে সরিয়ে রাখছেন।' বুধবার রাতের দিকে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ধোনির সঙ্গে নাকি ম্যানেজমেন্টের সম্পর্ক তলানিতে। সামনের মরশুমে দল ছাড়বেন তিনি। এরপর জল্পনা আরও বেড়েছে।

তবে বাইশ গজের লড়াইয়ের আগে বিপক্ষ বোলিংকে নিয়ে সতর্ক চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। তাঁর মন্তব্য, 'কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ বা জেসন হোল্ডারদের নকল করে লাভ নেই। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী খেলতে হবে আমাদের।'

আহমেদাবাদ পৌঁছে ভক্তদের সইয়ের আবদার মেটাচ্ছেন চেন্নাই সুপার কিংসের কার্তিক শর্মা।

সহজ গ্রুপে বাংলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : আগামী মরশুমের ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

দলীপ ট্রফি দিয়ে শুরু হচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম। শুরু ২৩ অগাস্ট। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের মূল আকর্ষণ রনজি ট্রফি শুরু হচ্ছে ১১ অক্টোবর। রনজিতে এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে বাংলা

রনজি শুরু ১১ অক্টোবর

দল। কোচ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘেঁটে থাকা বাংলা ক্রিকেটমহল মনে করছে, রনজিতে এবার বেশ সহজ গ্রুপে বাংলা। ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, সার্ভিসেস, গুজরাট, কেরল, দিল্লি ও ওড়িশা।

ঘরোয়া ক্রিকেটের মোট ১৭৮৮ ম্যাচের সূচিই আজ সামনে এসেছে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা দল বেশ কঠিন গ্রুপে। কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, ত্রিপুরা, ওড়িশা, অসম, পুদুচেরির মতো দল রয়েছে বাংলার গ্রুপে। সর্বভারতীয় টি২০ প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, বরোদা, উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড়, কর্ণাটক ও মিজোরামের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বাংলা দলকে। সবমিলিয়ে আইপিএলের মাঝেই আগামীর ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই।

'ঝালমুড়ি-ক্রিকেটে' মজলেন দিলীপ, তাপস

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝালমুড়ি খেতে খেতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের খেলা দেখলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সঙ্গী তাপস রায় ও তমোঘ্ন ঘোষ। বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে।

কলকাতা, ২০ মে : বৃষ্টি তখন সবে থেমেছে। খেলা শুরুর তোড়জোড় চলছে রাতের ইডেন গার্ডেন্সে।

ক্যামেরন গ্রিন ও সৌরভ দুবের দাপটে ৮ ওভারে ৫৭/৪ স্কোরে তখন রীতিমতো চাপে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এমন সময় অভিনব দৃশ্য দেখা গেল ক্রিকেটের নন্দনকাননে।

> কেকেআর আমাদের ঘরের দল। পাড়ার টিমের মতোই। যখন সুযোগ পাই, ইডেনে হাজির হয়ে খেলা দেখি। আজও এসেছি নাইটদের জয় দেখব বলে।
>
> -দিলীপ ঘোষ

সিএবি-র দোতলার ক্রীড়ামন্ত্রীর বক্সে পাশাপাশি বসে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ও বিধায়ক তাপস রায়। সঙ্গে বিজেপির আরও এক বিধায়ক তমোঘ্ন ঘোষও। ক্রিকেট নিয়ে আড্ডার মাঝেই চলছে দেদার 'ঝালমুড়ি' খাওয়া। ঠিক যেভাবে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় হাজির হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'ঝালমুড়ি প্রেমের' কথা জানিয়েছিলেন, অনেকটা সেভাবেই আজ 'ঝালমুড়ি-ক্রিকেটে' মজেছিলেন দিলীপ-তাপসরা।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফ সম্ভাবনা নিয়ে দিলীপকে প্রশ্ন করতেই হেসে ফেললেন। ঠোঙা থেকে ঝালমুড়ি মুখে দিয়ে বলছিলেন, 'কেকেআর আমাদের ঘরের দল। পাড়ার টিমের মতোই। যখন সুযোগ পাই, ইডেনে হাজির হয়ে খেলা দেখি। আজও এসেছি নাইটদের জয় দেখব বলে।' মুম্বই ম্যাচ তো বটেই, রবিবারের দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ এখন কেকেআরের জন্য 'ফাইনালের' মতোই। সব ম্যাচ জিততেই হবে। কিন্তু তারপরও আজিঙ্কা রাহানেদের প্লে-অফ নিশ্চিত হবেই, এমন নয়। আক্ষেপ করছিলেন রাজ্যের নয়া মন্ত্রী দিলীপও। বলছিলেন, 'শুরুটা ভালো হয়নি এবার কেকেআরের। যদি শুরুটা ভালো হত, তাহলে হয়তো দল হিসেবে প্লে-অফের আরও কাছে থাকতে পারত কেকেআর। দেখা যাক কী হয়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা জগন্নাথ মাইতি - কে

18.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78K 62168 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাদের রাজ্যের অনেক মানুষের সবথেকে কাছের সঙ্গী হয়ে উঠেছে এবং এটি কোটিপতি হওয়ার এক অতুলনীয় সুযোগ করে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় খরচ খুবই সামান্য এবং যারা কোটিপতি হতে ইচ্ছুক প্রত্যেকেই এই উপায়টি চেষ্টা করতে পারেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জলসার ৬৩ রান, প্রণিতার ৩ উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের স্নাতকোত্তর স্তরের ক্রীড়ায় মহিলাদের আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল নেপালি, বোটানি, ইংরেজি ও ম্যাথমেটিক্স।

প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে নেপালি বিভাগ ৬৮ রানে কেমিস্ট্রি বিভাগকে হারিয়েছে। টসে জিতে নেপালি বিভাগ ১ উইকেটে ১০১ রান তোলে। জলসা রানা ৬৩ ও রুপা ছেত্রী ২৮ রান করেন। জবাবে কেমিস্ট্রি ৫ উইকেটে ৩৩ রানে আটকে যায়। রুপা ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বোটানি ৫ উইকেটে মাইক্রোবায়োলজির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে মাইক্রোবায়োলজি ৭ উইকেটে ৩৪ রান তোলে। প্রনিতা সুব্বা ১৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বোটানি ৫ উইকেটে ৩৫ রান তুলে নেয়। র‍্যাচেল শেরপা ১৭ রান করেন। সুপ্রিয়া রাই ২৬ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট।

তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ইংরেজি ১০ উইকেটে কমার্সকে হারিয়েছে। টসে জিতে কমার্স ৩ উইকেটে ৪৮ রান তোলে। নেহা কুমারী ২৮ রান করেন। গৌরিতা রায় ৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ইংরেজি বিনা উইকেটে ৫৪ রান তুলে নেয়। প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য ২৮ রান করেন। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাথমেটিক্স ৯ উইকেটে ডিএলএলই-অ্যানথ্রোপলজির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ডিএলএলই-অ্যানথ্রোপলজি ৩ উইকেটে ৫৬ রান তোলে। লাকি ইয়াসমিন ২১ রান করে। মনীষা রায় ২৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ম্যাথমেটিক্স ১ উইকেটে ৫৮ রান তুলে নেয়। ভাস্বতী বর্মন ৩৮ রান করেন।

রিসার্চ স্কলারদের ম্যাচে 'সি' দল ৪ উইকেটে 'ডি' দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে 'সি' দল ৪ উইকেটে ৬০ রান তোলে। অমিত সরকার ১৬ রান করেন। জবাবে 'ডি' দল ৬ উইকেটে ৬১ রান তুলে নেয়। পুনম কুজুর নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সাহিল সাইবো। বুধবার।

এনআরআই-ইউনাইটেডের ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও এনআরআই-য়ের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ৩০ মিনিটে এনআরআই-কে এগিয়ে দিয়েছিলেন মণীশ কাছওয়া। ইউনাইটেডের খোকন রায় ৪৬ মিনিটে সমতা ফেরান। ম্যাচের সেরা হয়ে ইউনাইটেডের সাহিল সাইবো পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

ঘরের মাঠে ধরাশায়ী শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মে : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে ঘরের মাঠে প্রথমদিনই ধরাশায়ী শিলিগুড়ি। বুধবার বসুন্ধরা মাঠে শিলিগুড়ির বিরুদ্ধে হুগলি ৬০.১ ওভারে ৪৬৪ রান তোলে। ঋষিরাজ রায় ২১৮ রান করে। অনীক গড়াইয়ের অবদান ৭১। রোশন শা ৩৮ রানে নেয় ২ উইকেট। পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে প্রথমদিনের শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৪৪ রান তুলতে পেরেছে শিলিগুড়ি। ফলে বৃহস্পতিবার শেষদিনে হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ৬০ ওভারে শিলিগুড়ি ৪২১ রান তুলে ম্যাচ জিততে পারবে কিনা, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে।

সাইয়ের ট্রায়াল শুরু ২৫ মে

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : সাইয়ের জলপাইগুড়ি সেন্টারের জন্য সিলেকশন ট্রায়াল ২৫ ও ২৬ মে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। সাইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ২৫ তারিখ সকাল ৮টা থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। অ্যাথলেটিক্সে ছেলে এবং মেয়েদের নেওয়া হবে। তিরন্দাজি, ফুটবল এবং জিমনাস্টিক্সে শুধু মেয়েদের নেওয়া হবে। তিরন্দাজি, জিমনাস্টিকে শুধু ১২-১৮ মেয়েরা এবং অ্যাথলেটিক্সে ১২-১৮ বছরের ছেলে ও মেয়েরা সুযোগ পাবে। ফুটবলে ১০-১৪ বছরের মেয়েরাই ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবে।

এনবিআরসি-কে জেতালেন অনীশ

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার এনবিআরসি ১-০ গোলে এসপি রায় সিসিসি-কে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে গোল করেন অনীশ রায়। ম্যাচের সেরা এনবিআরসি-র শুভজিৎ মণ্ডল।